Banglapdf.net

চাঁদ বণিকের পালা

শঙ্খ মিত্র

AKAS SUVOM

চাঁদ বণিকের পালা

শম্ভু মিত্র

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশক : শমিত সরকার
এম. সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩

© শাঁওলী মিত্র

প্রথম প্রকাশ ; মাঘ ১৩৮৪
দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৯
তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৫
চতুর্থ সংস্করণ, পৌষ ১৪০০
পঞ্চম সংস্করণ, জৈষ্ঠ ১৪০৪, ১০০০ কপি
ষষ্ঠ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, ১০০০ কপি

এই নাটকের অভিনয়ের জন্য শাঁওলী মিত্রের অনুমতি অবশ্যই প্রয়োজন

মূল্য : চল্লিশ টাকা

ISBN-81-715-003-3

মুদ্রণ :
ক্যালকাটা ব্লক অ্যাণ্ড প্রিণ্ট
৫২/২ সিকদার বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০০৪

চাঁদ বণিকের পালা

শম্ভু মিত্র

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

গোলাম মাওলা আকাশ

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

FACEBOOK:

https://www.fb.com/groups/Banglapdf.net/

বুলবুলকে

ভূমিকা

চাঁদ বণিকের পালা বইটি দু-একটি সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর কিছু পাঠকের মঞ্চটাকে কল্পনা করতে অসুবিধে হ'ত। তাঁরা নানারকম প্রশ্ন করতেন। এইরকম কিছু প্রশ্ন শুনে মনে হোল যে, এই পালার জন্যে যে ধরনের মঞ্চ আমি কল্পনা করেছি সেটা একটু ব্যাখ্যা করা ভালো। আমাদের এই শহরের সব ক'টি মঞ্চই অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এবং নিরুপায় হয়েই আমরা সেইরকম মঞ্চে সারাজীবন নাট্য-প্রয়োগ করতে ও অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছি। নিজেদের মনোমত ক'রে একটা মঞ্চ গড়ে নিতে পারলে নাট্য-প্রয়োগের ধারায় যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতো সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা কল্পনা ক'রে ঐসব ত্রুটিপূর্ণ মঞ্চেই যথাসাধ্য কাজ ক'রে গেছি।—কিন্তু একদিন বোঝা গেল যে আমার কপালে সে-সৌভাগ্য লেখা নেই।—

জ্ঞাতার্থে বলি, যে, 'রাজা' নাটকের মঞ্চসজ্জার মতো যদি সামনের পর্দার লাইনের থেকে ৩/৪ ফুট ছেড়ে একটি ধাপ থাকে ন' ইঞ্চি উঁচু—মঞ্চের ডাইনে থেকে বাঁয়ে পর্যন্ত—এবং তার পরে যদি সমগ্র মঞ্চ জুড়ে পাটাতনটা থাকে—তাহলে জুড়িরা বা সূত্রধারেরা কোথায় বসবে? অথবা তারা কি ঢুকবে এবং বেরিয়ে যাবে? তাহলে নাটকের অবিচ্ছিন্নতা বার বার বাধা পাবে না কি?

'আমাদের নৃত্যনাট্যের নিয়মানুযায়ী তারা যদি মঞ্চের পিছনে বসে, তাহলে শেষ পর্বে বুড়ো চাঁদ সদাগর যখন একটা ঢিবিতে উঠে দূর সমুদ্রের দিকে বেহুলার ভেলাটিকে খোঁজে তখন সেইটার মঞ্চছবিই বা তৈরি হবে কী ক'রে যদি সেখানে জুড়িরা ও তাদের বাদ্যযন্ত্রাদি থাকে?'

তাই এই পালার প্রয়োজনানুযায়ী যে-টুকু সুবিধা আবশ্যিক ব'লে মনে হয়েছে তা কল্পনায় রেখেই এ পালা রচিত হয়েছে। কে জানে, কোনও দিন তো সেটা কারুর হাতে বাস্তব হতেও পারে।

প্রথমত, মঞ্চের সামনে, যবনিকার বাইরে, একটি অ্যাপ্রন মঞ্চ আছে। সেটি প্রায় ফুট ৪/৪$\frac{১}{২}$-চওড়া এবং মঞ্চমুখের সামনে দিয়ে প্রেক্ষাগৃহের বাঁ দিকের দেওয়াল থেকে ডানদিকের দেওয়াল পর্যন্ত টানা। এবং দু'পাশেই অভিনেতাদের ঢুকবার ও বেরিয়ে যাবার জন্যে দেওয়ালটা কাটা আছে। এই অ্যাপ্রন মঞ্চটি আসল মঞ্চ থেকে আবার ন' ইঞ্চি নীচু। এই অ-সমতলত্ব অনেক ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। (শুধু এই নাটকে নয়, অন্য অনেক ধরনের নাট্যেও।)

দ্বিতীয়ত, এই যে, অ্যাপ্রন মঞ্চে ঢুকবার বা সেই মঞ্চ থেকে বেরুবার জন্যে প্রেক্ষাগৃহের ডানদিকের ও বাঁদিকের দেওয়ালে (অভিনেতার ডান দিকে ও বাঁ দিকে) কাটা আছে। এবং সেই কাটা দেওয়ালের মুখে দু'পাশে একটি ক'রে দরজা দেওয়ালের সঙ্গে মেলানো রয়েছে। এই কাটা দেওয়ালের থেকে মঞ্চমুখের থামের মাঝামাঝি

দোতলার উচ্চতায় দু'পাশে দুটি ছোট ছোট বারান্দা সামান্য বেরিয়ে এসেছে। বারান্দার পিছনে ঢোকা বা বেরিয়ে যাবার জন্যেও দুটি ছোট দরজা আছে দু'পাশে। এই বারান্দা দুটোয় আলাদা আলাদা সূত্রধার স্পটের আলোতে দাঁড়িয়ে বক্তব্য বলতে পারে এবং বলা হ'লে স্পট নিভে যায়।

তৃতীয়ত, কলকাতার কিছু প্রেক্ষাঘরের দুইপাশের দেওয়ালে 'রয়্যাল বক্স'-এর মতো পর্দা দিয়ে সাজানো দুটো বক্স আছে। (পুরোনো বিলেতি থিয়েটারের অনুকরণে।) কিন্তু এগুলো মিথ্যে বক্স। এতে বসবার কোনও ব্যবস্থা থাকে না। কেন যে এগুলো বক্সের মতো সাজানো হয়েছে তা বোধ হয় কেবল এর নির্মাণকারীরাই জানেন।

এই মিথ্যেবক্সের জায়গায় যদি দু'পাশের দেওয়ালে দুটো স্লাইডিং পাল্লা থাকে, যে-গুলো খুললে দেখা যাবে যে জুড়িরা ফরাসের ওপর ব'সে আছে, তাহলে মঞ্চে যখন আলো নিভিয়ে কিছু বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে তখন আলো থাকবে জুড়িদের গানের ওপর। ফলে নাট্যের বহমানতা কোথাও বাধা পাবে না। এগুলো প্রয়োজন হ'লে সূত্রধারদের জন্যেও ব্যবহার হ'তে পারে এবং এর ফলে, মঞ্চে ছবি সৃষ্টির (দৃশ্যকাব্য রচনার) কোনও বাধা হবে না। ফরাস সরিয়ে জায়গাটা জানালার মতও ব্যবহার করা যায়।

(তাছাড়া 'ওথেলো' নাট্যে দেসদেমোনার বাবার প্রথম আবির্ভাবের জন্যে, বা 'সেৎজুয়ানের সৎ নারী'র প্রথম আবির্ভাবের জন্যেও ব্যবহার হতে পারে।—এইভাবে যতোরকম ক'রে মঞ্চটাকে ব্যবহার করা যাবে ততোই নাট্যের বৈচিত্র্য উজ্জ্বল হবে।)

এই রকমই আরো দুটো জায়গা ক'রে নেওয়া যায়, নীচে, একতলাতে। মঞ্চমুখের সংলগ্ন দেওয়ালে। অ্যাপ্রন মঞ্চ থেকে ন' ইঞ্চি ওপরে। অর্থাৎ মঞ্চের সমতলে। সাধারণ সময়ে স্লাইডিং পাল্লা বন্ধ থাকবে। কেবল প্রয়োজনে খোলা হবে।

চতুর্থত, মঞ্চের মধ্যে পাটাতন যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে মঞ্চের কিছু তক্তা খুলে ফেলবার সুযোগ থাকা চাই। তাহলে বেহুলা ও লখিন্দরের সাঁতালি পর্বতের সানুদেশে উঠে আসাটা, এবং পরে ওঝা ও প্রদীপ নিয়ে পুরনারীদের কাঁদতে কাঁদতে এসে বাসর ঘরের দিকে যাওয়াটা দেখতে ভালো লাগবে। সত্য লাগবে।

এবং ঐ যে তক্তা তুলে ফেলে খানিকটা ফাঁক পাওয়া যাচ্ছে, সেইখান দিয়েই প্রচুর আলোতে উজ্জ্বল, বেহুলা লগি ঠেলে বেয়ে নিয়ে যায় তার ভেলাটা। তখন মঞ্চের সুমুখের দিকে অন্ধকার। প্রদীপ হাতে ছায়ার মতো মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে গানটা গাইছে আর মঞ্চের একদম পেছনে, আকাশীপটের সামনে দিয়ে, বেহুলা লগি ঠেলে চলেছে। পাটাতনের তল থেকে একটু নীচু দিয়ে।

এছাড়া আরো অনেক কল্পনা তো ছিল, কিন্তু সব এখানে বলা তো যাবে না। আর দরকারই বা কী? প্রত্যেক নাট্যনির্দেশক তো নিজ নিজ কল্পনা অনুযায়ী নাট্য প্রস্তুত করবেন।

বইটি পড়তে গিয়ে কোনও পাঠক কিছু শব্দের বর্ণবিন্যাসে বিভ্রান্ত হ'তে পারেন। অভ্যাসের বশে চলিত লিপির সাহায্যে আমরা উচ্চারণটা অনুমান ক'রে নিই। কিন্তু বিপদ হয় অচলিত ভাষার ক্ষেত্রে। তাই অসমাপিকা ক্রিয়াপদের মধ্যে যেখানে উচ্চারণ লিখিত স্বরবর্ণের ঠিক—য় নয়, আবার—ই-ও নয়, মাঝামাঝি যেমন,—করে—কোইরে বা কোয়রে নয়, সেই স্বল্পস্বর বোঝাতে শব্দের অন্তে 'ƒ' (য-ফলা) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—করো্য, বস্যে, কেট্যে, থুয়্যে বা এস্যে। তেমনিই—কর্যেছি, চল্যেছে প্রভৃতি।

আবার নিয়্যা, বাঁচেয়্যা, নেউটিয়্যা, এইগুল্যা, প্রভৃতি শব্দের কিন্তু অ্যা উচ্চারণ।

এক বিশিষ্ট রীতির অনুসরণে লেখা হয়েছে '৻ '-এ বোঝাতে আর ' ে '-এ্যা বোঝাতে। শব্দের শুরুতে।

তাছাড়া চ, ছ ও জ-এর উচ্চারণ বহু অতীত থেকে প্রচলিত একধরনের উচ্চারণের মতো একটু শ বা ইংরেজি 'Z'-এর কাছ ছুঁয়ে। ধ্বনিশাস্ত্রের চিহ্ন দিয়ে সঠিক উচ্চারণ লেখা যদি-বা যায়, সেটা দেখতে ভালো নয় আর সাধারণ পাঠকের পক্ষে পড়াও কঠিন। তাই এগুলো খানিকটা পাঠকের ওপরেই ছাড়তে হয়, তাঁরা বুঝে নেবেন।

প্রথম পর্ব

[অন্ধকারের মধ্যে অনেকের কণ্ঠে একটা উল্লাস-চীৎকার শোনা যায় : হৈ ঈয়াঃ—।
আলো জ্ব'লে ওঠে। অতীত বাংলার গাঙ্গুড় নদীর তীরের চম্পকনগরী।
তারই যৌবনের প্রতীক সব লোকজন। উচ্ছল কোলাহল।
একজন লাফিয়ে উঠে বলে—]

এক ॥ ভাইরে,—আমরা সমুদ্দুরের বুকে পাড়ি দিবই দিব—

[সকলে কোলাহল করে সমর্থন জানায়, অপর দিক থেকে অপর একজন লাফিয়ে উঠে বলে—]

অপর ॥ ভাইরে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা নাও ভাসেয়্যা হুই দূরান্তরের পথে পাড়ি দিয়্যা গেছে। সেই পূর্বপুরুষের মর্যাদা আমরা ফিরেফির জয় করো নিবই নিব—

[সকলে আবার সমর্থন জানায়]

তৃতীয় ॥ ভাইসব, আমরা ভীতু না, আমরা অথর্ব না। আমাদের অন্তরে জোর আছে, —আমাদের শরীরে শক্তি আছে—আমরা হই জুয়ান। তাইত আমাদের তরে ভাই চাকুরির গদি নাই। আমাদের তরে তাই—সাঁঝের বেলায় দাওয়ার উপুরে বস্যে চক্ষু মুদ্যে তাম্বাকু টানা নাই—

[সকলে হেসে উঠে সমর্থন জানায়]

অপর ॥ হাঁতো, আমরা না মাগুলিক—না গৌল্মিক,—না শৌল্কিক,—না চট্ট,—না ভট্ট,—

অন্য ॥ হাঁ-হাঁ—যারা নিজেদের শুল্ক ফাঁকি দিয়্যা অপরের শুল্ক আদায় করো ফিরে আমরা সেই মহামান্য বামহস্তকুশল শৌল্কিক না—

[সকলে হো হো ক'রে হেসে ওঠে]

প্রথম ॥ ভাইসব,—তাই আমাদের প্রধান কুলিক চাঁদ বণিক তো বলে, যে, আমরা যদি জুয়ান হই,—যদি মান্ষের পুত্র হই, তো আমাদের তরে খালি অন্ধকারে দুই চক্ষু মেল্যে অজানার মধ্যি গিয়্যা আতিপাতি সন্ধান—

দ্বিতীয় ॥ এই তো—, খালি হুই দূরান্তরের পথে পাড়ি দেওয়ার সম্মান—

তৃতীয় ॥ খালি লড়াই আর লড়াই। আর শেষে অচিনদেশের সেই রাজকন্যাটিরে জয় করো এন্যা তারে বিয়্যা করার আখ্যান—

[সকলে কলরব ক'রে ওঠে। একজন লাফিয়ে উঠে নিজের রংবাহারী চাদরখানা বাঁ হাতের ওপর যেন মূর্ছিতা রাজকন্যার মতো এলিয়ে দিয়ে গান শুরু করে, 'জাগো জাগো রে রাজকন্যা, বিয়্যা হবে আজ'। সকলে হৈ হৈ ক'রে ওঠে। চাঁদ সদাগর আসে, সঙ্গে এক-আধজন। সকলে জয়ধ্বনি দেয়। চাঁদ এসে সকলের সম্মুখে দাঁড়ায়। সকলে নিস্তব্ধ হ'য়ে প্রতীক্ষা করে]

চাঁদ ॥ ভাইসব,—এট্টা কথা মনে রাখা চাই, যে, দিনেরেতে বুকে ভরসা রেখো, আমাদের জয় হবেই হবে—

[সকলে তুমুল কোলাহল ক'রে ওঠে। চাঁদ হাত তুলে থামায়]

চাঁদ ॥ কিন্তুক এটাও যেন ভাই বেভ্‌ভুল না হয়, যে, আমাদের পথে হোল দুরুস্তর বাধা। সমাজে, সংসারে,—দেখো, সবায়ে তো আমাদেরে খালি অপবাদ দিবে। আপন ঘরের লোকে, আত্মীয় স্বজনে, আমাদেরে খালি গালমন্দ দিবে। কেননা, তুমি যে শিবের ভজনা করো। যেটা সত্য মনে করো সেটারে যে তুমি মন খুল্যে সত্য বলো। এইট্যাই অপরাধ। তারা বলে, কালটা খারাব,—তাই, শিবেরেও মানো, তারেপর ফিরেফির চ্যাংমুড়ি কানীরেও মানো। অর্থাৎ কিনা,—জ্ঞানেরেও পূজা করো,—ফির আবার, অজ্ঞানে ভজনা করো। পরামর্শ দিয়্যা বলে, সামনে না হয় গোপনে-গোপনে করো, চুপি-চুপি করো। জানি, এইসব খুব ধান চাল বেচনের পাটোয়ারী বুদ্ধির কথা,—কিন্তুক ভাইসব, এই যে চম্পকনগরী, এরে যারা আদিকালে সৃষ্টি করেছিল,—আমাদের সেই বাপপিতেমহদের দল,—তারা কি কেবল পাটোয়ারী বুদ্ধি দিয়া এদেশের মর্যাদা গড়েছে? এই রত্তমত্তি হ'তে দূর সুপ্পারকে গেছে। আবার তত্রাৎ পাড়ি দিয়্যা গেছে হুই দক্ষিণ সাগরে। সেই তাম্বপন্নির তীরে গিয়্যা নোঙ্গর করেছে। রত্তমত্তির বুধগুপ্ত?—এইতো সিদিন,—হরিকেল পার হয়্যা, সুবর্ণভূমিরে ছেড়্যে ওই অগ্নিকোণ ধর‍্যা, সুদূর সে কেডার বন্দরে যায়্যা উপস্থিত হোল। আর আজ? আমরা কেবলি অপরের কুৎসা করি,—খালি অপরেরে দোষ দেই,—খালি শৃগালের মতো যেন খিড়কির দুয়োরের কাছাকাছি যায়্যা ধূর্ত্যামি করি—! ভাইরে, আমরা কি সেই নিডরিয়া বাপপিতেমহদের বংশের সন্তান? নাকি আমরা সবাই সব বেজম্মা? ক্ষেত্রজ? প্রাণ দিয়্যা তারা নিজ-নিজ প্রাণটারে সওদা করেছে—আর আমরা কী করি? (হাঁক দিয়ে বলে) এ চম্পকনগরীর যতো নিডরিয়া সদাগর ভাই—, সেই সব আত্মার তর্পণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য। আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারে না।

[সকলে প্রচণ্ড কোলাহল ক'রে ওঠে]

সকলে ॥ জয় চন্দ্রধর সদাগরের জয়। জয় নায়ক চাঁদ বেণের জয়।

[এক ব্যক্তি ঘোষণা করে]

প্রথম ॥ সকলে যথাসত্বর প্রস্তুত হয়্যা গাঙ্গুড়ের উত্তর নৌঘাটে যায়্যা উপস্থিত হও,—ভাঁটির টান পাওয়াক্ষণেই নৌকা খুল্যে পাড়ি দেওয়া হবে—

দ্বিতীয় ॥ নূতন নাবিক সব শুন-শুন,—পোঁটলাপুঁটুলি জিনিসপত্তর সব যথাবিধি কম নেওয়া চাই—। মোটঘাট বেশী হল্যে গাঙ্গুড়ের জলে তারে বিসর্জন দিয়্যা যেতে হবে—।

[এই সব ঘোষণার মধ্যে চাঁদ ও আরো কয়েকজনের প্রস্থান। বাকি কিছু লোক ঘোষণাকারীদের চারপাশে ভিড় ক'রে অধিক মোটের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে-করতে বেরিয়ে গেল। সামনে কয়েকজন লোক বাকি র'য়ে গেল]

এক ॥ ওহে ও ভবদেব—, নরহরিটারে ভালো কর্য্যে বলো, ভুঁড়িটারে ঘরে থুয়্যে যাক্, ওটার ওজন বড়ো বেশীই দেখায় যে—

ভবদেব ॥ (ভুঁড়ি টিপে) হোয়্-হোয়্, ওজন তো সাচায় খানিক্ বেশী-বেশী লাগে—

নরহরি ॥ এই—এই খবরদার। (ভেংচিয়ে) এ হে-হে-হে—বেশী-বেশী লাগে! (পেট টানবার চেষ্টা করে) কুথা ভুঁড়ি? ভুঁড়ি কুথা?

[সকলে হো হো ক'রে হাসে। একজন ভুঁড়িতে কাতুকুতু দেয়, নরহরি তাকে মারতে যায়]

এক ॥ ওহে ও শিবদাস, ছাড়ো-ছাড়ো ঐসব ছেলেপনা ছাড়ো,—তার চায়্যা একখান্ সঙ্গীত লাগাও হে—

শিবদাস ॥ সঙ্গীত?

অপর ॥ হাঁ-হাঁ, এসো, এসো। চৌচাপটে বোসো হেথা। ধরো। একখান্ গীত।

সকলে ॥ হাঁ-হাঁ, গীত ধরো হে, একখান সঙ্গীত লাগাও—

শিব ॥ কী গীত—কও?

ভব ॥ আরে, ধরো ভালোমতো একখান গীত। এট্টা কন্যাকীর্তন লাগাও হে, সেই যে কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল—

করালীচরণ ॥ আরে, আজ বলে আমাদের জানপ্রাণ তুচ্ছ কর্য্যে পাড়ি দিতে হবে—আর এসময়ে কও কিনা কন্যার কীর্তন।—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যায়্যা তোমরা সকলে বুঝি আড়বাঁশী বাজাবে ভেবেছ?

এক ॥ ওঃ—, কী আমার ব্যাসদেবপুত্র যেন শুকদেব আলো রে—। বলি জীবন কি বিধবার মতো? যে, তুমি তারে হবিষ্যান্ন খাওয়ানের নিদান দিতেছ?

করালী ॥ ও? বলি, জীবন কি তবে খালি রাসনীলে? যে, দোলাতে দুল্লে বুঝি আহ্লাদে দিনপাত হবে?

নর ॥ আহা-হা—বলি ও করালীচরণ—শুন-শুন বিসম্বাদ করো কেন? তোমার কথাতেও কিছু যুক্তি আছে,—আবার ইয়াদের কথাতেও কিছু যুক্তি আছে—

এক ॥ বুঝলে হে করালীচরণ,—এটা হোল ফুর্তি, আমাদের জোয়ানির ফুর্তি। জোয়ানিটা যদ্দিন আছে—তদ্দিন লড়াইও যেমন চাই, ফিরেফির ফুর্তিও চাই।—বোঝো?

করালী ॥ না। এটা হোল তোমাদের জোয়ানির মস্তি। বোঝো? মস্তিতে আছো—তাই ট্যারা চোখে ধরাটাকে সরা-ই দেখতিছ। হবে—। একদিন প্রমাণিত হয়্যা যাবে, যে, তোমরাই আমাদের অভিযান পণ্ড কর্য়ে দিলে। উন্নত আদর্শ তার তোমরাই ধুয়্যে-মুছ্যে মাটিতে মিশালে। একদিন প্রমাণিত হবে। গাউইয়া নাটুয়া সব। [প্রস্থান]

নর ॥ আরে-আরে, শুন-শুন—ও করালীচরণ।

এক ॥ আরে ছাড়ো-ছাড়ো। ওর কথা ছেড়ে দাও। ওগুল্যা মানুষ নয়।

নর ॥ না হে, কথাটা কয়্যেছে যখন, তখন কিছুটা যুক্তি ওর নিচ্চয় রয়্যেছে। ভেবে দেখো, ও-ও তো এ অভিযানে যাবে—

সেই লোক ॥ ওঃ—বড়ো-বড়ো ডিঙ্গির ডহরে মূষিকের দল থাকে, তারাও যেমন অভিযানে সরিকান্ হয়, এ-ও তো তেমনি—

নর ॥ না হে না, কেউ যদি কোনো কথা অনুভব করে—কিছু যুক্তি থাকে তার। থাকতেই হয়। জীবনের এই যে নিয়ম।

শিব ॥ ও। তা, আমি যদি অনুভব করি, তুমি এক ছাগলের ব্যাটা, সেটারও তো যুক্তি আছে ?

[সকলে হেসে ওঠে]

এক ॥ নাও-নাও, গীত্ করো—গীত করো—কই হে শিবদাস, শুরু কর্য়ে দ্যাও—

শিব ॥ হবে-হবে। হৈ ভবদেব তোমার গেঁজেতে কিছু ভাঙ্‌পাতা আছে ? কিঞ্চিৎ দ্যাও হে সখা—

ভব ॥ আরে, আগে ডিঙ্গির নোঙ্গর খোলো—, যাত্রা শুরু করো—, তারে-পর সে তো আছে—। আরে, আরে,—এই দেখো, কী করে, কী করে—

শিব ॥ (ভবদেবের গেঁজেতে হাত লাগিয়ে) দেও-দেও, কিছুটা আগাম দেও। নেশা ছাড়া কখনো কি স্বপ্ন ভালো হয়?—বলি কি, ভবদেব, পেত্যেক রগের মধ্যে—যেন ভাই, সাঁড়াসাঁড়ি বান ডেক্যা যায়। এ অবস্থায় নেশা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নাই। একেবারে নাই।

[পাতা চিবায়। অন্যেরাও সায় দিয়ে পাতা চিবায়]

শিব ॥ আচ্ছা, আমাদের জয় নিচ্চই তো হবে,—কী কও?

সকলে ॥ নিচ্চই। হবেই। আমাদের চন্দ্রধর যখন কয়্যেছে যে জয়লাভ নিচ্চই হবেই, তখন ও নিয্যস হয়্যা বস্যে আছে। কোনো ঠেকাঠেকি নাই।

শিব ॥ এই। (আপনমনে কী যেন ভেবে) ওঃ, কী মজাটাই যে না হবে—(আহ্লাদে হাসতে থাকে)

সকলে ॥ কী—কী,—কী মজা,—মজাটা কী হে?

শিব ॥ দেখো ভাই, যতোই না কেন আমি চিন্তোতে চাই, যে শিবদাস, সদাগর বারেবারে সাবহিত কর্য্যে দেছে, যে,—পথে আমাদের খালি পদে-পদে দুরুস্তর বাধা, ঘরে-পরে সকলে মোদের শুধু কুৎসা রটাবে,—আর উদিকে, আকাশ তখন যেন মসীবর্ণ হয়্যা ঝড়ের হাঁকার দিবে। মনে-মনে কল্পনা করি,—এই বিজলির চমক, এই বজ্রাঘাত,—যারে বলে—একেবারে ভরা সর্বনাশটারে চিন্তাকরণের আপ্রাণ প্রয়াস করি—(হঠাৎ হেসে ফেলে) কিন্তুক আঁটকুড়ীর পুয়ো ঐ মন ব্যাটা, কিছুতেই যেন সেইদিক্‌টাতে একেবারে কটাক্ষিই করে না হে !—খালি মনে-মনে ফুট কাটে, যে, জয় তো নিয্যস হবেই, তখন এই এত্তো বড়ো একখান ডাঙ্গর ছালার মধ্যি ধনরত্ন মণিমাণিক্য—(আহ্লাদে আওয়াজ ক'রে উঠে) উই-উই-উই,—তখন তো ঐ অর্জ্জুন গৌল্মিকের কন্যা, চারুমতী গো, আমার চারুমতী—(হঠাৎ গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠে)

ও কুঁচবরণ কন্যা তোমার মেঘবরণ চুল,—
তোমারি তরে যে কন্যা (আমার) সকলি বেভ্‌ভুল,—
মরি, হায়, হায়, হায়—

[সকলে দোয়ার ধরে]

সকলে ॥ স্বপনে কাঁপন লাগে জর জর গায়ে
মরি, হায়, হায়, হায়—

শিব ॥ ও চারুমতী কন্যা,—তোমার কটাক্ষে চমক,
অঙ্গেতে আগুন জ্বালে নিতম্ব ঠমক—
মরি, হায়, হায়, হায়—

সকলে ॥ স্বপনে কাঁপন লাগে জর জর গায়ে
মরি, হায়, হায়, হায়—

শিব ॥ ও চারুমতী কন্যা তুমি
এসো মোর ঘরে
দিনেতে ব্যঞ্জন রান্ধো
রাত্রে রান্ধো মোরে

সকলে ॥ মরি, হায়, হায়, হায়—
স্বপনে কাঁপন লাগে জর জর গায়ে
মরি, হায়, হায়, হায়—

শিব ॥ ও চারুমতী কন্যা—তুমি রূপেতে অতুল—
তোমারে গড়িয়্যা বিধি হয়্যেছে বাতুল—

সকলে ॥ ও বিধি, হয়্যেছে বাতুল—।

শিব ॥ নিজেই পড়িয়্যা লোভে (তোমার) বর নাহি গড়ে
আমাদের সকলেরে খুঁত দিয়্যা ভরে—
মরি, হায়, হায়, হায়।

সকলে ॥ মরি, হায়, হায়, হায়—

শিব ॥ মেনোনা বিধির কথা
ও ব্যাটা ত্যাঁদড়—
হিংসায় মোদের করে দেখিতে ব্যাদড়—

সকলে ॥ মরি, হায়, হায়, হায়—।
স্বপনে কাঁপন লাগে জর জর গায়ে
মরি, হায়, হায়, হায়—।

শিব ॥ ও চারুমতী কন্যা, তুমি নিম্নমুখে চাও
করুণা করিয়্যা কন্যা, আমাতে তাক্যাও
(ওগো) সর্বস্ব উজাড়ি দিব, মোর পানে চাও
আগুন নিভায়্যা তুমি প্রেমবারি দাও।
বিজুরি থামায়্যা তুমি মোর পানে চাও
কটাক্ষ গভীর কর্য়ে মোর পানে চাও—

[ত্রস্তে দু'জন লোক ছুটে ঢোকে, একজন করালীচরণ]

অপর লোকটি ॥ ভাইসব, শুন-শুন, বিপদ আসে—

সকলে ॥ বিপদ? কিসের বিপদ?

করালী ॥ গহন বিপদ। মহামাণ্ডলিক বল্লভ আচার্য আজ এইমাত্র এইখেনে নগরীতে এস্যে উপস্থিত।

সকলে ॥ সেকি? কেন? কেন হে? মহামাণ্ডলিক অকস্মাৎ এইখেনে আসে কেন।

লোকটি ॥ আমাদের স্থানীয় যে মাণ্ডলিক, ঐ যে গো হাড়গিলা বেণীনন্দ—সে তো পূর্ব হ'তে আমাদের এই বাণিজ্যযাত্রার একেবারে সম্পূর্ণ বিপক্ষে ? কিন্তুক কোনোমতে তারে পণ্ডকরণের উপায় না দেখ্যে শেষে ঐ মহামাণ্ডলিকে সংবাদ পাঠেয়্যা তারে তাড়াতাড়ি হেথা এন্যা হাজির কর্য়েছে।

অনেকে ॥ সর্বনাশ!

নর ॥ তাইলে তো দেখি এ যে সমূহ বিপদ। ধরো যদি মহামাণ্ডলিক আমাদের যাত্রাবন্ধকরণের আজ্ঞা দিয়্যা বসে?

শিব ॥ ওঃ, দিক কেন! আমরাও তারে অপমান্য করে্য পাড়ি দিয়্যা দিব—।

[দু একজন শিবদাসের কথায় সায় দিয়ে ওঠে]

নর ॥ না হে,—এইসব দেখো অতো হঠকারিতার কার্য নয়। তাদের অধীনে প্রহরীরা আছে, সৈন্য আছে,—তাদেরেই যদি ঠেকাবারে আজ্ঞা দিয়্যা দেয় ?

শিব ॥ বটে! তা আমরা কি ব্যাটা সৈন্যসামন্তেরে ডর করে্য চলি? কীগো ভাইসব ? ফুকুরে বলনা কেন? আমরা তো সবে সমুদ্দুরে পাড়ি দিতে প্রতিজ্ঞে করিছি,—এখন কি ঐ পাকপেয়াদারে ডর করে্য আমাদের পথাপথ নির্ধারিত হবে ? কও, খুল্যে কও।

করালী ॥ আরে থোও-থোও, তুমি হল্যে নাটুয়া গায়ক, তোমরা যে বচনেই বেশ কিছু দড়ো হও সেকথাটা সকলেই জানে।—হ্যাঁঃ—

শিব ॥ অর্থটা কী হোল?

করালী ॥ অর্থটা হোল এই, যে, এ তোমার চণ্ডিমণ্ডপের মাঝে নেচ্যে-নেচ্যে যুদ্ধের পাঁচালী গাওয়া নয়, এটা হোল সাচা-সাচা যুদ্ধ—

ভব ॥ শুন-শুন, অমান্য করার ফলে যাত্রাটাই যদি বন্ধ হয়—তাতেই বা লাভটা কী হবে, কও?—সেটাও তো ভাবা লাগে—।

শিব ॥ আর, অন্যায়েরে মান্য করে্য নিলে আমাদের মানুষিতা নষ্ট হয়্যা যায়—তাতে কার কোন লাভখানা হয়? সেটা বুঝি ভাবাই লাগে না?

করালী ॥ আরে হাঁ-হাঁ, এরে কয় যতো বাহ্যাস্ফোট—

শিব ॥ আরে না, না, এরে কয় যতো ন্যাকার আখট—

ভব ॥ নাহে শিবদাস—শুন-শুন, অকারণে উত্তেজিত হয়্যা দেখো কোনো লাভ নাই। তার চায়্যা—আমরা তো সামান্য মানুষ, মোদের নায়ক হোল চন্দ্রধর, তার কাছে যায়্যা সমস্ত জ্ঞাপন করি। সে যা আজ্ঞা দিবে, সেইটা সকলে খুশীমনে পেল্যে-পেল্যে যাবো। ঠিক কিনা কও?

[প্রায় সকলেই সমর্থন ক'রে রওনা হয়, কেবল নরহরি চিন্তিতভাবে বলে]

নর ॥ কিন্তুক, মুস্কিল তো এই, সে তো ফিরে অন্য কথা কয়—

সকলে ॥ কী আবার কয়?

নর ॥ সে তো কয়—মানুষের মুণ্ডটা তো কোনো ফালতু বস্তু নয়, তাই তার নিজের সিদ্ধান্ত নাকি মানুষের নিজে-নিজে নেওয়া প্রয়োজন। এই তো সে কয়।

ভব ॥ আঃ-হা, এইটা তো তার পক্ষে ঠিক কথা,—নায়কের উপযুক্ত কথা। কিন্তুক, আমাদের উপযুক্ত কর্তব্যটা কী? সেটা হোল, দ্বিমনা না হয়্যা শুধু তার আজ্ঞা পেল্যে-পেল্যে যাওয়া। কী বলো হে সবে? ঠিক, না বেঠিক?

[এমন একটা ন্যায্য কথায় সকলেই সায় দেয়]

সকলে ॥ বটেই তো, বটেই তো! আমাদের বুদ্ধি কি কখনো চাঁদের নাগাল পায়? নাকি পেতে পারে?

ভব ॥ এঃ-ই। এই কারণেই সে হয় নায়ক আর আমরা সকলে তার অনুসারী। চলো, চলো, তারই কাছে যাওয়া যাক।

[সকলের প্রস্থান। অপরদিক থেকে মহামাণ্ডলিক বল্লভাচার্য ও মাণ্ডলিক বেণীনন্দনের প্রবেশ]

বল্লভাচার্য ॥ নাহে বেণীনন্দ, না-না, চন্দ্রধরে নিয়্যা তুমি অযথা সন্ত্রস্ত হও। আমার তো জীবনের বেশীদিন কেট্যে গেছে অধ্যাপনা কর্যে, সে আমার ছাত্র ছিল, তারে আমি ভালমতে জানি—

বেণীনন্দন ॥ প্রভু, সে তো বহুদিন আগুকার কথা। আজকাল মানুষের বড়ো দ্রুত পরিবর্ত হয়।

বল্লভ ॥ না-না, অকারণ সন্দেহ পোষণ কোরোনাক। আমি তোমাদের উভয়ের মিটমাট কর্যা দিয়্যা যাই। এই তো চাঁদের গৃহ, ডাক্যাও উয়ারে।

বেণী ॥ না প্রভু, এতো কোনো ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ নয়, যেটা আপোসে নিষ্পত্তি হবে। আমারো তো তার প্রতি মনে-মনে সুবিপুল শ্রদ্ধা আছে। কিন্তুক প্রভু, প্রত্যহ মদীয় এই এলাকার মধ্যি যদি চেঙ্গড়া জুটায়্যা আমার এই শীর্ণতারে ব্যঙ্গ করে, তাইলে তো প্রভু রাজ-অধিকরণের মর্যাদারক্ষণ—খুবই মুস্কিলের হয়্যা পড়ে—

বল্লভ ॥ আহা, ছেড়্যে দেও মাণ্ডলিক, ছেড়্যে দেও। ও সকল নগণ্য ভাষণ। তার চ্যায়া চলো সদাগরগৃহে যাই।

বেণী ॥ প্রভু, তারি শিক্ষামতো একজনা গলা ফেড়্যে বলে,—ঐ হাড়গিলাটা,—আর অপরেরা সাথে-সাথে ধুয়া ধরে—নিপাত যাউক, নিপাত যাউক। এইটা কি নগণ্য ভাষণ?

বল্লভ ॥ তুচ্ছ-তুচ্ছ—তুমিও এর উত্তরস্বরূপে আপন শরীরে কিছু মেদবৃদ্ধি ঘটাও না কেন? তোমার শরীরে সেটা প্রয়োজনও বটে। রাজাধিকরণে কর্মমধ্যে নিদ্রা হোল প্রধান প্রক্রিয়া।

বেণী ॥ (কঠিন হেসে) প্রভু, গত সনে আপনার সুযোগ্য সন্তান শ্রীমান ভাস্কর আমারি সঙ্গতি হেথা সহকারী ছিল। তার স্থূলতার তরে এরা তারে ভেক বল্যে রাত্রিদিন তারি নামে এক শ্লোক উচ্চারণ কর্যে যেত। কইত যে—

'মেদভারে নপুংসক ভাস্কর তস্কর
তাই পুত্রার্থে ভেকিনী করে পাইকের ঘর।'

সেই তুচ্ছ ভাষণের প্রাবল্যেই প্রভু চাকুরিতে ক্ষ্যামা দিয়্যা ভাস্কর এখন দেশে ফির্যে গেছে।

বল্লভ ॥ (প্রচণ্ড বিস্ময়ে) এই কথা তুমি আমারি সম্মুখে কও।

বেণী ॥ প্রভু, তৎকালে আমিও হেসেছি কিনা, সেই ভ্রমের সংবাদ আজ প্রভুর সকাশে স্বীকার করেছি মাত্র—

বল্লভ ॥ এতোখানি স্বীকারের ক্ষমতা যখন, তখন, অনম[illegible]র রাজধানীতেও কোনো সুউচ্চ ব্যক্তির সাথে তোমার ঘনিষ্ঠ কিছু যোগাযোগ আছে ?

বেণী ॥ (বিনয়াবনত হ'য়ে) প্রভু, আপনারই মতো কতিপয় মহাশয় ব্যক্তি—যথা রাজমন্ত্রী ও প্রধান কোটাল—আপনারই মতো স্নেহদানে এ অধম দাসানুদাসেরে কৃতার্থ করেন।

বল্লভ ॥ ও।—চন্দ্রধর সম্পর্কে তোমার মনোগত অভিপ্রায় কী?

বেণী ॥ (জিভ কেটে) আমার তো ব্যক্তিগত কোনো অভিপ্রায় থাকাই উচিত নয় প্রভু। অভিপ্রায় শাসনবিধির। সে বিধির কাজ হোল, সমাজের যে আকার আছে তারে এক নিয়মের শৃঙ্খলায় বেঁধ্যে পরিপাটী কর্যে রাখা। তাই নিয়মভাঙার এই উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতা কখনো তো কোনো সমাজেই প্রশ্রয় পেতে পারেনাক। তাই প্রভু, নিয়মের একপারে আমি, অন্যপারে চাঁদ। সে যদি প্রশ্রয় পায়, তাইলে সমাজে এখনো—যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে-সবের প্রতি সাধারণে শ্রদ্ধাহীন হয়্যা যাবে। তাতে কি এদেশটারে গঠনের কাজে আদপে সাহায্য হবে ?

বল্লভ ॥ তাইলে এখন কর্তব্যটা কী?

বেণী ॥ এট্টা তো ত্রুটি হয়্যা গেছে। আপনি স্বয়ং তার ঘরপানে না এস্যা, চাঁদেরেই আপন সকাশে আহ্বান কর্যে পাঠালেই যুক্তিযুক্ত হোত।

বল্লভ ॥ তা যাত্রার পূর্বাহ্ণে এই পরামর্শখানি আমারে জ্ঞাপন করা যুক্তিযুক্ত ছিল। এখন এঠাঁয়ে তার গৃহের সম্মুখে এস্যে একথা বলায় কোনো লাভ আছে কি? এখন তো সেই আরব্ধ ঘটনা নিজের বেগেই অনিবার্য ঘটনার পরম্পরা সৃষ্টি কর্যে যাবে। এখন কি আর এরে ঠেকানো সম্ভব?

বেণী ॥ প্রভু, আমি তো সামান্য মাণ্ডলিকমাত্র, কিন্তুক, সত্যই কি প্রভু ঘটনার গতি নিবারণ করাই যায় না? যেমন দেখেন, মন্ত্রীমহাশয় কেন জানি ধারণা করেন, যে শ্রীমান ভাস্কর নাকি একেবারে অকর্মণ্য, অপদার্থ। কিন্তুক, আমি তার তরে মন্ত্রীমশায়ের কাছে প্রচুর প্রশংসাবাদ কর্যেই এয়েছি। তার ফলে, সম্ভাবনা আছে—হয়তো-বা রাজধানীতেই ভাস্করে অতিশীঘ্র কোনো এক উচ্চপদ মিল্যে যেতে পারে। তা, পুনরায় আমি যদি মন্ত্রীমশায়ের কাছে যায়্যা ভাস্করের

সম্পর্কে সব পূর্বকথা ভ্রম বল্যে স্বীকারোক্তি করি—তাইলে কি ঘটনার পরম্পরা ভিন্নরূপ ধারণ করে না? দার্শনিক প্রশ্ন প্রভু। সত্যই কি ভ্রম সংশোধনের দ্বারা ঘটনার গতির অন্দরে কোনো প্রতিক্রিয়া আনাই সম্ভব নয়?

বল্লভ ॥ চল, আমরা বরঞ্চ করণেই ফির‍্যা যাই। পাইক পাঠায়্যা চন্দ্রধরে আহ্বান করাটাই যুক্তিযুক্ত বল্যে বোধ হয়। (সনিশ্বাসে) আরব্ধ ঘটনা তার নিজের বেগেই ঘটনার পারম্পর্য সৃষ্টি কর্যে যায়।

বেণী ॥ প্রভু?

বল্লভ ॥ নাঃ, রাজদ্বারে আমার এই চাকুরি গ্রহণ, এরই ফলে অনিবার্য ঘটনার পরম্পরা সৃষ্টি হয়্যা যায়। আমরা কেবল সেই ঘটনার দাসমাত্র। চলো।

বেণী ॥ (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত ক'রে) এইতো দেখি চম্পকদেশের যুবামনমোহন চন্দ্রধর সমাগত।

[চাঁদের প্রবেশ। চাঁদ দ্রুত বল্লভাচার্যের চরণে নতজানু হয়]

চাঁদ ॥ উপাধ্যায়! প্রভু প্রণাম। (প্রণাম করে)

বল্লভ ॥ (হঠাৎ এক আবেগে) জয় হোক তোমার বৎস, সর্বাঙ্গীণ জয় হোক।

চাঁদ ॥ প্রভু, গুরুবাক্য মিথ্যা হয়নাক। (আবার প্রণাম করে) দেব, এ দাসের দেউলীতে চরণ অর্পণ চাই। আমি গুরুপদ পাখালেয়্যা জীবনেরে ধন্যকরণের সুযোগ যাচনা করি।

বেণী ॥ কিন্তুক, আচার্য বল্লভ তো কারো গুরুরূপে আজ হেথা ভ্রমণে আসেন নাই। আজ তাঁর আগমন রাজপ্রতিনিধিরূপে, অধর্মের গ্লানিমুক্তি তরে।

বল্লভ ॥ (কণ্ঠে দূরত্ব এনে) চন্দ্রধর, তুমি নাকি স্থানীয় এ সমাজের শান্তিরে বিঘ্নিত করো?

চাঁদ ॥ প্রভু, কুৎসাকারীদের মুখে মাতা জানকীও অসতীর আখ্যা পেয়েছিল।

বেণী ॥ কিন্তুক গণিকামাত্রেই যদি জানকীর সাথে নিজে তুল্য হ'তে চায়, তাইলে তদ্বারা বুঝি সত্যবাদীরাও কুৎসাকারী নামে অভিহিত হয়্যা যাবে? আপনি বিচারকর্তা দেব, আপনিই কয়্যা দেন।

বল্লভ ॥ উত্তর দেও, চন্দ্রধর!

চাঁদ ॥ প্রভু, এর কি উত্তর দেই। নিজেরা গণিকা যারা তারাই না অন্য সকলেরে গণিকা কওনে এতো উৎসাহিত হয়, কারণ, তদ্বারা যে তারা নিজ কলঙ্কেরই মোচনের আশা করে কিনা—

বল্লভ ॥ এইটা উত্তর নয় চন্দ্রধর, এটা যুক্তি নয়। এর ফলে, ভেবে দেখো, সত্য যে গণিকা তারেও তো গণিকা কওন অসম্ভব হয়্যা যায়। তুমি বুদ্ধিমন্ত চন্দ্রধর, ন্যায়াত্ম উত্তর দেও।

চাঁদ ॥ সে উত্তর আপনিই কয়্যা দেন প্রভু, আপনি বিচারকর্তা। কিন্তুক, এট্টা প্রশ্ন করি দেব, যেই দেশে এতোই সহজে সতেরে অসৎ আর শার্দূলে শৃগাল কয়্যে দেয়্যা যায়, সেইরাজ্যে ন্যায়, নীতি, ধর্ম, শৌর্য, এ সকল বাঁচানের উপায় কোথায়? সেই কুৎসাকারীদের, কই, কখনো তো কোনো শাস্তি হ'তে দেখি নাই? এ কটুভাষণ কি আমাদের দণ্ডশাস্ত্রে দশাপরাধের মধ্যে গণ্য হয় নাকি?

বেণী ॥ (উত্তপ্ত স্বরে) কিন্তুক শার্দূল যে সত্যই শার্দূল তারে কে নিশ্চয় করে? সতী নামধেয়া যিনি নারী তিনি যে যথার্থে কামুকী গণিকা নয় তারে কে প্রমাণ করে?

চাঁদ ॥ বাঃ, চমৎকার বিধান তোমার! সতী যে সত্যই সতী তার প্রমাণের ভার সতীরই উপর? আর, তারে যে গণিকা কয়্যা কুৎসা করে তার কোনো দায় নাই প্রমাণের?

বেণী ॥ না, নাই। কারণ, স্বয়ং সেই মাতা জানকীরে অগ্নিগর্ভে ঝাঁপ দিয়্যা আপনার সতীত্ব সম্পর্কে সকলেরে প্রমাণ বোঝাতে হোল। অবশ্য তাতেও কই, ফললাভ হোল না কিছুই, পুনরায় বনবাসে যেতে হোল।—চলেন আচার্য, মদীয় সংসারে যায়্যা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নেন, বেলা ঢের হোল।

বল্লভ ॥ মাণ্ডলিক, তুমি যাও, আণ্ডবাড়ি যাও, আমি এর সাথে দু'টা এট্টা সাংসারিক কথা কয়্যা আসি।

[বেণীনন্দন বাপদের মতো বল্লভাচার্যকে লক্ষ্য ক'রে অত্যন্ত বিনয়াবনত হ'য়ে হাসিমুখে বলে]

বেণী ॥ যথাদেশ প্রভু। আমি তবে অবিলম্বে আপনার আজ্ঞাগুলি ঘোষণা করাই?

বল্লভ ॥ আমার আজ্ঞা—?

বেণী ॥ হাঁ প্রভু, আপনার আজ্ঞা। সমাজের শান্তিরক্ষণের তরে আপনার বিবিধ আদেশ?

বল্লভ ॥ ও। দেও। যেমত উচিত তুমি বিবেচনা করো,—করো।

[বেণীনন্দনের প্রস্থান]

চাঁদ ॥ কিসের আদেশ প্রভু? কোন আজ্ঞা ঘোষণা করার কথা?

বল্লভ ॥ তোমার বিরুদ্ধে বেণীনন্দনের মনে যেসকল সঙ্কল্প রয়েছে সেগুলাই আমার হুকুমনামে ঘোষণা করার কথা। (ব'সে প'ড়ে) চন্দ্রধর, এই অভিযান তুমি পরিত্যাগ করো।

চাঁদ ॥ কেন প্রভু? বেণীনন্দনের ডরে?

বল্লভ ॥ (মাথা নেড়ে) বেণী নয় চন্দ্রধর, ঘটনার ডরে। জগতে এ যেন এক অন্ধকার অকাল নেম্যেছে, তারই ডরে। দেখো না, জ্ঞানের সম্মান নাই, বিদ্যার মর্যাদা নাই, সুভদ্র আচার নাই, সুভাষণ নাই, মাংসসুখ ছাড়া অন্য কোনো সুখ-চিন্তা নাই,—

ভুল্যে যাও, চন্দ্রধর, মহৎকার্যের কথা ভুল্যে যাও। শুধু কোনোমতে নিজেরে বাঁচেয়্যা রাখো। আদর্শের পাছে ছুট্যে কোনো লাভ নাই।

চাঁদ ॥ আশ্চর্য!—আপনি কি সত্যই সেই ভট্টপাটকবাসী আচার্য বল্লভ! আদর্শকে লক্ষ্য করে্য সাধনার উপদেশ আপনি কি দেন নাই আমাদের? কন নাই, সত্যেরই জয় হয়?—ভয় বাসি, মনে ভয় বাসি। গুরুদেব, এ ইন্দ্রপতন দেখ্যে আশঙ্কায় রক্ত হিম হয়্যা যায়। আপনি কি কন নাই,—এ ভরসা দেন নাই আমাদের, যে, মিথ্যা যতোই কেন প্রবলপ্রতাপী হোক, তবু সে ভঙ্গুর, অবশেষে সত্য জয়ী হয়? জীবনে সত্যের জয় অবশ্য, নিশ্চিত?

বল্লভ ॥ ভুল, ভুল, মহাভুল করে্যছি তখন। ইতিহাস খুল্যে দেখো, অবশেষে চিরকাল মিথ্যা জয়ী হয়্যা এল। রামচন্দ্র জানকীরে উদ্ধারের লেগ্যে পুণ্যযুদ্ধ করে, কিন্তুক, সে জয় তো সাময়িক। প্রজাদের মিথ্যা কুৎসা শুন্যা গর্ভবতী পত্নীট্যারে পুনরায় বনবাসে দিতে হয়। সেই হোল অবশেষ। কার জয় হয়? সেই অবশেষে?—কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ হোল, কতো বীর অকাতরে প্রাণ দিল,—ধর্মরাজ্য স্থাপনের লেগ্যে। কিন্তুক কোথায়? সেই ধর্মরাজ্য? এ ভারতে এখনো কি এল? ভুল, ভুল, পৃথিবী যেখানে ছিল সেখানেই আছে। কুচরিত্রা মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ীরা একদিন রামচন্দ্রে বনবাসে দেয়,—আর তারেপর আরদিন কুৎসাকারী প্রজাদের কথা শুন্যে রামচন্দ্র জানকীরে বনেতে পাঠায়। এই হয় অবশেষে। কার জয় হয়?

চাঁদ ॥ আশ্চর্য, আশ্চর্য—আপনাতে এ পরিবর্তন কী করে্য সম্ভব হয় প্রভু—

বল্লভ ॥ ঘটনায়! ঘটনার স্রোতে! (থেমে-থেমে বলেন) চন্দ্রধর, তোমাদের গুরুপত্নী, আজ কয় বর্ষ ধর্য্যে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে খুব কষ্ট পায়।

চাঁদ ॥ সেকি প্রভু!

বল্লভ ॥ বিত্তহীন অধ্যাপক স্বামী ছিল, ঠিকমতো আহারাদি হয় নাই।—প্রচণ্ড বিধাতা, তবু মৃত্যু দেয় নাই, এখনো জীবিত—

[চাঁদ গুরুর পায়ে হাত দেয়]

বল্লভ ॥ তোমারি বয়সী আমার যে জ্যেষ্ঠপুত্র ছিল, সূর্য, তারে মনে আছে ?

চাঁদ ॥ আছে প্রভু, সে আমার প্রাণোপম বন্ধু ছিল।

বল্লভ ॥ গঙ্গার স্রোত হ'তে এক বালকেরে বাঁচানের তরে ঝাঁপ দেয়। বালকে বাঁচায়, নিজে বাঁচে নাই।—সূর্যের বিধবা পত্নী, সন্তান সন্ততি—। (উঠে পড়েন) চন্দ্রধর, তুমি আমি ঘটনার দাসমাত্র, ঘটনা নিয়তি। এই অভিযান তুমি ছেড়্যে দেও। কারের বিপক্ষে গিয়্যা কোনো লাভ নাই।

[যাবার জন্য এগোন]

চাঁদ ॥ কিন্তুক গুরুদেব, সূর্য এক বালকেরে রক্ষা করো গেছে,—বলা যায়, এক কণা ভবিষ্যেরে রক্ষা করো গেছে,—সেই বীজ হয়তো-বা একদিন গাছ হবে. ফল দিবে, ছায়া দিবে,—সূর্যের মৃত্যুর অর্থ গুরুদেব সেইদিন বোঝা যাবে, তার আগু নয়।

বল্লভ ॥ যে বালকে বাঁচানের তরে সূর্য প্রাণ দিয়্যা গেল, সে হোল গ্রামের এক অতি হীন লম্পটের পুত্র, জন্ম হ'তে জড়বুদ্ধি, মৃগীরোগাক্রান্ত, তার কোনো ভবিষ্যৎ নাই। (হঠাৎ ফিরে) সহজ আশার কথা আর কোয়োনাক চন্দ্রধর। এ জীবন অর্থহীন। অর্থহীন জীবনের এই কালীদহে শুধু যেন ঘূর্ণাচক্র ঘোরে। সেই চক্রে সূর্য বলো, চন্দ্র বলো, তারা বলো, সব যেন বুদ্বুদের মতো মুহূর্তেই লুপ্ত হয়্যা যায়। সত্য শুধু অন্ধকার। মনসার সর্পিল আন্ধার। এই অভিযান তুমি ছেড়ো দেও চন্দ্রধর, আদর্শের পাছে ছুট্যে কোনো লাভ নাই। [প্রস্থান]

[শিবদাস ভবদেব ইত্যাদি এসে পড়ে]

প্রথম ॥ চাঁদসাধু, বিপদের কথা জানো? শুনেছ ঘটনা?

[চাঁদ অন্যমনস্কভাবে তাকায়]

দ্বিতীয় ॥ আরে, মহামাণ্ডলিক বল্লভ আচার্য হেথায় এয়্যেছে। সে যদি এখন যাত্রা বন্ধকরণের আজ্ঞা দিয়্যা দেয়।

অনেকে ॥ হায়, হায়, তাইলে আমরা? পাটনের যাত্রা যদি বন্ধ হয়্যা যায়, আমরা কী করি সদাগর?

চাঁদ ॥ সে আজ্ঞা পালন করা, কিংবা নাই করা, সেটা সম্পূর্ণই আমাদের ইচ্ছার অধীন।

শিবদাস ॥ হৈঃ। এইকথা। এইটাই সবচায়্যা মূল্যবান কথা। আমাদের ইচ্ছার অধীন। আমরা যা চাবো, তাই হবে।

ভবদেব ॥ ঠিক, ঠিক। হক কথা। আমাদের জীবনের রূপ, রেখা, বরণ, ধরন,—সমস্তই আমাদের ইচ্ছার অধীন। আমরা যেমনভাবে বাঁচনের অভিলাষ করি—সেভাবেই বাঁচি। কী কও সওদাগর, এইটা তো কথা? ঝাঁপ দিয়্যা নিয়তির হাত হ'তে ভাগ্যেরে ছিন্যে আনা চাই, এই তো পিতিজ্ঞা। নয় তাই ?

[সকলেই কোলাহল ক'রে সমর্থন জানায়]

শিব ॥ আরে বাঃ। এই দেখি ডরের কম্পনে সব মিউ-মিউ করে, আর এই দেখি শার্দুলের মতো তেজ,—সদাগরে দেখা মাত্র, বাস, কী যে সব আটোপটঙ্কার,—বাহবা, বাহবা।

ভব ॥ এতে এতো উপহাস্যকরণের কিবা আছে ? আমাদের সাধারণ মন, সহজে ডরায়। চাঁদসাধু বিনে আমরা কি কোনোদিন সমুদ্দুরে পাড়ি দিতে পারি? আরে,

পাড়ি দেয়্যা দূরে থাক কখনো কি সেই কথা চিন্তোতে পারি? অথচ, নায়কের মনে তেজ থাকে। আমরা নিকটে এল্যে সেই তেজ আমাদেরও মনে লাগে, ডর ভুল্যে যাই, এই তো সামান্য কথা।

[বনমালীর প্রবেশ]

বনমালী ॥ এই যে, সদাগর! এট্টা কথা ছিল।

চাঁদ ॥ কও।

বন ॥ না, বলি, মহামাণ্ডলিক তো এস্যে গেছে, শুনেছ তো?

শিব ॥ তো কী? ডর লাগে? এইখানে ধুকুপুকু করে?

বন ॥ বাঃ, এট্টা সম্বাদ কই, তারি মধ্যি আচম্বিতে তরাসের কথা ওঠে কিসে?

চাঁদ ॥ ছেড়্যে দেও, ছেড়্যে দেও বনমালী, শিবদাস হোল দেখো, নাটুয়া গায়ক—। কও, কী তোমার সমাচার সেইটারে কও।

বন ॥ না, না, সমাচার কিছু নয়, শুধু এট্টা ছোটোমোটো কথা ছিল। সে কথাটা গোপনেই কওয়া ভালো। সকলেরে যেতে বলো।

শিব ॥ এই দেখো, আমারে তো সদাগর তুমি নাটুয়া গায়ক বল্যে ইয়ারে থামালে। এইবেরে তারি মূল্য দেও। এখন তো সশরীরে সর্য্যে যেতে কয়, এর পাছে হয়তো-বা একসাথে নাওয়ে যেতে আপত্য জানাবে।

চাঁদ ॥ (বোঝাবার মতো ক'রে হাত নেড়ে) যাও, তোমরা সকলে কিছুক্ষণ অন্তরালে যাও। কও বনমালী, যাকিছু কবার আছে, কও।

বন ॥ কবার মানে, কথাটা হোল কি, যে এট্টা প্রশ্ন ছিল।

চাঁদ ॥ কী প্রশ্ন?

বন ॥ না, মানে, কথাটা হোল কি, বেশী জিনিসপত্র তো সাথে নেয়্যাই বারণ, তাই নয়? ঐ জড়্চ তো সেইকথা ঘোষণাই কর্য্যে দিল।

চাঁদ ॥ তো? তোমার কি মনে কোনো বাড়তি পুঁটুলি নিতে আকিঙ্ক্ষে রয়েছে ?

বন ॥ না-না, বাড়তি না, কী যে সব কও, দরকারী, মানে কথা, খুবই এট্টা দরকারী—

চাঁদ ॥ কী? ঝাটে বলো কেন? কোন্ দরকারী জিনিসের লেগ্যে মনে এতোটা লালচ?

বন ॥ আরে না-না, কী যে কয় দেখো, লালচ কিসের? অনেকদিনের এট্টা, মানে, পুরানো অভ্যাস।

[চাঁদ সপ্রশ্নভাবে তাকিয়ে]

বন ॥ মানে, ইয়ে, রোজদিন ঘরে বৌয়ের সঙ্গতি নিদ্রা যায়্যা থাকি কিনা, সেইটাই কুঅভ্যাস, অন্যথায় কেন যেন নিদ্রাই আসে না—

চাঁদ ॥ হেই মহেশ্বর! অত্তো বড়ো মোট! না-না, এ যে দেখি অসম্ভব কথা।

বন ॥ আরে না-না, সেই কথা নয়,—বৌ তো এট্টু ওজনে ভারীই বটে—কিন্তুক এ কথাটা তার কথা নয়।

চাঁদ ॥ তো? তারে ছেড়্যে আর কারে নিয়্যা যেতে চাও? অ্যাঁ?

বন ॥ আরে না-না, কই কী যে—ধরো, তারি প্রতিভূ হিসাবে যদি এট্টা কোলবালিশেরে সাথে নিয়্যা যাই? তাইলে নিদ্রায় কোনো ব্যাঘাতই হয় না—

চাঁদ ॥ আরে—সমুদ্দুরে কোলবালিশ—হোঃ-হোঃ-হোঃ—বনমালী, তুমি এট্টা আসল কুষ্মাণ্ড—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বন ॥ স্থির হও, স্থির হও। দেখো চাঁদসাধু, ভিন্ন-ভিন্ন মানুষের ভিন্ন-ভিন্ন বাঁচন পদ্ধতি। তোমার হয়তো হ'তে পারে সমুদ্দুরে দোলানি খেল্যেই একেবারে গাঢ়নিদ্রা এস্যে যায়। হ'তে পারে তাতেই হয়তো তুমি মাতৃক্রোড় অনুভব করো, কিন্তুক, আমার তা নয়। আমি যদি কোলবালিশের পরে আমার পত্নীর একবিন্দু কেশতৈল মেজ্যে নিতে পারি তবেই আমার বিশ্রাম সম্পূর্ণ হয়। তুমি কেন তোমার নিজস্ব পছন্দ বা অপছন্দ আমাদের মাথায় চাপাও। এটা তো অন্যায়, একেবারে কুৎসিত অন্যায়।

চাঁদ ॥ না। অভিযান করণের কালে আলস্য প্রশ্রয় পায় কোনো হেন দ্রব্য নিয়্যা যাওয়া বহুদিন হ'তে মানা জারি করা আছে।

বন ॥ ওঃ, সেটা তো তোমার মানা।

চাঁদ ॥ হোলই আমার। মানাটা তো অযৌক্তিক নয়।

বন ॥ আমি তা মানি না। আমারো তো পুরাপুরি অধিকার আছে—আমি কই, এ মানায় কোনো যুক্তি নাই। বাস্।

চাঁদ ॥ বনমালী, সসম্মানে কথা কও। দলের নিয়ম আছে—

বন ॥ ওঃ—তুমি কি কল্পনা করো একমাত্র তোমারি নিয়মে অভিযান করা যায়? আর, আমরা সবায়ে সব ভ্রান্ত, মূর্খ? অত্যন্তই অহঙ্কার দেখি! সাবধান, চাঁদসাধু সাবধান কর্য়ে দেই, এখনো সতর্ক হও—

[অন্যরা ছুটে আসে]

তারা ॥ কী হোল? কী নিয়্যা কলহ? কী হয়্যেছে?

বন ॥ নায়ক হয়্যেছে বল্যে আর কারো যুক্তি শোনা প্রয়োজনই মনে করোনাক? হাতে মাথা কেট্যে নিতে চাও? এতো অহঙ্কার।

৬ব ॥ আঃ-হা—ঘটনাটা কী?

বন ॥ দেখো ভাইসব, অভিযানে আমরা তো সকলেই ভাই-ভাই,—ঠিক কিনা,—কেউ কারো ভৃত্য নয়,—তবে কেন চাঁদ বেণে নিজের ইচ্ছার জোর আমাদের

উপরে খাটায়? অভিযান কী কর্য়ে সম্ভব সেকথা কি একমাত্র ওরি কাছে ভগবান চিরকেলে পাট্টা কর্য়ে গেছে?—এরি তরে এতো লোকে সাবহিত কর্য়েছিল মোরে। কয়্যেছিল, ভয়ঙ্কর লোক এই চাঁদ সদাগর। এখন তো দেখি সব ঠিক কথা, ন্যায্য কথা কয়্যেছিল।

শিব ॥ বেরাও, এখুনি হেতাখে বের হয়্যা যাও। আমাদের মুখোমুখি খাড়া হয়্যা চাঁদ সদাগরে তুমি অসম্মান করো। বেরাও, বেরাও এখুনি—

বন ॥ ও। লোকে দেখি ঠিকই কথা কয়। কয়জনা বুদ্ধিহীন স্তাবকেরে নিয়্যা চাঁদ বেণে দল বেন্ধ্যে ঘোরে। সব দেখি একেবারে ঠিক কথা।

শিব ॥ বেটা তুই ফেউয়ের দালাল—(মারতে যায়)

[সকলে শিবদাসকে আটকায়]

সকলে ॥ শিবদাস, থামো-থামো, থির হও।

ভব ॥ যাও, যাও বনমালী, তুমি হেথা হ'তে চল্যে যাও—

বন ॥ হাঁ-হাঁ, তাই যাই। তবে এট্টা কথা খুব জলবৎ পষ্ট হয়্যা গেল, যে, চাঁদ সদাগর মুখে কেন যতোই মহৎ কথা ঘোষণা করুক, সব ভুয়া, আসলে সে মহা ফন্দিবাজ, ঘরের গোপনে চুপি-চুপি মনসার পূজা করে আর গুণ্ডা নিয়্যা সর্দারি বজায় রাখে। আমরা বুঝি না কিছু? সব বুঝি।

নর ॥ শুন-শুন বনমালী, হয়তো তোমারও বাক্যে কিছু যুক্তি আছে—

বন ॥ কিছু যুক্তি কও তুমি?

নর ॥ আহা, কলহেতে দু'পক্ষেই কিছু যুক্তি থাকে। কিন্তুক, আমাদের সকলেরে একসাথে মিল্যে সমুদ্দুরে পাড়ি দিতে হবে—এইটা তো আমাদের সবচেয়্যা বড়ো লক্ষ্য—?

বন ॥ আরে ছাড়ো-ছাড়ো, তোমাদের সাথে আর কোনো কর্ম নয়। তোমরা ভেড়ার ভেড়া। তোমরা তো দেখি, চাঁদের তরাসে তার বিপরীত কথা কিছু কইতে পারো না। অতএব, আমার এ মুক্তদৃষ্টি নিয়্যা তোমাদের সাথে আর কোনো কাজ করাই চলে না। ফিকিরিয়া ফন্দিবাজ সব—। থুঃ-থুঃ—

[বনমালীর প্রস্থান। একটুখানি স্তব্ধতা]

চাঁদ ॥ যাও, ঘরে যাও সব। কাজকাম শেষ কর্য়া নাও।

নর ॥ বেটা যেন বড়োই আকড়বাজ—

শিব ॥ (ফেটে পড়ে) তোমারই তো দোষ। তুমি ওর কুৎসা-কথায় যুক্তি দেখো কিনা। তুমি বলো দু'পক্ষের কলহেতে কিছু যুক্তি আছে। চাঁদ আর বনমালী দুইপক্ষ? এতোখানি অপমান করো তুমি? নিরপেক্ষ হয়্যা ভারি সাধুতা দেখাও, না?

চাঁদ ॥ (ধম্‌কে) শিবদাস। (শান্তস্বরে) যাও, যাত্রার আগুতে ঘরে ঢের কাজ থাকে সেইসব শেষ কর্‌্যে যাত্রার প্রস্তুতি করো।

[সকলে নীরবে যায়। চাঁদ একলা দাঁড়িয়ে থাকে। আর-সব মুছে কেবল চাঁদের মুখটা দেখা যায়। বাইরে জুড়িদের কণ্ঠে ধীর লয়ে গান ওঠে—]

গান ॥ মহাদেব, মহাদেব
লক্ষ্যে অটল রাখো অনুগত চাঁদেরে
মহাদেব, মহাদেব।

[সমস্ত আলো মিলিয়ে যায়। আবার আলো জ্বলে, সনকা প্রবেশ করে, হাতে মনসার ঘট]

সনকা ॥ (ঘট স্থাপন ক'রে) মাগো, সর্পরূপিণী মাতা, মাগো ভয়ঙ্করী!

[প্রণাম করে। তারপর দুই হাত জোড় করে স্তব করে]

সনকা ॥ পাতালবাসিনী মাগো আন্ধার নাগিনী।
চৌদিকে ছায়াতে ঘোরে তোমার বাহিনী ॥
যুক্তির অতীত তুমি, জ্ঞানের অতীত।
তমসার রূপে মাগো, আলোর অতীত ॥
যা কিছু গণনা করি মিথ্যা হয়্যা যায়।
অকারণে দিনমানে আন্ধার ঘনায় ॥
যা দেখি তা নাই নাই, দিবসে আঁধার।
আচম্বিতে শিরোপরে দংশন তোমার ॥
তুমি মা অজ্ঞেয় দেবী, নিয়মাপহারী।
ভক্তেরে বাঁচ্যাও তুমি, ওগো বিষহরি ॥

[নেপথ্য হ'তে চাঁদের ডাক আসে : সনকা, সনকা]

সনকা ॥ (দ্রুত প্রার্থনা করে) মাগো, আমার সন্তানদেরে তুমি রক্ষা কোরো, আমার স্বামীরে তুমি মার্জনা কোরো মাগো, আমার পেটের সন্তানে তুমি রক্ষা কোরো, আমি প্রত্যহ তোমারে পূজা দিব মাগো,—

[পিছনে চাঁদের প্রবেশ]

চাঁদ ॥ সনকা, তুমি কি এখনো পূজাঘরে আছো?

সনকা ॥ (ঘট আড়াল ক'রে) সদাগর? হাঁ আমি তো এখনো পূজা করি। তুমি যাও, সদাগর, আপনার কক্ষে যায়্যা ক্ষণেক বিশ্রাম করো, আমি পূজা শেষ কর্‌্যা আসি।

চাঁদ ॥ সনকা, মনটায় চায় আমি যেন পুনরায় স্নান কর্‌্যা তোর সাথে শিবের চরণে পূজা দেই। এতো কলুষিত লাগে নিজেরে এখন যে তা কইবার নয়। (এগিয়ে আসে)

সনকা ॥ (মনসার ঘটকে আরো আড়াল ক'রে) তুমি যাও সদাগর, এখনো আমার পূজা শেষ হয় নাই। (তথাপি চাঁদকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে) এখানে এসো না তুমি,—পূজায় ব্যাঘাত হবে...

চাঁদ ॥ (অপ্রতিভ হ'য়ে) না-না অন্দরে যাব না আমি। এইখানে চৌকাঠে ব'সে একবার শুধু মহেশ্বরে কব—দেব, রক্ষা কর, এ চম্পকনগরীরে তুমি চ্যাংমুড়ি কানী ঐ মনসার তরাসের হাত হ'তে রক্ষা করো—

সনকা ॥ হায়, হায়,—মাগো, মা বিষহরি, ক্ষমা করো,—আমার এ নির্বোধ-স্বামীরে তুমি ক্ষমা করো—ক্ষমা করো—(ঘটের পায়ে মাথা লুটিয়ে কাঁদতে থাকে)

[চাঁদ স্তব্ধ হ'য়ে যায়। তারপর এগিয়ে গিয়ে সনকার ভূলুণ্ঠিত দেহের পাশে ব'সে আবার মনসার ঘটটাকে দেখে। তারপর সনকার গায়ে হাত রেখে তাকে নিঃশব্দে ডাকে। সনকা মুখ তুলে তাকায়]

চাঁদ ॥ তুমি এই পূজা করো? আমারে লুকায়ে?

সনকা ॥ সবার মঙ্গল তরে। সদাগর, স্বামীপুত্র সকলের কল্যাণের তরে। পায়ে ধরি সদাগর, মায়ের পরাণ বুঝ। তুমি মোরে অনুমতি দেও, আমি পূজা করি মনসারে—, সদাগর।

চাঁদ ॥ (ধীরে-ধীরে বলে) আমার দেবের ঠাঁয়ে তুমি চুপি-চুপি এসে এই পূজা করো! আমারে ঠকাও তুমি! তাই বুঝি লোকে কয় আমি ধূর্ত, আমি ফন্দিবাজ? কয় যে ঘরের অন্দরে আমি গোপনে-গোপনে মনসার পূজা কর্‌্যে থাকি? এরি তরে কয়?—

সনকা ॥ সদাগর, শান্ত হও, মায়ের পরাণ বুঝ। বেশ, তুমি যদি পূজা নাই করো,—নাই কোরো,—আমারে সম্মতি দ্যাও,—মনসার ঘট আমি এক্ষণি এই লহমায় তুল্যে নিয়্যা যাই কোনো কোনাকাঞ্চি ঘরে—কোনো-এক চোরাকুঠুরীতে—সেইখানে পৃথিবীর আগাচরে বস্যা—আমি তারে আন্ধারে প্রতিষ্ঠা করি,—সেইখানে সঙ্গোপনে আমি তারে একা-একা পূজা করি, একা আমি, পুরা সংসারের লেগ্যে,—এইটুকু অনুমতি দেও—(চাঁদ দাঁড়িয়ে ওঠে) সদাগর, আমি তোমা পায়ে ধরি—তোমারে ব্যগ্রতা করি—এইটুকু অনুমতি দেও—সদাগর—

[চাঁদ চ'লে আসে। দূরে এসে বসে। সনকাও কাছে এসে দাঁড়ায়]

চাঁদ ॥ আমার সঙ্গতি ধর্ম আচরণ করা—এই না উচিত? তোমার? আমার বিশ্বাস রাখা—এই না কর্তব্য?

সনকা ॥ (পায়ের কাছে ব'সে) সদাগর, শান্ত হও,—শুন—

চাঁদ ॥ কিসে শান্ত হইরে সনকা। মানুষ যে ঘর বান্ধে সেকি শুধু ইঁট কাঠ পাথরের ঢের দিয়া, কও? বিশ্বাস না যদি থাকে,—ঘরে এস্যা যদি দেখে, ঘরে তার অন্ধকার কোণে-কোণে সর্প ঘোরে,—তাইলে সে সসর্প দালানে কোনোদিন

সংসারের প্রতিষ্ঠান হয়? সেটা কি কখনো ঘর হয়? ধর্মপত্নী যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়—হায়-হায়, ভগবান, মানুষের মন তবে কোথায় ভরসা পাবে? বিশ্বাস কোথায়?

[সনকা চুপ ক'রে থাকে]

সনকা, তোরে যে বিশ্বাস কর্য়ে এতোদিন মনে বড়ো শান্তি ছিল রে আমার—!

[সনকা মুখ তোলে। তার ঠোঁট কাঁপে]

সনকা ॥ সদাগর, অবিশ্বাসী নই আমি। আমারে বিশ্বাস যাও। যা কিছু কর্য়েছি আমি সবই মাত্র কল্যাণের তরে। স্বামী, পুত্র, সকলের মঙ্গলের তরে।

চাঁদ ॥ আমার আরাধ্য দেব—শিব জ্ঞানেশ্বর—সে পারে না দিতে? সে মঙ্গল?

সনকা ॥ (এক লহমা নীরব থেকে মাথা নেড়ে বলে) না।—তিনি জ্ঞানী, তিনি আরাধ্য দেবতা। কিন্তুক জীবনে যে প্রতিপদে ভয় হয়, সেই ভয় হ'তে মুক্তি দিবে কে?—সদাগর, তুমি ভাল কর্য়ে বিবেচনা করো,—জীবনের সব অর্থ গণনায় কই পাওয়া যায়?—দিনমানে যে আলোক দেখি, সেইট্যা তো জীবনের একমাত্র সত্য নয়। রাত্রি আসে। হিংসা বলো, পাপ বলো, রোগ বলো,—সবে বৃদ্ধি পায় সেই রাত্রির আন্ধারে। অকস্মাৎ অকারণে শত্রুবৃদ্ধি হয়,—অকারণে অর্থহানি হয়,—যে শুভঘটনা একেবারে সুনিশ্চিত জানি, তাও দেখ, কী যে হয় আচম্বিতে, সেও ভেঙে যায়। কেন? কেন এই অকারণ? এই আচম্বিত? এদের তরাস হ'তে মুক্তি দিবে কে? এই সদাগর বংশ তোমাদের একদিন গ্রামের নায়ক ছিল, প্রধান কুলিক বল্যে প্রতিপট্টে নাম লিখা হ'ত, আজ কেন এতো হতাদর? কেন অকারণ তোমার সাধের ঐ গুয়াবাড়ী, আহা, অতোগুলি ফলন্ত প্রসূতি গাছ, অতো ফুল, ফল, মূল সব অকারণে একদিনে নষ্ট হয়্যা গেল? শঙ্কর গারুড়ী—মনসার সাথে যুদ্ধে যে তোমার সবচায়্যা বড়ো বন্ধু ছিল,—সেও কেন অকারণে আচম্বিতে সর্পাঘাতে মর্য়ে গেল? কেন আমাদের অর্থের সামর্থ্য এতো কম হয়্যা গেল? কেন? পাপ তো করিনি কোনো? তাই ভয় হয়, প্রভু, তাই সেই পাতালবাসিনী অন্ধকাব মনসারে পূজা দেই, তাতে তবু রক্ষা পাব।

চাঁদ ॥ মিথ্যা। মিথ্যা,—মিছাকথা কও।

সনকা ॥ মিছাকথা?

চাঁদ ॥ হাঁ, মিছাকথা। এতো যদি যুক্তিপূর্ণ কথা তবে আগুতেই কও নাই কেন? কেন এতদিন আমারই এ রক্তসেঁচা প্রাণের দেউলে তুমি গোপনে-গোপনে আন্ধারের পূজা কর্য়ে আসো?—সনকা, আমারে ঠকাও তুমি!

সনকা ॥ (পা জড়িয়ে) তুমি ক্রুদ্ধ হবে এই ডরে, সাচা কথা কই সদাগর, শুধু এই ডরে—

চাঁদ ॥ এই ডরে? শুধু ডর জানো তুমি? আর আমার অন্যরূপ কিছু দেখো নাই? মিছা কথা। তুমি জানো,—আপন অন্তরে তুমি ভালোমতে জানো, এই পূজা ন্যায় নয়। তুমি জানো,—জ্ঞানের পূজার ঘরে অজ্ঞানেরে পূজা দেওয়া যায় না কখনো, তাই তুমি গোপনতা করো। পাপ তো কখনো নিজমন অগোচর নয়, তাই তুমি ছলাকলা কর্য়ে আমারে ঠকাও।—কতোদিন ঠকাও এমতো? বলোতো, সনকা কতোদিন? মোর লেগ্যে শিঙার কর্য়েছ, চক্ষেতে কাজল আর ঠোঁটেতে তাম্বুল, সর্ব অঙ্গে চন্দনের বাস, আর নাভিমূলে ত্রিবলির ঠাম, সেই রূপ দেখ্যে আমি মোহিত হয়্যেছি, আর তুমি, অন্তরে-অন্তরে মনসার পূজা কর্য়ে গেছ! আমারি অঙ্কেতে শুয়্যা নারী, তুমি আন কথা ভেব্যে-ভেব্যে গেছ? বা-বা, বারে সনকা—

[ছুটে গিয়ে ঘট তুলে নেয়। ছুঁড়তে যায়। সনকা প্রাণপণে বাধা দেয়]

সনকা ॥ কী করো, কী করো সদাগর। সর্বনাশ এনো না সংসারে, শুন-শুন, সর্বনাশ হবে—

চাঁদ ॥ যে সংসারে ধর্মপত্নী গণিকার মতো ছলা কর্য়ে স্বামীরে ভুলায় সে-সংসারে সর্বনাশ হয়্যা গেছে—

[ঘট ছুঁড়ে ফেলে। সনকা হাহাকার ক'রে ওঠে কান্নায়। দূরে এক হাহাকার শুরু হয়]

সনকা ॥ (কাঁদতে-কাঁদতে) তুমি মূর্খ, সদাগর, তুমি মূর্খ। নিজের এ জঠরের অন্ধকারে সন্তানে লালন করি, অন্ধকার শক্তির নিয়মে মাতা হই,—অন্ধকার শক্তির নিয়মে মাতা হয়্যা অন্তরে হিংস্র হই,—সদাগর, আমি জানি অন্ধকার কারে কয়, আমি জানি অন্ধকারে কতো শক্তি আছে—

[নেপথ্যে হাহাকার ক্রমশ নিকটবর্তী হয়। এক ভৃত্য, ন্যাড়া, ছুটে ঢোকে]

ন্যাড়া ॥ হায়-হায়, হায়-হায়, সদাগর সর্বনাশ হয়্যা গেল। সর্পবিষে দেখ্যে যাও ছয়পুত্র ঢল্যে পড়্যে আছে, হায়-হায়-হায়—

[সনকা একটা অস্বাভাবিক চীৎকার ক'রে ছুটে চলে যায়]

ন্যাড়া ॥ কালকূট বিষ ছিল অন্নের পাতিলে, বিষে নীল হয়্যা গেছে দেহগুলা। সদাগর, আমি ওঝাদের ঘরে-ঘরে যায়্যা জোড়হাতে যাচনা কর্য়েছি,—কেউ আসে নাই, শঙ্কর গারুড়ী মর্য়ে গেছে মনসার কোপে, সেই ডরে কেউ আসে নাই, হায়-হায়-হায়—

[সনকা প্রবেশ করে পাগলের মতো। এসে চাঁদের মুখের দিকে তাকায়। চাঁদ মুখ ফিরিয়ে নেয়। সনকা জোর ক'রে চাঁদের মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়, অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলে]

সনকা ॥ বলো, বলো, কিছু বলো—

[চাঁদ মুখ ফিরিয়ে একটু স'রে যায়]

সনকা ॥ কিছুই বলার নাই? তুমি স্বামী, তুমি জ্ঞানী, কিছু বলো? এ পুত্রহীনারে? মহাজ্ঞান কী করে্য হারালে, তারো কিছু যুক্তি দিবেনাক? ছয় পুত্র মরে্য গেছে,— যাক্, তুমি কিছু যুক্তির বর্ণনা দেও? বলো, সনকা,—এখনো তো তোর পেটে বেঁচে্য আছে আর এক সন্তান, এইবেরে আয়, তারে নিধনের লেগে্য দুইজনে সল্লা করে্য নেই। বলো, বলো না স্বামিন, প্রভু, বলো বলো—

[পায়ে প'ড়ে মাথা কুটতে থাকে। ভৃত্য কাঁদতে-কাঁদতে অলক্ষ্যে নিষ্ক্রান্ত হয়]

চাঁদ ॥ (ব'সে সনকার মুখ তুলে ধ'রে বলে) তুই তো সনকা কতোদিন ধরে্য মনসার পুজা করে্য এলি, তবু তোরই পুত্র খায় কেন চ্যাংমুড়ি কানী?

সনকা ॥ (উন্মাদিনীর মতো অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে) এই পাপে, শুধু এই পাপে।

চাঁদ ॥ পাপ তো আমার, কিন্তুক, সন্তান তো কেবল আমার একেলার নয়, তোরও তো সন্তান, সন্তান তো উভয়ের—

সনকা ॥ না-না, আর কারো নয়। শুধুমাত্র আমার সন্তান। তুমি কেউ নও। তুমি শত্রু। আমি স্বামীহীনা। স্বৈরিণী, গণিকা, যা ইচ্ছা কউক লোকে। আমি ভর্তৃহীনা। মাগো মা, রক্ষা করো, ভর্তৃহীনা সনকার সন্তানেরে রক্ষা করো, মাগো—। মা,—

[দূরে ঢ্যাঁটরার আওয়াজ শুরু হয়। বিকৃতকণ্ঠে সনকা স্তবের মতো বলতে থাকে—]

সনকা ॥
সর্পাকার সর্পরূপা, সর্পাভরণভূষিকা
জ্ঞানাতীতা, অন্ধকারাবৃতা, কূটগরলমণ্ডিতা,
অলৌকিক শক্তিরূপা নমস্তে মনসা মাতা ॥

[দূরের ট্যাঁটরার শব্দ নিকটবর্তী হয়। পাগলের মতো স্তব করতে-করতে সনকা চ'লে যায়। চাঁদ এককোণে এগিয়ে গিয়ে মুখে হাত দিয়ে ব'সে পড়ে। আলো ক'মে আসে। ঘোষক প্রবেশ করে পাটাতনের ওপর। ছায়ার মতো মানুষ জড়ো হয় ঘোষণা শোনার জন্য তাদের অনেকের কাঁধে [illegible] পোঁটলাপুঁটুলি]

ঘোষক ॥ শুন-শুন চম্পকের প্রজাবৃন্দ সবে মহামাণ্ডলিক শ্রীশ্রীবল্লভাচার্যের ঘোষণা শুন-হে—

আজ হ'তে পুনরায় অন্যাদেশ না দেয়্যা পর্যন্ত গাঙ্গুড়ের সকল নৌঘাট হ'তে নৌকার নোঙ্গর খুলা এই ঘোষণার দ্বারা মানা করা যায়—।

যে সকল নাবিকের যাত্রা করা অতি প্রয়োজন, সে সকল নাবিকেরা যেন মহামান্য মাণ্ডলিক শ্রীবেণীনন্দনের মহাধিকরণে ছাড়পত্র মঞ্জুরের তরে প্রার্থনা জানায়—।

বিনা ছাড়পত্রে কোনো নৌকার নোঙ্গর খুল্যে যাত্রা করা সুকঠোর দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসাবেই গণনীয় হয়—।

[আবার ঢোল বাজাতে বাজাতে ঘোষক চ'লে যায়। অন্যভিড়ও চ'লে যায়। শুধু অল্প-একটু ঝিম্ ঝিমে আলোর মধ্যে সমুদ্রযাত্রী লোকগুলি নিজের নিজের মোট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পরস্পরের দিকে তাকায়, কিন্তু কেউ কারো মুখে কোনো আলো দেখতে পায় না। সবাই হতাশায় ব'সে পড়ে। দূরে আবার ঘোষণা শোনা যায়। সামনে ছায়ার মতো প্রবেশ করে নগরপাল ও সপ্রহরী বেণীনন্দন]

বেণী ॥ নগরপাল, আজ্ঞা দেও, সপ্তডিঙ্গা পরে যেক'জনা মাঝিমাল্লা আছে সবে যেন ডিঙ্গি ছেড়্যে পারে চল্যে আসে। আর চারিদিকে, উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে কিরাত প্রহরী রাখো। কেউ যেন কোনোমতে ঘোষণার অমান্য না করে।

নগরপাল ॥ যথাদেশ প্রভু—

[তারা ভিন্ন পথে বের হ'য়ে যায়। ছায়ার মতো ভিড় মাথা নীচু করে থাকে]

একজন ॥ (উঠে) অসম্ভব—এ যাত্রা সম্ভব নয়।

[নিজের মোট নিয়ে সে বেরিয়ে যায়]

অপর-একজন ॥ (সনিশ্বাসে) হলো না—সব মিথ্যা হয়্যা গেল—

তৃতীয় ॥ আমি যাই ভাই, আমার আর বুকে শক্তি নাই। যদি পারো ক্ষমা কোরো ভাই, আমি অতি সামান্য মানুষ...

[যারা চ'লে যায় তারা চ'লে যায়। বাকি সবাই নড়ে না। তাদের কথায় মুখ তুলে তাকায় না। পাথরের মতো মাথা নীচু ক'রে ব'সে থাকে। ন্যাড়া ছুটে আসে কাঁদতে কাঁদতে]

ন্যাড়া ॥ সদাগর,—সদাগর কই? আসে নাই?

সকলে ॥ কী হয়্যেছে? কী ঘট্যেছে?

ন্যাড়া ॥ (হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে) ছয়-ছয় পুত্র তার সৎকার অভাবে ঘরে পড়্যে আছে। সদাগর,—সদাগর, কোথা আছো—

সকলে ॥ সদাগর—কোথা আছো—ফিরে এসো—সদাগর—

[চাঁদ তার কোণ থেকে এগিয়ে আসে। সকলে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে। ন্যাড়া হাত ধ'রে টানে]

ন্যাড়া ॥ ঘরে এসো, সদাগর, ঘরে এসো—

চাঁদ ॥ নারে—ঘরে যেতে মন নাই—

ন্যাড়া ॥ সদাগর, ঘরে এস্যা দেখো—নগরের যতো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—সবে তারা সৎকারের বিধি দিতে অস্বীকার করে,—বলে পিতৃপাপে অপঘাতে মৃত্যু হোল, এখন সে পিতা যদি সবার সমক্ষে ঘাটে এস্যা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে তারা অনুমতি দিবে—

[সকলে অব্যক্ত একটা শব্দ করে ওঠে]

চাঁদ ॥ এই দেশ যেন কতো ছোট হয়্যা গেছে, তাই নয়? শ্বাস নিতে যেন কষ্ট

বোধ হয়। (উপরের দিকে তাকিয়ে বলে) শিব, শিব, শিবাই আমার— (ন্যাড়াকে বলে) কলার ভেরুয়া বাঁধ্, তারি পরে ছয় পুত্রে থুস্। না, আমি নিজে যায়্যা যত্ন কর্য়ে থোব, তারেপর গাঙ্গুড়ের জলে তাদেরে ভাসায়্যা দিব। তারেপর? মহাদেব, তুমি জানো তারেপর—। চলো, চলো, পাড়ি দিতে হবে। পাড়ি দেওয়া খুব প্রয়োজন। আমি যাই, পুত্রদের শেষ কাজ কর্য়া আসি।

সকলে ॥ কিন্তুক সদাগর, মহামাণ্ডলিক যে তা নিষেধ কর্য়েছে—

চাঁদ ॥ ঠিক। নোঙ্গর খোলায় নিষেধ কর্য়েছে তারা। কিন্তুক আমরা সেখানে যায়্যা নোঙ্গরের কাছি যদি কেট্যে দেই? তাতে তো নিষেধ নাই।

কয়েকজনে ॥ নোঙ্গরের কাছি কেট্যে দিবে?

চাঁদ ॥ হাঁ, তাই দিব। শিবাই আমার তাই বুঝি চায়। আর কোনো আরামের আশা নাই। তার ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো নোঙ্গরও হবে না। তাই দিব, নোঙ্গরের কাছি কেট্যে দিব। চলো, চলো, জিনিসপত্তর নিয়্যা সবে যাত্রা করো। এইদিকে এসো। চুপি-চুপি এইদিকে চল্যে যাও, নগর বাইরে। শিবের দেউল ছেড়্যে প্রাচীন পট্টকি গাছ? তারেপর হজ্জিক যে খিলভূমি? তারোপরে সেই যে নৌখাল? সেইখানে হোরা নৌকা নিয়্যা সবে পূর্বদিকে পাড়ি দেও, দক্ষিণ গাঙ্গুড়ে। আমি যাই, ঐ ভেলাগুলা জলেতে ভাসায়্যা, আমি সবক'টা নোঙ্গরের কাছি কেট্যে দেই। জলের টানায় সব ডিঙ্গি ভেস্যা যাবে দক্ষিণের পানে। সেইখেনে চলন্ত ডিঙ্গিতে আমি রশি দিব, রশি ধর্য়ে উঠ্যে এসো সবে। তারেপর, --সমুদ্দুর।

একজন ॥ (হঠাৎ কেঁদে ফেলে) তোমার ঐ ছয়পুত্র কোথা চল্যে গেল সদাগর—

চাঁদ ॥ হয়তো-বা আরো পুত্র যাবে। হয়তো-বা আমরাই কতোজনা যাব। তবু যদি আমরা সকলে আজ পাড়ি দিতে পারি—তাইলে যে, তারি মধ্যে আরো কতো পুত্র বেঁচ্যে যাবে! সেই সব বীজগুলা একদিন গাছ হবে, মহীরুহ হবে, ফল দিবে, ছায়া দিবে, আমার দেশের মুখ হাসিতে ভরাবে। ভাইরে, আমি জানি, আমার এ দেশের অন্তর মরে নাই। সে তো আমাদেরে ডাকে। চলো, চলো, চলো—

[সকলে মোট নিয়ে ছায়ার মতো যেতে থাকে। বাইরে জুড়িদের আসর থেকে গান ওঠে—]

শুনরে নাইয়া বন্ধু
আগুবাড়ি চলো,
সাগর পারায়ে তুমি দূরদেশে চলো। ইত্যাদি...

[আলো নিভে যায়। গান শেষে সূত্রধাররা বর্ণনা শুরু করে]

সূত্রধারগণ ॥ দক্ষিণ পাটনে যায় চাঁদ সদাগর।
গাঙ্গ ছাড়ি পশিলেন দুস্তর সাগর ॥
নাবিকেরা চায়্যা দেখে ভূমি বা কোথায়।
পিছনে তটের রেখা দূরে সর্য়ে যায় ॥
সম্মুখে প্রচণ্ড ঢেউ ফণা তুল্যে আসে।
সপ্তডিঙ্গা নিয়্যা যেন খেলে অট্টহাসে ॥
আথালিপাথালি পড়ে দুরন্ত সাগর।
তারি মধ্যে স্থির থাকে চাঁদ সদাগর ॥
পুত্রশোকে শীর্ণমুখ নিদ্রাহীন চোখে।
লক্ষ্য পানে তবু চায়্যা থাকে অপলকে ॥
বৃষ্টিতে বসন তিতে, কেশ ওড়ে বায়ে।
দিনেরেতে সদাগর থাকে এক ঠাঁয়ে ॥

(উদিকে) ডিঙ্গিতে চল্যেছে যতো নাবিকের দল।
বিশ্রাম বিহীনে তারা হয়্যেছে বিকল ॥
কোথাও নোঙ্গর নাই, দাঁড় নাহি থামে।
চাঁদ বলে 'বেয়ে চলো' দিবসে ও যামে ॥
'বেয়ে চলো, বেয়ে চলো', এই কথা শোনে।
উত্তর করিতে নারে ফোঁসে মনে-মনে ॥
কতক নাবিক ক্রমে তিক্ত হয়্যা ওঠে।
লক্ষ্যেতে হারায় আস্থা, রুদ্ধ রোষ ফোটে ॥
যাত্রার মুহূর্তে মনে যে মিতালি ছিল।
একে-একে তাহা যেন সকলে ভুলিল ॥
বন্ধু অন্ত প্রাণ ছিল, প্রেম ছিল মনে।
এখন কেবলি যেন ভুল ত্রুটি গণে ॥

(তাই) হাঙ্গর কুম্ভীর আদি যতো নীচ প্রাণী।
লুব্ধ চোখে সাথে চলে সুযোগ সন্ধ্যানি ॥

হেনকালে আচম্বিতে সবে দেখে পূর্বভিতে
অনুপম রাজ্য এক দ্বীপের উপরে ॥
যতোই নিকটে যায় ততোই মোহিত হয়
ভেদ ভুলে পুন সবে কোলাকুলি করে ॥
শিবের আশিস বলে নৌকা পশিল খালে
খালমুখে আড়াআড়ি গাছ দিয়্যা বাঁধে ॥
ভাসমান ডিঙ্গি হ'তে সদাগর নামে পথে
পদব্রজে চলিলা সে রাজার প্রাসাদে ॥

রাজা তো তখনি তারে মিতা বলি বক্ষে ধরে
তখনি তো গুয়াপান হোল বিনিময় ॥
ডিঙ্গির নাবিক যতো জয়ের উল্লাসে রত
ধর্মজয়ী হোল বল্যে ফুকারিয়া কয় ॥
সবাই সবারে কয় 'পুণ্য পথে কষ্ট হয়
সে কেবল অবশেষে সুখের কারণে' ॥
জীবনে ধর্মের জয় এই নাকি সুনিশ্চয়
সেই কথা প্রমাণিত হোল যে জীবনে ॥
শিবায়ের আশীর্বাদে ফললাভ হোল হাতে
অপর্যাপ্ত অর্থ হোল নাবিক সবার ॥
ধন হোল, মান হোল অনেক সন্তোষ হোল
(তবু) মনে-মনে বিশৃঙ্খলা হোল সবাকার ॥

[অন্ধকার রাত্রে ধুনি জ্বালানো হয়েছে। নাবিকেরা মদ্যপানরত। নারীও আছে। কোথাও যেন একটা আরণ্যক সুরের একই রকম আবৃত্তি চলেছে। নারীকণ্ঠের খিল্‌খিল্‌ হাসি।—সামনে এক কোণে আলো জ্বলে। একটি নাবিক ও এক রমণী]

রমণী ॥ যেয়োনাক,—থাকো তুমি,—এই ঠাঁয়ে থাকো তুমি আমার সঙ্গতি।—দূরান্তরে পাড়ি দিয়্যা কী গৌরব হবে? তাতে কি শরীরে কোনো সুখ হয়? আমি তো বুঝি না।

[নাবিকের টাকার বটুয়া একপাশে প'ড়ে আছে, কথা বলতে বলতে রমণী সেই বটুয়াটিকে সরাতে থাকে]

জীবনে তো সুখ চাই। উঁ? কও? মোরে ছেড়্যে কোথাও যাবে না? উঁ—কথা দেও, দুই হাতে মোরে ছুঁয়ে বলো—কোথাও যাবে না—।

নাবিক ॥ (মত্তকণ্ঠে) না, যাবো না, তোরে ছেড়্যে আমি কখনো যাবো না—

রমণী ॥ (বটুয়াটি আত্মসাৎ ক'রে) তুমি বড়ো ভালো—

[হাসির শব্দ আসে। এই আলো নিভে ঠিক উল্টোদিকে আলো পড়ে। সেখানেও একজন নাবিক ও একটি যুবতী। নাবিক তার বটুয়া থেকে স্বর্ণমুদ্রা দেয়—]

নাবিক ॥ ভালো যদি বাসো তবে দিব। বহুমুদ্রা দিব। এই নাও,—এই হোল? দুইটা সুবর্ণমুদ্রা। (মেয়েটি যেন আশার অতীত মুদ্রা পেল এইভাবে খুশী হ'য়ে ওঠে। তার খুশী দেখে নাবিকও খুশী হয়। বলে—) কিন্তু ভাই ভালো কর্যে ভালোবাসা চাই। ঠিক? বাক্য হোল? (যুবতী মাথা হেলায়) তবে নেও—আরো দু'টো নেও।—এইবেরে পুনরায় হাসো—

[মেয়েটি অত্যন্ত আনন্দে উল্লসিত হয়। সেই আনন্দ নাবিকটি দেখে হাসছে ব'লে সে যেন কপট ক্রোধে নাবিককে মারতে থাকে। নাবিক তাতে আরো হাসে, বিকলকণ্ঠে বলে—]

নাবিক ॥ তবে আরো দু'টা নেও—(মেয়েটি আরো মারে। নাবিক অপরিসীম আহ্লাদে চক্ষুমুদে বলে—) আরো দু'টা নেও—।

[আবার এ আলো নিভে উল্টোদিকের আলো জ্বলে]

অপর-এক নাবিক ॥ এই, তুমি এর সাথে প্রেম করো কেন? এ নারী আমার।

প্রথম নাবিক ॥ সাবধান রিভুপাল, এই নারী প্রেম বশে মোর কাছে আসে, ছেড়ে দেও—

রিভু ॥ অ—, আমার বটুয়া হ'তে আজ সন্ধ্যাবেলা স্বর্ণমুদ্রা চুরি কর্য়ে নেছে, আর তোমা কাছে প্রেম বশে আসে!—চলো (রমণীর হাত ধ'রে টানে)

রমণী ॥ উঃ! কী ষণ্ডামি করে! (প্রথম নাবিককে) বাঁচ্যাও আমারে—

প্রথম ॥ নিচ্চয় বাঁচাব। রিভুপাল সাবধান—

রিভু ॥ আমি কই, তুমি সাবধান। চলো—

[আলো নিভে অপরদিকে আলো জ্বলে। সেখানেও তৃতীয় ব্যক্তি যুবতীর হাত ধরে টানে]

তৃতীয় ॥ চলো, তুমি মোরে বাক্যি দিয়্যেছিলে। মোর সাথে চলো—

যুবতী ॥ ওঃ! ও আট মুদ্রা দেছে। তুমি তার বেশী দেও, তয় যাব—

তৃতীয় ॥ বটে, আমি আট চারে বারো মুদ্রা দিব। চলো—

দ্বিতীয় ॥ কী, মুদ্রার আস্ফোট করো! আমি আটে আটে ষোল মুদ্রা দিব। চলো—

[মেয়েটির হাত ধ'রে টান মারে। আলো নিভে আবার অপর দিকে জ্বলে]

প্রথম ॥ সাবধান, রিভুপাল সাবধান,—তোমার বটুয়া হ'তে কতো মুদ্রা নেছে? আমি দিয়্যা দিব। কতো?

রিভু ॥ শালা, মুদ্রার আস্ফোট করো। লজ্জাহীন ঢেম্না মাতাল—

[তারপর দু'পাশেই সকলের মারামারি। মেয়েগুলো ছুটে পেছনে চ'লে গিয়ে হাসে, হাততালি দেয়। হঠাৎ তারা কী দেখে যেন পালিয়ে যায়। চাঁদ আসে। আরো অনেকে এসে পড়ে। সকলে স্তব্ধ হ'য়ে যায়]

চাঁদ ॥ একি! এ কী করো সব! ছি-ছি, এ আমার চিন্তার অতীত ছিল। যাও, এখনি ডিঙ্গিতে যাও সবে। আজই রাত্রে পুনরায় নৌকা ছেড়্যে পাড়ি দিতি হবে। যাও সবে। (চাঁদ চ'লে যেতে অগ্রসর হয়)

একজন ॥ মোর পক্ষে আর পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। মোরে ছেড়্যে দেও।

চাঁদ ॥ (ফিরে এসে) কেন অসম্ভব?

প্রথম ॥ (ব'সে প'ড়ে) সদাগর, লড়াই তো অনেক কর্য়েছি। অন্ন বিনে, জল বিনে,

বহুদিন দাঁড় টেন্যে-টেন্যে ঝড়ের সমুদ্র দিয়্যা ডিঙ্গি তো বেয়্যেছি। এইবেরে সফলতা চাই। সদাগর, যদি পারো সফলতা দেও।

অপর-একজন ॥ সদাগর, আমরা বিশ্রাম চাই,—ঘর চাই, নারী চাই,—এই ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটার অন্তিমে কিছুটাতো শান্তির আশ্বাস চাই। সেই সফলতা তুমি আমাদেরে দেও—

কয়েকজন ॥ জয় দেও, সদাগর, জয় হবে বল্যেছিলে, সেই জয় আমাদের হাতে তুল্যে দেও,—জয় দেও সদাগর, সফলতা দেও,—জয় দেও, জয় দেও—

[চাঁদ সেইখানে বসে। ধীরে-ধীরে বলে]

চাঁদ ॥ তোমরা সকলে এতো ক্লান্ত হয়্যা গেছ বুঝি? ঘর চাও, নারী চাও,—ভালো, তবে তাই যাও। যা কিছু কামনা আছে সব পূর্ণ করো যায়্যা। (উঠে পড়ে) আমারো তো সঙ্গী চাই। একা-একা ডিঙ্গিটারে বেয়্যে নিয়্যা যাওয়া তো যাবে না। দেখি, যারা সমুদ্দুরে পাড়ি দিতে এখনো এতোটা ক্লান্ত হয়্যা পড়ে নাই। (চ'লে যেতে গিয়ে হঠাৎ থেমে) তোমাদের সকলেরে নিয়্যা বড়ো আশা ছিল মনে। কতো যে ভেব্যেছি, তোমরা সকলে বীর হবে—পিতৃপুরুষের দায় সিধা হয়্যা বয়্যে নিয়্যা যাবে—

প্রথম ॥ (ক্ষোভে) সদাগর, কেবল কি আমরাই বীরত্ব দেখাব? আর-সবে নিরাপদ গৃহস্থালী বেছ্যে নিয়্যা শুধু আমাদের কর্তব্য ব্যাখ্যান কর্যে উপদেশ দিবে? আর কারো দায় নাই? দায় শুধু আমাদের?

দ্বিতীয় ॥ আমরা তো কল্পনা কর্যেছি, যে, আমাদেরে পাড়ি দিতে দেখ্যে চম্পকনগরী হ'তে আরো কতো নবীন জুয়ান দূরান্তর লক্ষ্য কর্যে ঝাঁপ দিবে। কল্পনা কর্যেছি কিনা, যে, আমাদের সত্যপথে নিষ্ঠা দেখ্যে দেশের অন্তর সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হবে? করি নাই? কিন্তু কই, কিছু তো হোল না। উপরন্তু আমরাই নিঃসঙ্গ হলাম। আজ আমরা নিঃসঙ্গ।

তৃতীয় ॥ আমরা যে কী করে চলেছি,—কী কাজ কর্যেছি,—বেঁচ্যেছি না মর্যে গেছি, তারও কথা চম্পকনগরী এতোটুকু ভাবে নাই।

চাঁদ ॥ ভেব্যেছে, ভেব্যেছে, দেশের অন্তর আমাদের কথা নিচ্চয় ভেব্যেছে—

প্রথম ॥ না, ভাবে নাই। কোথায় ভেব্যেছে? যদি ভেব্যে থাকে তাইলে এ লবণাক্ত সমুদ্দুরে পানীয়ের তরে এতোটুকু মিঠাজল পাঠাবার কথা কেন কারো স্মরণ হোল না? কী কর্যে যে খাদ্য পাব সেকথাটা একবারও কেন কারো চিন্তাতে এলো না? —কেউ ভাবে নাই। কেউ নয়। দেশ আমাদের খালি মোচ নেড়্যে বিচার করেছে। আর কোনো দায় পালে নাই।

দ্বিতীয় ॥ সে দেশ কিসের দেশ! কেন তার তরে মোরা জীবন যৌবন সব সমর্পণ করো করো যাব? কেন? কেন?

চাঁদ ॥ (একটু চুপ ক'রে থেকে) কোরোনাক। (নিশ্বাস ফেলে) ভাইরে, জীবন ত শুধু একটাই কথা জানে। সেটা হোল জয়। জয়ী হও, তবে মূল্য পাবে। হারুয়ার মালা গেঁথ্যে বস্যে-বস্যে কান্দে না পৃথিবী। ভেবে দেখো, কতো যুগ গেছে, কতো কোটি কোটি লোক হেরে ভেঙ্গে তছনছ হয়্যা গেছে। তাদের কি কেউ মনে রাখে? আগুতে তো জয়ী হও, তারেপর বড়োমুখ করো এস্যা বরমাল্য চেয়ো। ভাইরে, দেশ তো এখন মনসার পূজারীরা কুক্ষিগত করো নেছে। সত্যকার দেশের অন্তর এখন তো খালি বেঁচ্যে আছে আমাদের বুকে। সেই আমরা কি এতোদিন পরে, এতো ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করো, জয়ের নিকটে এস্যা ঘাটি মেন্যে ফিরো চল্যে যাব? দেশের সে দিব্যরূপ মন থেকে মুছ্যে ফেল্যে যাব? বলো? আমরা কি দেশের প্রতিভু,—নাকি ঐ বেণীনন্দনের দল? তাইলে আমরা কী? কেউ নই? আমাদের কোনো কিছু পরিচয় নাই? বলো? বেণীনন্দনেই যদি চম্পকনগরী হয় তবে সেই নীচ দেশটার লেগে কেন সমুদ্দুরে পাড়ি দিতে খাড়া হয়্যাছিলে? বলো, বলো,—যুক্তিটা কোথায় শুনি? বুঝ্যে দেখি যদি কোথা ভুল হয়্যা থাকে।

সকলে ॥ (অস্ফুট কণ্ঠে) মাপ করো সদাগর, ভুল হয়্যা গেছে, পায়ে ধরি, মাপ করো সদাগর।

শিবদাস ॥ বাস, বাস, আর কোনো চিন্তা নয়। চলো-চলো, পাপচিন্তা ধুয়্যে মুছ্যে ফেল্যে পুনরায় ডিঙ্গি নিয়্যা রড় দেও। ওঠো-ওঠো। 'জমিতে বোসো না বাপা, শিকড় গজাবে। আকাশে ওড়ার সাধ, পাতালে সিঁধাবে'। চলো, চলো,—বলো ভাই, সবে উভরায় হাঁক দিয়্যা বলো, চাঁদের নাবিক যায়,—হৈ ঈয়াঃ—

[সকলে ধ্বনি দিয়ে চ'লে যায়। শিবদাস ফিরে দেখে চাঁদ স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে]

শিব ॥ কি হয়েছে, সদাগর?

চাঁদ ॥ শিবদাস, আরো কতোবার এইমত হবে বলো দেখি? এই যে। সকলের বিশ্বাস হারাবে,—বারে-বারে সকলেই নাও ছেড়্যে চল্যে যেতে চাবে, আর আমি বারে-বারে বাক্যজাল বুন্যে, যুক্তি দিয়্যা, কথকতা দিয়্যা, তাদের পড়ন্ত মন উৎসাহিত করো-করো যাব? আমারও যে ক্লান্ত লাগে। আর তো পারিনে শিবদাস।

শিব ॥ কিন্তুক, তুমি যে নায়ক সদাগর। তুমি আছ বল্যে তাই আমরা রয়েছি। তোমারে তো এই বোঝা চিরকাল বয়্যে যেতে হবে সদাগর।

চাঁদ ॥ আমি তো নায়ক হ'তে চাই নাই ভাই। আমি তো চেয়েছি, সকলে একত্রে মিল্যে পুণ্যমনে এক কাজ করো যাব।—শিব মহাদেব।

[উঠে পড়ে। চ'লে যেতে গিয়ে ফিরে]

দায়টা তো খালি একা নায়কের নয়। শিবদাস, দায়টা তো আমাদের যে ক'জনা পাড়ি দিছি সেক'জনা সকলের। তবে কেন আনমন হ'তে এতো আগুনের তাপ

বারে-বারে ঋণ করা প্রয়োজন হয়? আর তাই যদি হয়, দায় যদি একা সেই নায়কেরই হয়, তবে সে তো নিজের সুবিধা মতো সবকিছু বেঁধেবুঁধে নিবে। আর, বাকিরা তখন শুধু তার ভাতরান্ধা উনানের জ্বালানির কাঠ হয়্যা ছাই হয়্যা যাবে। তাতে কি সম্মান থাকে?

শিব ॥ দেখো চাঁদসাধু, এট্টা কথা কই, দেখ মানুষ তো সবে ঠিক একমতো নয়। তাই কিছুদিন আমাদেরে তুমি হাতে বেড়ো আগুলিয়ে রাখো—কিছুদিন—তারেপর দেখো, আশাভঙ্গ হবে না তোমার, দেখো তুমি।

চাঁদ ॥ তাই যেন হয় মহাদেব, তাই যেন হয়।

শিব ॥ (সদাগরের পায়ের কাছে ব'সে পায়ে হাত দিয়ে) সদাগর, একদিন তুমি কয়োছিলে মনে আছে, দিনেরেতে বুকে ভরসা রেখো, জয় আমাদের হবেই হবে। পাড়ি দেও সদাগর, পাড়ি দেও। পাড়ি দিলে দেখো, মনের ময়লা যতো সব দুয়ো মুছ্যে সাফ হয়্যা যাবে।—পাড়ি দেও—

ও নাইয়া বন্ধু
(তুমি) আগুবাড়ি চলো
সাগরপারায়ে তুমি দূর দেশে চলো ॥ ইত্যাদি।

[আলো নিভে যায়। শিবদাসের কণ্ঠের গান জুড়িরা তুলে নেয়]

জুড়িদের গান ॥ ও—
শুনরে নাইয়া বন্ধু
(তুমি) দিয়া জ্বালি রাখো,
আন্ধার সাগরে তুমি হাল ধর‍্যা থাকো।
(তুমি) দিয়া জ্বালি রাখো ॥
বইঠা চাল্যাও (সবে) বইঠা চাল্যাও
প্রাণের নাইয়া, তুমি, পাল তুল্যা দাও।
আন্ধার মাঝারে তুমি, দিয়াটি জ্বালাও ॥ ইত্যাদি।

[জুড়িদের গান মিলিয়ে যায়। মঞ্চের ওপর সন্তান কোলে সনকা নতমুখে উপবিষ্টা। একপাশে পুরাতন ভৃত্য ন্যাড়া]

ন্যাড়া ॥ বহুদিন হয়্যা গেল,—সদাগর কই এখনো তো নেউট্যা এলো না—।

[সনকা কোনো উত্তর দেয় না। নতমুখে কোলে দোল দিতে থাকে। আরো সব পরিজন ছায়ার মতন সম্মুখে এদিকে-ওদিকে এসে জড়ো হয়]

ন্যাড়া ॥ ঠাকুরানী, নগরে সকলে কয়, সপ্তডিঙ্গা নাকি ডুব্যে গেছে—

[সনকা তথাপি নিস্তব্ধ]

ভৃত্য ॥ ঠাকুরানী, নগরে, সকলে কয় সনকা পাষাণী,—স্বামীর ইচ্ছার বিপক্ষচারিণী—

ন্যাড়া ॥ সদাগর মর্য্যে গেছে রটনা হয়েছে,—তাই সকলেই আজ তারে ঊর্ধ্বমুখে ধন্য-ধন্য করে—আর, তোমার কুৎসা করে—

দ্বিতীয় ভৃত্য ॥ কয়, মাগুলিক সাথে তার নিচ্চয় গোপন কোনো যোগাযোগ আছে। কয়,—সনকা স্বৈরিণী।

[সকলে 'ছি-ছি, চুপ করো, চুপ করো' ক'রে ওঠে]

সনকা ॥ (এতোক্ষণে মুখ তোলে) শুন, ঠাকুরের আমলের বড়ো-বড়ো পরাত রয়েছে? সেইগুলা নানান্ মিষ্টান্ন ভর্য্যে ঘরে-ঘরে ভেট দেও। কও যে, সম্বাদ এয়েছে সদাগর সুস্থ আছে, তাই আজ সনকা মিষ্টান্ন ভেটে। যাও, লয়্যা যাও।

[ন্যাড়া ও একজন বৃদ্ধা ভৃত্যা ব্যতীত সকলের প্রস্থান। সনকা গুন-গুন ক'রে গান গায়]

সনকা ॥ সোনা আমার, মানিক আমার, আমার লখিন্দর।
হাপুতির পুত্র আমার, আমার ইন্দিবর ॥

ন্যাড়া ॥ কিন্তুক অর্থ কই ঠাকুরানী? প্রচুর মিষ্টান্ন দিবে—ঘরে তো সে অর্থ নাই—

সনকা ॥ (একটু নীরব থেকে) শুন,—বেণীনন্দনের কাছে যাও। যায়্যা কও,—ভগিনী সনকা গুয়াবাড়ি বেচ্যা দিবে—

ন্যাড়া ও ভৃত্যা ॥ গুয়াবাড়ি বেচ্যা দিবে! প্রভুর প্রাণের ধন,—প্রাণপাত করা ঐ সাধের বাগান বেচ্যা দিবে?

সনকা ॥ তাই দিব। একা নারী আমি, এই সমাজের পুরুষপুঙ্গব যতো,—সকলের সাথে লড়্যে, ছল করে্য, মিছা কয়্যা,—তবে-না আমার কোলের সন্তানে আমি বাঁচ্যাতে সক্ষম হব। ভগবান এই ভার দেছে শুধু মায়েদের পরে। তা সে জন্তু হোক, কিংবা যাই হোক। যাও, কথা কোয়োনাক,—এখনি ব্যবস্থা করো—

[পরিচারিকা চ'লে যায়। আবার সনকা ছেলেকে কোলে দোল দেয় আর ঘুমপাড়ানি গান গায়]

সনকা ॥ নিন্দ্ যারে গুণমণি, সুখে নিন্দ্ যাও।
সর্বকুৎসা নিয়্যা মরে যেন রে তোর মাও ॥
নিন্দ্ যারে বাছা আমার, নিন্দ্ যারে সুখে।
সনকা জাগর আছে, থাকো হাস্যমুখে ॥

ন্যাড়া ॥ (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে) মাগো, শ্রাদ্ধের উদ্যোগ তবে হবে না তো? লোকে যাই ক'ক? আমরা এখেনে ধুনী জ্বেল্যে চিরকাল দিনগুনে যাবো? তাইতো মা? বল, তাইতো নিচ্চয়?

[ন্যাড়ার প্রশ্নের আরম্ভে সনকা থেমে গিয়েছিল। তারপর স্তব্ধভাবে সুমুখে তাকায়। ন্যাড়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে আবার গান গাইতে শুরু করে সামনে তাকিয়ে। কিন্তু ভিন্ন কণ্ঠে]

সনকা ॥ সোনা আমার, মানিক আমার, আমার লখিন্দর।
হাপুতির পুত্র আমার, আমার ইন্দিবর ॥
অভাগিনীর আর কেহ নাই কেবল তোমা বই।
তাইতো তোরে পঙ্ক হ'তে আগুলিয়া রই ॥
নিন্দ্ যারে গুণমণি, নিন্দ্ যারে প্রাণ।
সনকা জাগর আছে, বাঘিনী সমান ॥ ইত্যাদি।

[আলো ক্ষীণ হ'য়ে নিভে যায়। হঠাৎ গুরু-গুরু আওয়াজের সঙ্গে ঢোল নাকাড়া ঝাঁঝ মৃদঙ্গ ইত্যাদি বেজে ওঠে। জুড়িরা গান ধরে]

জুড়িদের গান ॥ ঝড় আসে, ঝড় আসে,
প্রচণ্ড ঝড় আসে,
নৌকা সাম্হাল্ দেও কাণ্ডার ॥
গগন ঢাকিল মেঘে পবন চলিল বেগে
সমুদ্র দেয় যেন হুঙ্কার।
নৌকা সাম্হাল্ দেও কাণ্ডার ॥
(ও) পার করো, পার করো, নাইয়া,
থর-থর করে প্রাণ কী কর্যে যে পাব ত্রাণ
নিবিড় আন্ধার এলো ছাইয়া।
পার করো, পার করো, নাইয়া ॥
বরিষে মুষল ধারা জনে-জনে দিশাহারা
কালীদহে পাক দেয় চক্রে।
আথালি পাতালি করে ঢেউ পরে ঢেউ পড়ে
লেজের ঝাপট্ মারে নক্রে।
কালীদহে পাক দেয় চক্রে ॥
(ও) পার করো, পার করো, কাণ্ডার
চারিভিতে এলো ছেয়ে আন্ধার।
নৌকা সাম্হাল্ দেও কাণ্ডার ॥
পার করো, পার করো, কাণ্ডার।
কাণ্ডার! কাণ্ডার !!

[গানের মধ্যেই দেখা যায় মঞ্চের ওপর নাবিকদের ব্যাকুলতা ও ছুটোছুটি। আলো মিলিয়ে যায়। নাবিকদের চীৎকার ও ঝড়ের আওয়াজ যেন প্রচণ্ড হ'য়ে ওঠে। দেখা যায়, চাঁদ মাস্তুল আঁকড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাবিকেরা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে]

নাবিকেরা ॥ সদাগর, সদাগর, বাঁচাও, বাঁচাও—। এটা তুমি কোন পথে নিয়্যা এলো? বাঁচাও, বাঁচাও—

চাঁদ ॥ শান্ত হও, শান্ত হও। উতলা হয়োনা ভাই। আমরা তো সত্যপথে আছি, এ সঙ্কট নিচ্চয় পার হয়্যা যাব—

এক নাবিক ॥ কিন্তুক পথ কই সদাগর, কোন পথে যাব—

অপর নাবিক ॥ ভুল, ভুল, এই পথ ভুল পথ—

তৃতীয় ॥ পথ যদি সত্য হয় তাইলে কখনো বারে-বারে এতো বাধা আসে—

চতুর্থ ॥ সত্যপথ কখনো কি কালীদহে ঘূর্ণাচক্রে নিয়্যা আসে—

দ্বিতীয় ॥ ভুল ভুল পথে এন্যেছে নায়ক—হায়-হায়—

অনেকে ॥ হায়-হায়,—মহাদেব, রক্ষা করো,—রক্ষা করো—

তৃতীয় ॥ পথ জানো তুমি? সত্য বলো সদাগর,—জানো তুমি? পথ জানো?

চাঁদ ॥ এইটুকু জানি শুধু, যে পথে এয়্যেছি সেই পথ সত্য পথ—

চতুর্থ ॥ তাই যদি হবে তবে ঘূর্ণাচক্রে এয়্যেছি কী কর্যে—

সকলে ॥ বলো, বলো, সদাগর ঘূর্ণাচক্রে এয়্যেছি কী কর্যে?

চাঁদ ॥ ভাইসব, অন্তরে বিশ্বাস রাখো। সঙ্কটের কালে অবিশ্বাস কোরো না শিবেরে—

তৃতীয় ॥ তুমি বলো সদাগর, তুমি পথ জানো কি জানো না?

চাঁদ ॥ (আর্তব্যাকুলভাবে) উদ্দেশ্যটা জানি শুধু আমি—

চতুর্থ ॥ প্রবঞ্চক, পথ জানো কিনা বলো—

দ্বিতীয় ॥ এখনি এ কালীদহ হ'তে বের কর্যে নিয়্যা যেতে পারো কিনা বলো? বলো—

কয়েকজন ॥ বলো, জানো তুমি?—পথ জানো?

চাঁদ ॥ (কেঁদে ফেলে) না। না।

সকলে ॥ জানো না?—

চাঁদ ॥ শুধু উদ্দেশ্যটা জানি আমি। পথ তো জানে না কেউ।

[একটা চীৎকার ওঠে। তারপর সকলে একসঙ্গে বলতে থাকে]

: মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ছলনা কর্যেছ তুমি—

: শঠ,—তুমি শঠ,—

: হায়, হায়, আমরা কোথায় যাই—

: কে আছো দেবতা, আমাদেরে রক্ষা করো, রক্ষা করো—

[এদের হাহাকারের মধ্যে শিবদাস কাছে এসে বলে]

শিবদাস ॥ সদাগর, পায়ে ধরি, বলো তুমি, তুমি পথ জানো—

অপর-একজন ॥ (আশা পেয়ে যেন জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করতে চায়) জানো যদি বলো সদাগর, পায়ে ধরি কেবল আমারে বলো,—আমি আর কারেও কবো না—

শিব ॥ সদাগর, তুমি জানো। তুমি তা নিচ্চয় জানো।—একবার তুমি ইয়াদের কয়্যা দেও,—সন্দেহ দূর হয়্যা যাক,—বলো, বলো সদাগর—

[কেউ তখন হতাশ হ'য়ে হাহাকার করছে। কেউ চাঁদকে গালি দিচ্ছে। কারা-বা হাঁটু গেড়ে ব'সে মনসার স্তব করছে]

প্রথম ॥ হায়-হায়—

চতুর্থ ॥ শঠ, প্রবঞ্চক—

দ্বিতীয় ॥ মানুষের প্রাণ নিয়্যা খেলা করে,—উন্মাদ, নৃশংস উন্মাদ—

তৃতীয় ॥ জ্ঞানাতীতা, অন্ধকারাবৃতা, কূটগরলমণ্ডিতা—

প্রথম ॥ দয়া করো, দয়া করো আন্ধারী মনসা মাতা—

দ্বিতীয় ॥ মা অন্ধকারময়ী, দয়া করো, দয়া করো মাগো—

চতুর্থ ॥ নিয়তি, দয়া করো, দয়া কর্য্যে আমাদেরে রক্ষা করো—

শিবদাস ॥ তবু আমি—তোমারে বিশ্বাস বাসি। সদাগর, আমারে তো এ বিশ্বাস কর্য্যে যেতে হবে। তোমারে বিশ্বাস বাসি আমি। সদাগর, (কেঁদে ফেলে) আমার সমস্ত দায় তোর হাতে, তোরে আমি বিশ্বাস কর্য্যেছি, আমার যা ভালোমন্দ সব তোর হাতে—তোর হাতে—

[শিবদাস কাঁদতে-কাঁদতে ব'সে পড়ে। ঝড়ের হুঙ্কার ও নাবিকদের হাহাকার। বিস্রস্ত সিক্ত কেশে চাঁদ একলা সেই মাস্তুল আঁকড়িয়ে দাঁড়িয়ে]

চাঁদ ॥ (পাগলের মতো ডাকে) শিব, শিব, শিবাই আমার, পথ কয়্যা দেও, পথ কয়্যা দেও, শিব মহেশ্বর, পথ কয়্যা দেও—

[আলো ক্রমশ ক্ষীণ হ'য়ে নিভে যায়। তার সঙ্গে হাহাকার, প্রার্থনা ও ঝড়ের আওয়াজ ক্রমশ স্তিমিত হ'য়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে যায়]

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম পর্বের পর অনেক বছর কেটে গেছে।

[সনকা উদ্বিগ্নভাবে পাটাতনের ওপর ছুটে আসে]

সনকা ॥ লখাই, ও লখাই,-ওলো ও লহনা, একবার ছুটে যায়্যা দেখোদিকি গেল কোথা লখিন্দর। একদণ্ড নিশ্চিন্তি দেবে না এই হতভাগা ছেলে। ওরে সুয়া, যা তো, ঝটিতি ন্যাড়ারে তুই একবার ডেক্যে আন দিকি—এই তো এয়্যেছে ন্যাড়া। বাপ আমার, একবার যায়্যা দেখ্ দিকি লখিন্দর কারো সাথে পুনরায় যুদ্ধ করে কিনা—

ন্যাড়া ॥ (হেসে) আর তারে কতোদিন আঁচলেতে বেন্ধ্যে রাখা সম্ভব বেণানী? তার এখন যুবার বয়স—

সনকা ॥ হয়্যেছে, হয়্যেছে। আমারে না উপদেশ দিয়্যা বরঞ্চ করুণা কর্যে এট্টু দেখো তো চৌদিকে, ছেলেটা কোথায় গেল, তাতে কাজ হবে। (ন্যাড়ার প্রস্থান) এ এক আপদ এস্যে জন্মেছে আমার পেটে। সুয়া, যা তো দিকি, অন্দরের পুকুরে বাগানে সব তন্নতন্ন কর্যে দেখে আয় দিকি—লখিন্দর আছে কিনা। (সুয়ার প্রস্থান) থাকে-থাকে কোথায় যে যায়,—কয়্যে যেতে যেন অসম্মান হয়। (চ'লে যেতে-যেতে) এতো তোর পূজা করি তবু ভয় তো কাটে না মাগো।

[অপরদিক থেকে ন্যাড়া নিয়ে আসে লখিন্দরকে। লখিন্দর সবে যেন যৌবনের অশান্ত আরম্ভে]

ন্যাড়া ॥ এই যে মা ছোটো সদাগর, নাছদোরে বস্যা ছিল—

সনকা ॥ (কঠিনভাবে) এই দিকে আয়।

লখিন্দর ॥ (বিরক্তমুখে) কী হয়্যেছে?

সনকা ॥ (পূর্বের মতো) হেথা এসে বোস,—আয়

[লখিন্দর অনিচ্ছায় ও বিরক্তিতে এসে ধপ্ ক'রে বসে]

ন্যাড়া ॥ (একগাল হেসে) জোর কর্যে আমি যে এন্যেছি ধর্যে তাই মোর পরে মহারাগ। এই মারে সেই মারে। আমি কই মায়ের আদেশ—

সনকা ॥ (ছেলের রাগ লক্ষ্য ক'রে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনার সুরে) তুমি হেথা হ'তে ন্যাড়া যাও তো এখন।

ন্যাড়া ॥ (মুখটা হাঁ হ'য়ে যায়) যাঃ, কী আবার ভুল হোল?

সনকা ॥ (সংযত হ'য়ে) আঃ, তুমি যাও না এখন।

[ন্যাড়া চলে যায়। সনকার চোখ যেন স্নেহে গভীর হয়। ছেলের পাশে ব'সে তার গায়ে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করে—]

সনকা ॥ কী হয়্যেছে রে, মুখ এতো ভার কেন তোর?

লখিন্দর ॥ (পিঠটা সরাবার চেষ্টা করে) এতো ডাক্যাডাকি করণের কারণটা কী?

সনকা ॥ (আরো স্নেহে) তাই এতো রাগ? জানিস না কেন ডাকি। বুঝিস না তুই—

লখিন্দর ॥ (রূঢ়ভাবে নিজের গা সরিয়ে মায়ের হাতটা ঠেলে দিয়ে বলে) দেখো মা, তুমি যে আমারে স্নেহ করো সেই কথাটারে আর তুমি দিনে-রেতে বাড়ি মেরো্যে ঘোষণা কোরো না। আমার অসহ্য লাগে।

সনকা ॥ (প্রচণ্ড বিস্ময়ে) এই কথা কইলি আমারে তুই?

লখিন্দর ॥ (ছট্‌ফট্ ক'রে উঠে সামনে এককোণে চ'লে যায়) হাঁ তাই, তাই করো তুমি। সর্বদা তোমার এতো স্নেহের প্রকাশ। আমি যদি একা বস্যে থাকি, কিছু চিন্তা করি, অমনি তোমার মাতৃস্নেহ লক্ষ-লক্ষ প্রশ্ন তুল্যে ছুট্যে আসে,—কী হয়্যেছে, কেন একা বস্যে আছি, কী চিন্তা আমার?—কেন, কেন, এতো প্রশ্ন কেন? আমার কি নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা নাই? (ব্যঙ্গে) জানি তো 'জননী' তুমি। জানি, বহু 'ঋণে' বদ্ধ আছি তোমার নিকটে,—'মাতৃঋণ'—জীবনে যা পরিশোধ্য নয়। সব জানি। তবু আরো কতো ঋণবোধ আমারে করাতে চাও?

[আবেগের প্রাবল্যেই হঠাৎ চুপ ক'রে যায় লখিন্দর। চুপ ক'রে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সনকা খানিকক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে-আস্তে বলে—]

সনকা ॥ —আমি যে ভয়েতে ব্যাকুল হই, সন্তানেরে বাঁচানের চেষ্টা করি,—তাতে এতো অপরাধ হয়! আমার স্নেহ যে তোরে লগুড়ের মতো বাড়ি মারে— (রুদ্ধস্বরে প্রায় যেন ফিসফিস ক'রে বলে) এ কথা তো ভাবি নাই। (উঠে দাঁড়ায় সনকা। যেতে গিয়ে বলে) এতো তিক্তভাবে কওয়াই কি প্রয়োজন ছিল? কি জানি—

[সনকা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রমণের পথে যায়]

লখিন্দর ॥ (অপরদিকে মুখ ফিরিয়েই ব'লে ওঠে) আমারে মার্জনা করো—

সনকা ॥ (ক্লান্ত স্বরে) কীসের মার্জনা! এই যদি তোর অন্তরের কথা হয় তাইলে সে সত্যভাষণ তো কোনো অপরাধ নয়।

[সনকা আবার যাবার জন্য ফেরে। লখিন্দর তেমনি অপরদিকে মুখ ফিরিয়েই পুনরায় বলে—]

লখিন্দর ॥ কয়্যেছি তো। আমারে মার্জনা করো—

[আবার স্নেহের জোয়ারে যেন সনকার বুক ফুলে ফুলে ওঠে। সে আর থাকতে পারে না। দ্রুতপদে লখিন্দরের পাশে গিয়ে ব'সে তার মুখখানা নিজের দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করতে-করতে বলে—]

সনকা ॥ সত্য কর্যে বল তুই, আমারে অসহ্য লাগে? এইট্যা কি সত্য তোর অন্তরের কথা? আমি যদি ভালোবাসি, তোর তরে ব্যাকুল চঞ্চল হই, তাতে

তোর কষ্ট হয়? আমারে অসহ্য লাগে তোর? মাতৃদিব্য লখিন্দর, বল, সত্য করো্যে বল—

লখিন্দর ॥ মাগো—আমি নিজেও জানি না কোনটা যে সত্যকথা। বাইরের পৃথিবীতে কতো নোংরা ইতরতা দেখি, সমাজটা যেন বিষ্ঠাকুণ্ড বল্যে মনে হয়,—তখন তোমার বুকে মুখ রেখ্যে মনে হয় যেন গঙ্গাস্নানে পবিত্র হলাম। এই কথা মনে হয়। সাচা কথা। কিন্তুক হঠাৎ—কেন তা জানি না—এমন আক্রোশ আকণ্ঠ ফেনায়ে ওঠে—তোমারেই শত্রু মনে হয়,—মনে হয় তুমি যেন রাক্ষসীর মতো আমারে সম্পূর্ণ তছনছ করো্যে দিতে চাও,—না, ঠিক সে কথাও নয়—, কীযে সব মনে হয়,—যেটা ভালোবাসি সেটারেই যেন দাঁত দিয়্যা, নখ দিয়্যা ছিঁড়্যে-ছিঁড়্যে ফেল্যে দিতে ইচ্ছা হয়। কেন? কোনটা আমার সত্যকার অনুভব? আমি কিছু বুঝি না মোটেই। আমি যেন কতোগুল্যা প্রতিক্রিয়া খালি। আমার অজ্ঞাতে যেন কীসব ঘটনা ঘটে আমার ভিতরে, আর আমি যেন শুধু তারি প্রতিক্রিয়াতেই কখনো-বা রাগ করি, কখনো-বা ভালোবাসি! কিন্তুক আমি কে? আমারে তো খুঁজে আমি পাই না কখনো। তাই, মাগো, বড়ো কষ্ট হয়,—না, কষ্ট নয়—লোকে যারে কষ্ট বলে সেটা নয়,—কিন্তুক, কী এট্টা হয় যেন—অত্যন্ত অস্থির লাগে—(আরো বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়, অস্থিরভাবে বলে) বল্যে কোনো লাভ নাই,—বোঝানো যাবে না।

সনকা ॥ তাই বুঝি কিছুদিন হ'তে তোরে এতো অস্থির উন্মনা লাগে? চল্ বাবা, সন্ধ্যা হয়্যা আসে, মনসার কাছে যায়্যা শান্তি মেগ্যে স্বস্ত্যয়ন করি,—

[লখিন্দর একটা অব্যক্ত আওয়াজ ক'রে লাফিয়ে উঠে প'ড়ে মঞ্চ পার হ'য়ে যায়]

সনকা ॥ (ব্যাকুলভাবে) কী হয়্যেছে? লখিন্দর, কোথা যাস্?

লখিন্দর ॥ (হঠাৎ ফিরে) আমার ভালোর তরে এট্টা কাজ করো্যে দিতে পারো তুমি?

সনকা ॥ (সভয়ে) কী কাজ?

লখিন্দর ॥ (অস্বাভাবিকভাবে) আমারে এখানে হ'তে চল্যে যেতে দেও। এখনি আমারে দূর করো্যে দেও। পিতার মতন আমারেও তুমি কোনো দূর দেশে পাড়ি দিতে দেও। (কাছে এসে প্রায় মায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে) দিবে তুমি? বলো তুমি, দিবে?

সনকা ॥ (বিস্রস্তভাবে) এইসব কী অসম্ভব কথা মুখ দিয়্যা বার হয় তোর।

লখিন্দর ॥ দিবে না? বলো না তুমি, দিবে কি দিবে না?

সনকা ॥ (ভর্ৎসনার ব্যর্থ চেষ্টা করে) চুপ কর্, চুপ কর্ পাগলের মতো কথা কয়্যে কোনো লাভ নাই।

[আঁচল সামলিয়ে উঠে চ'লে যেতে চায়। লখিন্দর হঠাৎ তার সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে মায়ের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে ব'লে ওঠে—]

লখিন্দর ॥ মাগো, তোমার এ লখিন্দরে তুমি নিঃসম্বল কর‍্যে ছুঁড়্যে ফেল্যে দেও, তাতে যদি অপদার্থ মর‍্যে যায়, যাক।

সনকা ॥ (সভয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে) লখিন্দর।

[লখিন্দর মাকে ছেড়ে নিজের হাঁটুর ওপর উপুড় হ'য়ে মুখে হাত ঢাকা দেয়। সনকা ব'সে প'ড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে]

সনকা ॥ লখিন্দর, কী হয়্যেছে তোর? বল, লখাই আমার? কেন তুই আজ এমন অস্থির হলি?—ভেবে দেখ, সমুদ্দুরে পাড়ি দেওয়া, বিপদের মধ্যে যাওয়া, এ সমস্ত কল্পনার কথা। জন্ম হ'তে তোরে আমি আতু-আতু কর‍্যে কতো কষ্টে বাঁচেয়্যা রেখ্যেছি। এখনো তো প্রতিদিন তোর এটা সেটা ঔষধের প্রয়োজন হয়। ভালো কর‍্যে ভেব্যে দেখ লখিন্দর, তোর তরে হতভাগী সনকা কি সবকিছু করে নাই? (লখিন্দর দাঁড়িয়ে ওঠে। সনকা সভয়ে বলে) লখিন্দর, তুই ছাড়া আর সনকার কেউ নাই। একবার ভালো কর‍্যে মোর পানে চেয়্যা দেখ। একবার হেসে তুই এট্টা কথা বল—

[লখিন্দর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চ'লে যায়। বেরুবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গের স্বরে বলে—]

লখিন্দর ॥ আমি যে দুর্বল, আমি যে ক্ষমতাহীন, আমি অপদার্থ—, এইগুল্যা কার দোষ? আমার কেবল? আর, যারা জন্ম দিল, যার হাতে পালিত হলাম, সেই স্বর্গাদপি পিতা আর মাতা? সে মহান দেবদেবীদের বুঝি কোনো অপরাধ নাই? কিংবা এই বুঝি দায়ভাগ? পূর্বপুরুষের?

[নিষ্ঠুর হেসে লখিন্দর বেরিয়ে যায়।—সনকা সামনের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। গোলমাল শুনে পিছনে ন্যাড়া ও বৃদ্ধা পরিচারিকা লহনা দুইপাশ থেকে এসে এতোক্ষণ ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে ছিল। এখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে তারা]

ন্যাড়া ॥ মা, মাগো, সন্ধ্যা যে পার হয়্যা গেল।

[সনকার সম্বিত ফিরে আসে। কথা বলতে যায়, পারে না। গলা সাফ ক'রে নিয়ে বলে—]

সনকা ॥ ন্যাড়া, যায়্যা দেখ তো রে লখিন্দর কোথা গেল। ডাকিস না, শুধু দূর হ'তে এট্টু নজর রাখিস কোথাও না চল্যে যায়। (ন্যাড়া চ'লে যায়। লহনাকে বলে) যাও, ঘরে-ঘরে সন্ধ্যাদীপ দেও।

[লহনা চ'লে যায়। সনকা আরো-একটু ব'সে থাকে, তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—]

সনকা ॥ মাগো, আর তো পারি না আমি—

[সনকা অতিকষ্টে দাঁড়ায়। নেপথ্যে দূরে একটা শাঁখ বাজে। সনকা গলবস্ত্র হয়ে অস্ফুটস্বরে স্তব করতে-করতে বেরিয়ে যায়।—সেই নির্জন মঞ্চে চাঁদ প্রবেশ করে। দুঃস্থের মতো বেশবাস তার। হাতে সেই হেতালের লাঠি। নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে একটা শাঁখ বাজে। চাঁদ শ্রান্তভাবে সামনে পৈঠায় এসে বসে। পিছনে সুয়া হাতে প্রদীপ নিয়ে প্রবেশ করে। চাঁদকে দেখে ভীত হ'য়ে পালিয়ে যায়। একটু পরে ন্যাড়াকে এনে দূর থেকে দেখায়। ন্যাড়া পিছন থেকে পা টিপে-টিপে এসে ঝাঁপ দিয়ে চাঁদকে চেপে ধরে]

ন্যাড়া ॥ বেটা চোরের সুপুত। এইখানে বাড়ির অন্দরে তুমি চুপি-চুপি ঢুকে বস্যে আছ? (উড়ুনি দিয়ে বাঁধতে থাকে)

সুয়া ॥ (সঙ্গে-সঙ্গে চীৎকার ক'রে) সাবধান ন্যাড়াভাই, লাঠিটা পাকড়ি ধরো, হাত না চালাতে পারে—

[নেপথ্যে সনকা ও লহনার স্বর শোনা যায়,—'কে রে? কে ওখানে? কে হোতায় চেঁচামেচি করে?']

সুয়া ॥ (নেপথ্যের প্রতি) চোর,—চোর মাগো—

ন্যাড়া ॥ বেটা তস্কর হয়েছ তবু চুরিটাও শিখ নাই ভালোমতে, সাঁঝবেলা ধরা পড়্যে যাও—

[প্রদীপ হাতে সনকা ও শাঁখ হাতে লহনার প্রবেশ]

সুয়া ॥ ঐযে মা,—চোর,—আন্ধারের তাক বুঝে হেথা এস্যা লুকুয়্যে রয়্যেছে—

সনকা ॥ চোর? কানদুট্যা কেট্যে নিয়্যা এখুনি উয়ারে চৌপখের মাঝখানে বেন্ধ্যে থুয়্যে আয়—

ন্যাড়া ॥ চল বেটা তাই থুয়্যে আসি। রাত্রে যতো চোর যাবে সবে বিফল তস্কর বল্যে তোর মুখে থুতু দিয়্যা যাবে—। চল্—।

চাঁদ ॥ তাই বটে। চোর হোক কিংবা সাধু হোক সফল হতেই হবে। নাইলে যে শুধু থুৎকার কপালে তার। তাই বটে।

সনকা ॥ কে?—কে?

চাঁদ ॥ (উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে) দেখ তো সনকা, চেনা যায় কিনা।

[সনকা এক পা পৈঠার থেকে নেমে এসে দীপ তুলে ধরে। প্রদীপের আলো চাঁদের ক্লিষ্ট মুখের উপর পড়ে]

চাঁদ ॥ আমি এট্টা বিফল মানুষ।

সনকা ॥ তুমি!

[পরক্ষণেই স্তূপ হ'য়ে ভেঙে পড়ে স্বামীর পায়ের পরে]

ন্যাড়া ॥ (চীৎকার ক'রে ওঠে) সদাগর! নেউটিয়্যা এলে তুমি? জয়, জয়! সদাগর নেউটিয়্যা এল! ওরে ও ধাইমা, শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা, বাবা ফির্যা এল।

(নতজানু হ'য়ে বারংবার মাথা ঠোকে ভূমিতে আর জোড়হাতে অসংলগ্ন কথা বলে) জয় হোক, জয় হোক। দেবতা মানুষ সব জয় হোক। ধুনীজ্বালা আন্ধারের জয় হোক, দেবতা মানুষ—সব—সবায়ের জয় হোক—

[ওদিকে বৃদ্ধা লহনাও হাতের শাঁখটা সূয়ার হাতে দিয়ে পাগলের মতো বলে—]

লহনা ॥ বাজা, বাজা ছুঁড়ী, শাঁখ বাজা। (সে-ও নতজানু হ'য়ে বারংবার গড় করে আর বলে) জয় হোক, জয় হোক। আকাশে বাতাসে সব পুণ্যি হোক। আমাদের ঘরদোর পুণ্যি হোক। ঘরে-ঘরে গিরস্তীর শান্তি হোক। জয় হোক, বাবা সবায়ের জয় হোক, জয় হোক—

[সূয়া প্রথমে হতচকিত হ'য়ে যায়। কারণ সে চাঁদকে কখনো দেখেনি। তারপরে তাড়াতাড়ি হাতের প্রদীপটা পাটাতনের উপরে রেখে নীচে নেমে এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে শাঁখ বাজায়। আর তার সঙ্গে সহজ মন্ত্রের মতো শোনা যায় ন্যাড়া ও লহনার অসংলগ্ন কল্যাণকামনা—জয় হোক বাবা, দেবতা মানুষ, সবায়ের জয় হোক, জয় হোক—]

চাঁদ ॥ (হাত তুলে) ওরে, চুপ কর, চুপ কর—(ওরা থামে) আমি ফির‍্যে এল্যে সত্য-সত্য তোদের অন্তরে এতো ভালো লাগে?

[চাঁদের বুকের মধ্যে যেন একটা বাষ্প পাকিয়ে ওঠে, বলে—]

চাঁদ ॥ ডাক, ডাক তবে, ঘরে যতো পুরজন আছে সবায়ের সাথে আজ কোলাকুলি করি।—আঃ আমার এ চম্পকনগরী আমারে তো ভোলে নাই। (আপন মনে হেসে ওঠে) এ আমার ঘর। ঘরে ফির‍্যা এনু আমি আজ। (ব্যগ্রকণ্ঠে) ডাক, ডাক, ডেকে আন সবায়েরে—

[স্তব্ধ হ'য়ে যায়। হঠাৎ সে বুঝতে পারে অন্য সবায়ের সে হাসিটা মুছে গেছে, সবাই মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছে]

ন্যাড়া ॥ (মুখ তুলে) আর কেউ নাই সদাগর।

চাঁদ ॥ কেউ নাই?

ন্যাড়া ॥ (মাথা নেড়ে) মাত্র এই তিনজনা আছি।

চাঁদ ॥ (একটু নীরব থেকে) গেল কেন?

লহনা ॥ আমরা যে দিনে-দিনে দরিদ্র হয়্যেছি বাবা।

ন্যাড়া ॥ তাই কুটুম্ব সৎকারে হয়তো-বা ত্রুটি হয়্যা গেছে।

চাঁদ ॥ অথচ এ সদাগরবাড়ি একদিন এই নগরীর কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল।

সনকা ॥ আজ সদাগর, এইটা তো আর কেন্দ্র নয়। আজ আমাদের নতুন নগরী বেড়ে গেছে অন্য-এক বিপরীত দিকে।

ন্যাড়া ॥ সদাগর, হবে। আজ তুমি এলে, এইবেরে দেখো, পুনরায় সব হবে। পুনরায় এই পুরী আলোতে উৎসবে, দেখো, স্বর্গপুরী হবে। শুধু আজ তুমি নিশ্বাস ফেলো না। এখনো তো ঘরের গব্‌রাটে তুমি পাও রাখো নাই। চলো-চলো, এট্টু তো বিশ্রাম করো।—

লহনা ॥ এই—এই। 'যে সংসারে যতো বেশী দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সেইখেনে লক্ষ্মী ততো যাই-যাই করে।' চলো বাবা, অন্দরেতে চলো। ওলো সূয়া, প্রদীপটা তুল্যে ধর। অযত্নয় চতুর্দিকে আগাছা জঙ্গল হয়্যা গেছে, সদাগর ঠাওর পাবে না। (বলতে-বলতে নিজেই প্রদীপটা সূয়ার হাত থেকে নিয়ে তুলে ধরে)

ন্যাড়া ॥ (রহস্যের হাসিতে) আমি যাই—সেই যে একজনা আছে—, তারে ডেক্যে নিয়্যা আসি। সদাগর, তার সাথে দেখা হল্যে তোমার মনের যতো দুঃখকষ্ট একেবারে ধুয়্যে মুছ্যে যাবে। আমি যাই, ডেক্যে নিয়্যা আসি—।

[ন্যাড়ার প্রস্থান]

লহনা ॥ আগুকার দিন হলে কত বন্ধু পরিজন এস্যা শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি কর্য্যে সে এক অকাণ্ড ঘটাত। তা আজ তিনজনা প্রাণী। ওলো সূয়া, শাঁখ বাজা। আমাদের যেটুকু সামর্থ্য সেটুকুই মহোচ্ছব। কী বলো গো?

[ব'লে নিজেই উলু দিতে শুরু করে। সূয়া শাঁখ বাজায়। এই শীর্ণ মিছিল লহনার হাতের প্রদীপের আলোর পিছনে বের হ'য়ে যায়।—ন্যাড়া ঢোকে]

ন্যাড়া ॥ হোয় বাবা, গেল কোথা ছোট সদাগর। চারিদিকে খুঁজি তবু কোথাও দেখি না। লুকুয়্যে রয়্যেছে নাকি? ছোট সদাগর!—হৈ গো ছোট সদাগর—

[ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যায়। বেণীনন্দন ও তার এক অনুচর প্রবেশ করে। বেণীনন্দনের হাতে হুঁকা]

বেণী ॥ কে? কে এয়্যেছে?

অনু ॥ চাঁদসদাগর। এই কিয়ৎকাল আগে নাকি ঘরে এস্যে পৌঁছাল বণিক।

বেণী ॥ সম্বাদটা এন্যা দিল কেবা?

অনু ॥ ন্যাড়া। রড় দিয়্যা এয়্যেছিল লখায়ের খোঁজে। হাঁফাতে-হাঁফাতে কোনমতে কয়্যা গেল কথাটারে।

বেণী ॥ এই তো মুস্কিল!

অনু ॥ (এক গাল হেসে) কিসের মুস্কিল! ডিঙাফিঙা কিছু আর সাথে নাই। একেলা বণিক নাকি কোনোমতে প্রাণ নিয়্যা নেউট্যা এয়্যেছে।

বেণী ॥ তবু, মর্য্যে গেছে মনে কর্য্যে যারে অতি সহজেই সাধুবাদ দেয়া গেছে, সে যদি এখন অকস্মাৎ বেঁচ্যে এস্যা সেই ভক্তি দাবী করে—তবে তো মানুষ বড়ো

মুস্কিলেই পড়ে। দেখা যাক।—আচ্ছা, কেবট্ট তো সমুদ্দুরে পাড়ি দেয়—তারি তো মর্য্যাদা আজকাল আমাদের সমাজে প্রবল, তাই নয়?

অনু ॥ কিসে আর কিসে।—সে তো খালি তীর ধর্য়ে ঘোরাঘুরি করে আর ছোট-ছোট শামুক ঝিনুক এন্যা বাজারের চক্ষুরে ভোলায়। সে কোথায় সমুদ্দুরে পাড়ি দেয়।

বেণী ॥ (চতুর হেসে) আহা, তাই তো সে নিজেরি তাগিদে লেগ্যে যাবে চাঁদের বিরুদ্ধে।—হবে, হবে। সংসার জটিল ঠাঁই। যতোই বিপদ হোক, সেই বিপদের মধ্যে দেখো এট্টা কোনো সুবিধার মতো সূত্র ঠিক এস্যা যাবে। শুধু তারে টুক্ করে্য ধরে ফেল্যে—ঠিকমতো টেন্যেটুন্যে নিয়্যা যাওয়া চাই।

অনু ॥ (বিগলিত সমর্থনে) তাই বটে। তা-ই বটে।

বেণী ॥ চলো, সম্বাদ আনাই। দেখা যাক বিভিন্ন পল্লীতে কোথায় কী প্রতিক্রিয়া হোল। চলো, চলো—

[দু'জনের প্রস্থান। পাটাতনের ওপর দিয়ে বেণীনন্দনরা চ'লে যেতেই সামনে মঞ্চের ওপরে প্রবেশ করে কেবট্ট ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ। সঙ্গে বনমালীও আছে, যে স্ত্রীর বদলে সমুদ্রে পাশবালিশ নিয়ে যেতে চেয়েছিল]

১ম সঙ্গী ॥ কেবট্ট সর্দার, সম্বাদ শুন্যেছ? বেটা চাঁদ সদাগর নাকি নেউট্যা এয়্যেছে।

কেবট্ট ॥ (চিন্তা করতে-করতে) শুন্যেছি, শুন্যেছি—

২য় ॥ শালা যদি পুনরায় সমুদ্দুরে পাড়ি দিবে বল্যে হাঁক মারে তাইলে তো আমাদের টিঁকে থাকা মুস্কিলের কথা।

কেবট্ট ॥ (চিন্তা করে আর অনর্গল বলে) ঠিক-ঠিক, ঠিক-ঠিক, ঠিক-ঠিক। (হঠাৎ থেমে) এক কাজ কর। সকলে এখনি যায়্যা ওর নামে কুৎসা কর্য়ে বেড়া। যা কিছু মাথায় আসে। বল যে, শালা সঙ্গীদের ফাঁকি দিয়্যা সব সোনা দানা নিজের কবলে পুর‍্যা পল্যায়ে এয়্যেছে।

বনমালী ॥ এ-ই। স্বাধীন মতের কোনো লোক ওর কাছে থাকাই সম্ভব নয়। সে তো আমি ভালো কর্য়ে জানি। একা সব লুট্যা পুট্যা খেতে চায় কিনা।

১ম ॥ কিন্তু সে কথা কী কর্য়ে বলি? আমরা তো শুরুতে-শুরুতে চাঁদের গৌরবে যেন আমরাও গর্বান্বিত এইমতো ঘোষণা কর্য়েছি,—আজ ফস্ কর্য়ে উল্টা কথা কেমনে বা কওয়া যাবে?

কেবট্ট ॥ দূর শালা, তখন তা প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনে জগৎ চালায়। যা, গিয়্যা বল, চাঁদের ঘরণী বেণীনন্দনের সাথে নষ্ট্যামি কর্য়েছে, তাথেই তো স্বামী ব্যতিরেকে তার পুত্র হয়্যা গেল—

বনমালী ॥ ঠিক, ঠিক, এ কথাটা লোকজনে সহজে বিশ্বাস যাবে।

২য় ॥ আরে বাবা নারীর কলঙ্ক কথা বড়ো মিষ্ট লাগে। শোনামাত্র বিশ্বাসের ইচ্ছা জাগে—

১ম ॥ চলো-চলো, গিয়া বলি, এখন সে জারজ লখাই 'বাপা-বাপা' বল্যে চাঁদের কোলেতে যাবে, আর বেণীনন্দ সনকারে কোলে নিয়্যা বিছানায় শুবে—

[কেবট্ট ভীষণ শব্দসহকারে হো-হো ক'রে হাসে। সকলেই হাসে। খুশীর সময়ে এরা কিছু কুৎসিত শব্দ না উচ্চারণ করলে এদের আনন্দবোধ সম্পূর্ণ হয় না, তাই অনেকে অনেকপ্রকার গালি বকে—]

"শালা গণিকা সন্তান—", "শালা অগম্যাগামী—"

কেবট্ট ॥ শুধু, বেণীনন্দনের নামে কোনো দোষারোপ কোরো না স্পষ্টত। বোলো পুরুষ তো, নারীর আহ্বানে এট্টু ভুল হয়্যা যায়।—ওর কাছে অনেক সুবিধা নিতে হয়,—আরো নিতে হবে।

[সকলে সমর্থনে হাসে]

বনমালী ॥ কৌটিল্যের নীতি বাবা, একেবারে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা। চলো-চলো, মুখে-মুখে নিন্দ্যা নিয়্যা ঘরে-ঘরে লেগে পড়ি চলো—

[সকলের প্রস্থান। পিছনের পথ দিয়ে দীপ হাতে বৃদ্ধা লহনা প্রবেশ করে। পিছনে চাঁদ ও সূয়া]

লহনা ॥ এই দেখি চিরকাল হয়। মানুষে আনন্দ কর্য্যে অট্টালিকা গড়ে,—তারেপর কোথা হতে যেন সব নোনা ধর্য্যে যায়। দেওয়ালের আস্তরণ খস্যে-খস্যে পড়ে,—সব ধ্বংস হয়্যা যায়। তবু তো আবার লোকে অট্টালিকা গড়ে। হাসে, খেলে, সংসার পালন করে—কোথা গেলি? আসনটা পেতে দে ভুঁয়েতে—

[সূয়া তাড়াতাড়ি সামনে এসে আসন পাততে যায়]

চাঁদ ॥ না থাক। এখনো তো ভিখারীর বেশেই রয়্যেছি,—আগু স্নান করি, কথঞ্চিত পরিচ্ছন্ন হই, তার পাছে আসনেতে বসা। (পৈঠায় বসে)—এট্টু জল এন্যা দাও দিকি। আকণ্ঠ পিপাসা লাগে।

লহনা ॥ ওরে সূয়া, ছুটে যা ঝটিতি,—কালো কুঁজাটায় যে জল রয়্যেছে?—ঘটি কর্য্যে ছুট্যে নিয়্যা আয়—ওইট্যা সুগন্ধি জল—

[সনকা পিছন হ'তে আসে। হাতে রূপার রেকাবিতে রূপার ঘটি]

সনকা ॥ এই-যে, পানীয় এন্যেছি আমি।

লহনা ॥ অ্যাঁ? এরি মধ্যে পানা কর্য্যে আনতে পের্য্যেছ। (সদাগরকে) দেখ দিকি, এই নারী ছেড়্যে তুমি এতোদিন দেশান্তরী ছিলে। তুমি কী গো—।

সনকা ॥ সূয়া, তুই যায়্যা স্নানঘরে কিছু জল তুল্যা বড়ো জালাট্যারে পুর্য়া কর্য্যে রাখ। এতো রাতে ঘাটে নেম্যে কাজ নাই। (সূয়ার প্রস্থান) আর লহনা, তুমি বাছা

যায়্যা কর্পূরকাঠের সেই বড়ো পেটিকাট্যা হ'তে এক জোড় ধুতি ও উড়ুনি বের করো রাখো।

লহনা ॥ যাই গো মা।

[যেতে গিয়ে লহনা ফিরে বলে—]

লহনা ॥ তারেপর পাকশালে এসো, ঝোলঝাল পাথুরি চচ্চড়ি, যতো পারা যাবে, সবি আজ পাক করা চাই। আমি যায়্যা আরো দুট্যা তিয়ড়িতে আগুন ধরাই।

[লহনার প্রস্থান। সনকা আগেই স্বামীর পায়ের কাছে ভূমিতে বসেছিল পানীয় সমেত রেকাবিটা হাতে নিয়ে। সে পরিচারিকার প্রস্থানের অপেক্ষা করছিল। এখন রেকাবিটা আরো-একটু তুলে ধরে। চাঁদ পানীয়টা হাতে নেয়। বলে—]

চাঁদ ॥ সত্য রে সনকা? আমি যে ফিরেছি তাতে তোর মনে খু-ব আনন্দ হয়েছে?

সনকা ॥ এ কী প্রশ্ন করো তুমি। পতি যদি নেউটিয়্যা আসে—

চাঁদ ॥ (বাধা দিয়ে) না, না, পতি বল্যে নয়,—ভর্তা বল্যে নয়,—চাঁদ,—চাঁদ ফির্যা এল বল্যে মনে তোর আহ্লাদ হয়েছে?

সনকা ॥ (একটু তাকিয়ে থেকে) আমারে কি সন্দ করো তুমি?

চাঁদ ॥ না-না, ছি-ছি। কী কর্যে বোঝাই! পুরাণের কথা মনে কর। চারজন পাণ্ডবের প্রতি দ্রৌপদী তো শুধু কর্তব্য কর্যেছে, কিন্তুক—অর্জুনের প্রতি তার অন্য এক অনুভব ছিল। সেই অনুভব? হয় কিরে তোর? চাঁদ ফির্যা এল বল্যে—এই হাতপাও নাকচোখমুখ নিয়্যা এই যে মানুষ—এইট্যা—এটা ফির্যে এল বল্যে তোর বুকে ধুক্‌ধুকি হঠাৎ কি একবার বন্ধ হয়্যা যাবে বল্যে মনে হয়্যেছিল? (ভিক্ষা করার মতো) সাচা কথা বল বৌ, এতোদিন পরে আমারে পরশ কর্যে তোর গায়ে মমত্ব জেগ্যেছে? বল?

সনকা ॥ আমি এট্টা প্রশ্ন করি? সঠিক উত্তর দিবে? তোমারে যে নেউটিয়্যা আসতেই হোল তুমি তাতে আনন্দিত? তুমি কি আনন্দ কর্যে ফির্যা এলে? বলো? এই ঘর—শুধু এই সনকার লেগ্যে তুমি কি অস্থির হয়্যা আজ ঘরে ফির্যা এলে? সাচা কথা বোলো।

চাঁদ ॥ (একটু নীরব থেকে) ঠিক। একথা তো ভাবি নাই। ঠিক। আনন্দ কর্যে তো আমি ফির্যা আসি নাই। তবে, ফির্যা এল্যে হয়তো আনন্দ পাব—এই আশা হয়্যেছিল। (সনিশ্বাসে) আমি যে হারুয়া সনকা। জয়ী হলে সে আরেক প্রকার ফির্যা আসা হোত। ভেঁপু নিয়্যা, ভেরী নিয়্যা, ঢাক নিয়্যা, সকলে তখন গাঙ্গুড়ের ঘাটে যায়্যা জমা হোত। বীর ফির্যা এল বল্যে নৌঘাটে জয়কার দিত,— (অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে) কিন্তুক, আমার যে সব ডুব্যে গেল—সব।

সনকা ॥ এতোখানি জ্বালা নিয়্যা নেউটিয়্যা এস্যা, সদাগর, তুমি চাও আমি যেন কলাবতী বৌয়ের মতন আনন্দিত হই? সেইমতো নিষ্কণ্টক, সরল সহজ?—তুমি তো আমার তরে ফির নাই সদাগর, আমি কিসে আনন্দিত হব?

চাঁদ ॥ (আহত বিস্ময়ে) পুরুষ কি তবে শুধু জয়ী হয়্যা তার নারীর নিকটে যাবে? আর, জীবনে পরাস্ত হয়্যা? আহত বিক্ষত এক মুমূর্ষু পশুর মতো যদি কোনো হতভাগা গুহার সন্ধানে আসে,—যদি এতটুকু শান্তি চায়, সেবা চায়,—জ্বলন্ত ক্ষতের পরে এতটুকু শুশ্রূষা কামনা করে,—সেটা তার অপরাধ?

সনকা ॥ (ক্লান্ত স্বরে) আজিকে এসব কথা থাক সদাগর। (উঠে) দেখি, স্নানঘরে জল দেছে কি না।

[চাঁদ তার দিকে চেয়ে থাকে। সনকা অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে বলে—]

সনকা ॥ পানীয়টা খেয়্যে নেও—

[চাঁদ তবু তাকিয়েই থাকে, সনকা একবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে বলে—]

সনকা ॥ পানীয়টা খেয়্যে নেও, সদাগর—

[ন্যাড়া ডাকতে-ডাকতে লখিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে আসে]

ন্যাড়া ॥ সদাগর, সদাগর,—এই দেখ। সদাগর বংশের নতুন পর্যায়!—কও, সব দুঃখ, সব কষ্ট, হতাশা নিরাশা সব দূর হয়্যা গেল কিনা কও? (ন্যাড়া হাসে, না কি কাঁদে বোঝা যায় না। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চোখ মোছে। লখিন্দর হাঁটু গেড়ে ব'সে একদৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। চাঁদও তেমনি একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে চাঁদ বলে—)

চাঁদ ॥ নাম কী রে তোর?

ন্যাড়া ॥ (উৎসাহে) লখিন্দর। বড়ো ভালো নাম, নয় সদাগর? এই নামে আমাদের কত আশা, কত যে ভরসা,—হবে-হবে, সদাগর, পুনরায় সব হবে। আলো ঝলোমলো হয়্যা এই বাড়ি পুনরায় নগরীর কেন্দ্র হবে। দেখো তুমি।

সনকা ॥ (বাধা দিয়ে) ন্যাড়া, তুমি আর-কোনো কাজে যাও। এরা কথা ক'ক।

ন্যাড়া ॥ ঠিক, ঠিক। খালি এই দুইজনা। আমি বড়ো বোকা। আমি বার-দোরে আছি, প্রয়োজনে ডাক দিও সদাগর।

[ন্যাড়ার প্রস্থান। সনকার ভীষণ ইচ্ছা থেকে যাওয়ার, কিন্তু চ'লে যায়]

চাঁদ ॥ কী দেখিস?

লখি ॥ ছোট থিক্যা অনেক শুন্যেছি তুমি নাকি মহাবীর।

চাঁদ ॥ কেন, তোদের এ নগরীতে আর কোনো বীর নাই?

লখি ॥ অনেক। কিন্তুক তারা তো সবাই সম্পদে প্রাচুর্যে সব সফল মানুষ। (হঠাৎ থেমে যেন ছুরির মতো হেসে) বীর বল্যে তারা ধনীমানী হয়্যা গেছে, নাকি ধনীমানী হল্যেই সমাজে বীর বল্যে আখ্যা পাওয়া যায়—জানিনে তো। শুধু এইটুকু জানি, এমত দরিদ্র বীর তারা কেউ নয়।

চাঁদ ॥ আমি যে হারুয়া, বাপ। তোর পিতা—, চাঁদ সদাগর, হেরো গেছে।

লখি ॥ (একাগ্রভাবে) কেন?—কেন হেরো গেল?

চাঁদ ॥ এ-ই। সেইটা তো আমারো জিজ্ঞাসা,—চাঁদ কেন হেরো গেল? হয়তো নির্বোধ বল্যে। শুধু সত্যের সপক্ষ হয়্যা দাঁড়ালেই জয় তো আসে না। ক্ষমতাও থাকা চাই। তাই হয়তো-বা আরো বড়ো, আরো-কোনো অমিত-বিক্রমী বীর এস্যা শিবায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করো দিয়্যা যাবে।—শুধু চাঁদ হেরো গেল।—আর অপরান্তে দেখ, এই ভার কাঁধে নিয়্যা সাধারণ গৃহস্থের সহজ যে সাংসারিক সুখ তা-ও সে পেল না।—কী করা উচিত ছিল চাঁদ বণিকের? বীর হ'তে যাওয়া, কিংবা সামান্য গৃহস্থ হয়্যা নিজের এ বান্ধা গৃহটারে আরো মিষ্ট করো গড়্যো তোলা? কী? সে কোন শ্রীকৃষ্ণ সারথি আমার স্বধর্মট্যারে আমারে বুঝ্যায়ে দিবে?—তাই বুঝি পরধর্ম অনুব্রজি, চাঁদ—হেরো গেল।

[একটু স্তব্ধতা। পিছনে ছায়ার মধ্যে সনকা প্রবেশ করে]

লখি ॥ (কি রকম একটা স্বরে) এতো পরে আজ তুমি নেউটিয়্যা এলে কেন? ধর্ম পরিবর্ত্য করো—সামান্য গৃহস্থ হ'তে?

[ছেলের ভঙ্গীতে চাঁদ যেন কিছু অনুভব করে। তার দিকে চেয়ে শুধু মাথা নেড়ে সায় দেয়]

লখি ॥ এতোই সহজ ভাবো তুমি? (ক্লান্ত হেসে উঠে বসে) ছিলে বীর, হয়্যা গেলে সামান্য গৃহস্থ? (হাসে)

সনকা ॥ (পিছন হ'তে শঙ্কিত স্বরে) লখিন্দর—

চাঁদ ॥ (একাগ্রভাবে) কেন? হেরো গিছি বল্যে? জয়ের মুকুট পরো ফিরো আসি নাই বল্যে?

লখি ॥ (মাথা নেড়ে) সেই কথা নয়, সেই কথা নয়। (আঙুল নির্দেশ ক'রে)—তুমি কী? কে তুমি? মানুষের নিজের তো এট্টা কোনো পরিচয় থাকা চাই। নাকি, আমরা কেবল মুকুরের সুমুখে দাঁড়্যায়ে নানাবিধ ভূমিকার অভিনয় করো-করো যাব? শুধুই মুখোশ? মানুষের মুখ নাই কোনো?—কী করো বোঝাই আমি?—এইসব সামাজিক পরিচয় পার হয়্যা অপরিবর্তিত কোনো সত্তা নাই মানুষের? মানুষ কি শুধু কতগুল্যা প্রতিক্রিয়া? শুধু প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি? মানুষ?

সনকা ॥ (এগিয়ে এসে ছেলেকে সরিয়ে দিতে-দিতে শঙ্কিতকণ্ঠে ভর্ৎসনার সুরে বলে) লখিন্দর, এখন এসব কথা থাক। চুপ কর।

লখি ॥ (অপ্রকৃতিস্থের মতো) না, না, মাগো,—এইসব বোঝোনাক তুমি। (হঠাৎ অস্বাভাবিক একাগ্রতায়) আমি তো আমার এই সত্তাটারে ভালো কর্যে চিনি না এখনো? বল্যেছি তোমারে। তাইতো সন্ধান করি আমার এ রক্তের অন্তরে কোন ইতিহাস জেগ্যে বস্যে থেকে আমারে চালনা করে।—অথচ আশ্চর্য দেখো, আমার যে পিতা, জন্মদাতা—, আমার উৎসের কথা নিহিত যে ইতিহাসে,—সে-ও তো জানে না নিজের কী পরিচয়। সে-ও শুধু অভিনয় কর্যে-কর্যে যায়। বাঃ-বাঃ।

সনকা ॥ লখিন্দর, ব্যগ্রতা করি তোরে, চুপ কর।

লখিন্দর ॥ বুঝে দেখো। ঘটনাটা বুঝে দেখো তুমি। আমাদের ইতিহাসও তার আত্মস্থ রূপের কোনো সন্ধান পায় নাই! শুধু মুখোশের পরে মুখোশ বদল্যে গেছে. তাই আমাদেরো আজ কোনো পরিচিতি নাই।

সনকা ॥ এখনি এখান হ'তে চল্যে যা অন্দরে।—মানুষটা এখনতরি এতোটুকু বিশ্রাম পায় নাই। যা, চল্যে যা এখনি।

[লখিন্দরের কাছে হঠাৎ যেন একটা নতুন তথ্য প্রতিভাত হয়]

লখি ॥ ও—, তাই বটে। যতোদিন শুধু পতি, ততোদিন শুধু অনুগত পত্নীর মুখোশ। তারেপর পতি গেল, মাতার মুখোশ এল,—সেইমতো আদরের অভিনয়। চমৎকার, চমৎকার নাটুকিয়া খেলা—(চ'লে যেতে যায়)

সনকা ॥ লখিন্দর, মাথা খাস, রাগ কর্যে যাসনে কোথাও—

লখি ॥ (হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ খুব ক্লান্তভাবে) দয়া কর্যে তোমরা দু'জনে এট্টা কথা কয়্যা দিবে? কেন যে তোমরা সন্তানের জন্ম দেও? এই হেন কুৎসিত জগতে কেন আমাদেরে আনো? কোন প্রতিশোধ নিতে চাও—আমাদের পরে? এট্টু ভেবে কয়্যা দিও একদিন।

[প্রস্থান]

[সনকা স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ায়। একটু যেন অপরাধীর মতো বলে—]

সনকা ॥ সদাগর, চলো স্নান কর্যে নিবে।

[সদাগর স্বপ্নোত্থিতের মতো চারিদিকে চেয়ে উঠতে যায়, কিন্তু কম্পিত হাত থেকে তার হেতালের লাঠি প'ড়ে যায়, চাঁদ অবলম্বনহীনের মতো পুনরায় ব'সে প'ড়ে হঠাৎ অস্ফুটে 'হায় হায়' ব'লে উঠে দুই হাতে মুখ ঢাকে। মঞ্চে আলো নিভে যায়। জুড়িরা গান শুরু করে—]

ঘরের সন্ধানী তুমি ঘর পেলে না।
তীরের সন্ধানী তুমি তীর পেলে না ॥
জন্মিয়া যে ঘর পাও হৃদয়ে ভরে না তাও
নিজে যারে বান্ধো তাও ঘর হোল না ॥
ঘরের সন্ধানী তুমি ঘর পেলে না...। ইত্যাদি।
আপনার বান্ধা ঘরে আপনি বন্ধনে পড়ো
(মানুষ) পরবাসী হয়্যা বাঁচে, ঘর মেলে না ॥
ঘরের সন্ধানী তুমি ঘর পেলে না...। ইত্যাদি।

[বেণীনন্দন ও বল্লভাচার্যের প্রবেশ]

বেণী ॥ সমাজেও কদাপি সে ঠাঁই পাবেনাক। হ'তে পারে উদ্দেশ্য মহৎ,—হ'তে পারে লক্ষ্য ছিল সমাজের কল্যাণসাধনা,—কিন্তুক, সমাজ তো ফল চায়। কে কোথায় কোন সদুদ্দেশ্যে প্রাণপাত করেছে কখন তার কোনো মূল্য নাই গুরুদেব। সফলতা চাই। অর্থাৎ সমাজেরে ফল এন্যা দেও—দৃষ্টিগ্রাহ্য স্পর্শগ্রাহ্য ফল,—সমাজ নাচন্তি।

[বল্লভাচার্যকে দেখতে অনেক বেশী বৃদ্ধ লাগে আগের তুলনায়। হাতে লাঠি, সোনার দাঁত, পোষাকে বিলাসিতা, চুলে কলপ]

বল্লভ ॥ না-না, এ বড়ো নির্দয় কথা। জীবনে বিশ্বাস চাই। সে বিশ্বাস যদি ভ্রান্তও হয়—এই দেখ, আমি মনে-মনে স্থির করে্য নিছি, দুঃখবাদী হব না কখনো, উপরে বিধাতা আছে, আর নীচে পৃথিবীতে সব ভালোই চল্যেছে, বাস্। তাই দেখো, আগুকার চায়্যা আমারে এখন ঢের বেশী যুবকের মতো ধারণা হয় না? আঁ? (প্রত্যয়ের হাসি হেসে) এই, বিশ্বাস।

[বেণীনন্দন একটুখানি তার জরাজীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে]

বেণী ॥ ভালো। চাঁদেরে ডাক্যান। ডেক্যে তারে সব কথা কয়্যা বলি ঠিক করে্য নেন। (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে ডাকে) ওহে নরহরি! শুন।

[নরহরির প্রবেশ]

বেণী ॥ গিয়্যা চাঁদেরে ডাকেয়্যা আনো—আর শুন,—(অর্থপূর্ণভাবে বলে) নিকটেই থেকো। আর—(একটু চুপ ক'রে থেকে কী যেন সব ভেবে নিয়ে) হাঁ, যেইমতো ঠিক করা আছে, সেইমতো আচার্য্যেরে সহায়তা দিও। (চ'লে যাবার পথে থেমে বলে—) গুরুদেব, জীবনটা অত্যন্ত জটিল। শুধু বিশ্বাসের লগি নিয়্যা এ সমুদ্র পার হওয়া বড়োই দুষ্কর। চাঁদেরে বুঝান যে, পাড়ি দিতে চাও, দেও ; কিন্তুক্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করো, দেশে অর্থ আনো, সম্মানের জয়ধ্বনি আনো,—যত পাপ করে্য থাকো কিনা চম্পকনগরী তখনি তা মাপ করে্য দিয়া বীর বল্যে ইতিহাসে নাম লিখ্যে যাবে।—এ সংসারে গুরুদেব, মানুষ বিচার হয় গাছের মতন, ফল দেখ্যা। কিংবা

বলি, গাভীর মতন,—কতোখানি দুগ্ধ দিতে পারে তাই মেপ্যা। (হেসে বেরিয়ে যাবার পথে পুনরায় ব'লে যায়) কথা কয়্যা নেন, কথা কয়্যা নেন।

বল্লভ ॥ (মাথা নাড়তে থাকেন) না-না, এই কথা ঠিক কথা নয়।—কী বলো হে নরহরি, জীবনে তো কোনো এট্টা বিশ্বাসেরে আঁকড়েয়্যা থাকা চাই? এমনকি আঙ্গনের লাউ গাছট্যারে যদি ভগবান মনে করো বিশ্বাস বেস্যে যেতে পারো, তাইলেও মুক্তি পাবে। ঠিক কিনা? আঁ?

নরহরি ॥ (সবিশ্বাসে) নিচ্চয়, গুরুদেব।

বল্লভ ॥ (অন্তরঙ্গভাবে) এ-ই। শান্তি যদি পেতে চাও চিন্তা তর্ক নয়। বিশ্বাস। আমি যদি আমার পত্নীরে বিশ্বাস না যাই, যদি ধরো, অহরহ অবিশ্বাসে ভাবি—এই বুঝি অসতী হয়্যাছে,—তাইলে কি ঘরে শান্তি পাওয়া যায়? কও তুমি।

নরহরি ॥ (হঠাৎ এই কথায় যেন কীরকম ক'রে আচার্যের দিকে চায়, তারপর সচেতন হ'য়ে সজোরে বলে—) নিচ্চয়, নিচ্চয়, গুরুদেব।—আমি তবে চাঁদেরে আহ্বান করি? (ব'লেই মঞ্চের অপর পার্শ্বে গিয়ে ডাকে) চাঁদ বণিক কি ঘরে আছো নাকি? অরে ন্যাড়া, তোর প্রভু চাঁদ বণিকেরে একবার ডেক্যা দে দিকিন। বল মহাধিকরণ থিক্যা নরহরি এস্যা—এই তো বণিক। এসো, এসো।

[চাঁদের প্রবেশ]

নরহরি ॥ কি, কুশলে আছো তো সদাগর? (চাঁদ ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে থাকে) আমারে স্মরণ নাই? আমি নরহরি। আমি, শিবদাস, ভবদেব,—আমরা সকলে তোমার নিকটতম ভক্তদের মধ্যে ছিনু যে তখন। মনে নাই? (তবু চাঁদ চেয়ে থাকে দেখে) অবশ্য পাড়ি দিতে যেতে পারি নাই। পত্নী ছিল, পুত্রকন্যা ছিল,— (একটু যেন রুষ্ট হয়ে) তাদেরো দায়িত্ব ছিল আমার উপরে।

[বল্লভাচার্য ইতিপূর্বেই সোপানের ওপর ব'সে পড়েছিলেন, ডাকেন—]

বল্লভ ॥ চন্দ্রধর, শুন-শুন, এই ঠাঁয়ে শুন—

[তাঁকে দেখে চাঁদ দ্রুত এগিয়ে এসে সসম্মানে তাঁকে প্রণাম করে। বল্লভাচার্য দুহাতে চাঁদের মাথাটা ধ'রে চুম্বন করেন, তারপরে চাঁদের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থাকেন। সেই আগের বল্লভাচার্য যেন জেগে ওঠেন]

বল্লভ ॥ (বিচলিত কণ্ঠে) এ কী রূপ হয়্যাছে তোমার, চন্দ্রধর। সে ঔজ্জ্বল্য কোথা গেল?

চাঁদ ॥ (বিষণ্ণ হেসে) প্রভু, নিজে এত পথশ্রম স্বীকার না করো আমারে আহ্বান বার্তা পাঠালেই হোত।

বল্লভ ॥ (আবার যেন বিচলিত কণ্ঠে গুরু বল্লভাচার্য লুপ্ত হ'য়ে আধুনিক বল্লভাচার্য জেগে ওঠেন) আঁ?—না-না, কষ্ট কিসে? এইটুকু পরিশ্রমে—আজকাল আমি,

জানো, সম্পূর্ণ সক্ষম।—কী? দেখো, মুখপানে ভালো মতে চায়্যা দেখো। অনেক তরুণ বল্যে মনে হয়নাক? আঁ? (আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে গোপন সংবাদ দেওয়ার মতো ক'রে) আয়ুর্বেদ, আয়ুর্বেদ!

চাঁদ ॥ (যেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে শঙ্কিত হ'য়ে) প্রভু, মহামাণ্ডলিক এস্যা এইঠাঁয়ে বস্যে থাকা শোভন হয় না। চলেন, অন্দরে যাই।

বল্লভ ॥ (চাঁদের কথাটা শুনে সমস্ত যৌবন যেন অন্তর্হিত হ'য়ে যায়) আমি আর মহামাণ্ডলিক নই চন্দ্রধর। শ্রীবেণীনন্দন হোল আমাদের এখনের মহামাণ্ডলিক। (বিস্মিত চাঁদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে সায় দেন) মন্ত্রীমহাশয় মোর প্রতি সে সময়ে বড়ো অসন্তুষ্ট হন। তোমার সে অভিযান রোধ কর্য্যে দিতে পারি নাই। আরো অভিযোগ ছিল। তাই বার্ধক্যে অথর্ব বল্যে আমারে সে পদ হতে অপসারণের আজ্ঞা হয়্যা যায়। যাই হোক, তখন এ বেণীনন্দনই—(যেন নরহরির উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে) কৃপাপরবশ হয়্যা—সহকারী কর্য্যে নেয় মোরে। সম্মানে কিছুটা কম। তা হোক নিয়মিত কাজ কিছু নাই। শুধু মাঝে মধ্যে এটা-সেটা করা। ভালোই হয়্যেছে। আঁ? (খুশী হ'য়ে) দায়িত্বের পদে থাকা বিস্তর আখুটি, নয় তাই? এতে তবু জীবনের অন্যদিকে দৃষ্টি দেয়্যা যায়। জীবনটা উপভোগ করা যায়। কী কও, নয় তাই? ঠিক কথা কই নাই? আঁ? (ইঙ্গিতপূর্ণভাবে হাসেন। চাঁদ নির্নিমেষে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে আচার্যের হাসি বন্ধ হ'য়ে যায়। আবার ভিতরকার সেই লোলচর্ম বৃদ্ধকে দেখা যায়। ধীরে-ধীরে চাঁদের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সামনের অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে আপন মনে মন্ত্র জপার মতো ক'রে বলেন—) আশা রেখো, মনে আশা রেখো, চন্দ্রধর, আশালুপ্ত হয়্যা গেলে সর্বনাশ হয়। আশা রেখো, আশা রেখো। (বোধহয় মন্ত্রোচ্চারণের ফলেই আবার মনে পরিবর্তন আসে, বলেন—) এইবেরে তুমি বেণীনন্দনের সাথে যোগ দেও চন্দ্রধর।

[চাঁদ চকিত হয়ে তাকায়]

বল্লভ ॥ হাঁ। তারি সাথে যোগ দেও। সে তোমারে পুনর্বার পাড়ি দেওনের লেগ্যে সকল সাহায্য দিবে।

চাঁদ ॥ বেণী? সে দিবে সাহায্য? পাড়ি দিতে?

বল্লভ ॥ দিবে, দিবে। ঘটনাটা খুল্যে মেল্যে তোমারে বুঝাই তবে। (হঠাৎ নরহরির দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো) কী বলো হে নরহরি, কয়্যা দেই? ওই বিরুদ্ধপক্ষের কথা?

নরহরি ॥ হাঁ-হাঁ প্রভু। যথা ইচ্ছা কয়্যা দেন। আমিও বরঞ্চ ততোখন এট্টু অন্তরালে যাই। শুধু মহামাণ্ডলিক যেন আমার এ না-থাকা সম্পর্কে কিছু সম্বাদ না পায়।

[বল্লভ মাথা নেড়ে আশ্বাস দেন। নরহরি বেরিয়ে যায়]

বল্লভ ॥ (ঘনিষ্ঠ হ'য়ে) রাজপাদোপজীবীর মধ্যে ক্ষমতার লোভে, তুমি তো নিচ্চয় জানো, সর্বদাই নানাবিধ গোষ্ঠী থাকে। সর্বদাই নানাবিধ স্বার্থের সংঘাত চলে। তা কিছুকাল হ'তে বেণীনন্দনের বিপক্ষে ক্রমশ, বেশ কিছু লোক একত্র হয়েছে। তারা চায় বেণীরে হঠ্যায়ে তারা যেন রাজতক্তে অধিকার পায়। তাই, এ সময়ে তুমি যদি ওই বিপক্ষদলের সাথে মিলিত না-হও তাইলে সে অর্থ দিবে, জন দিবে, সমুদ্দুরে পাড়ি দিতে যা-কিছুর প্রয়োজন, সব দিবে।

[চাঁদ চেয়ে থাকে]

বল্লভ ॥ দিবে। বাক্যদান করেছে সে। আমারে যদি না প্রত্যয় করো..., নরহরিরে ডাকাই। সে-ও তা শুন্যেছে। (নরহরিকে ডাকতে যান)

চাঁদ ॥ না-না, গুরুদেব, আপনারে অপ্রত্যয় নয়। কিন্তুক,—(উঠে পড়ে। বোঝা যায় অত্যন্ত অস্থির হয়েছে। ব'সে প'ড়ে প্রশ্ন করে) কিন্তুক, কেন দিবে? আর দেয় যদি, আগুতে সে এতো বাধা দিয়েছিল কেন?

বল্লভ ॥ ও সকল, দেখো, ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝি। তোমারও তো তার প্রতি যেন শুরু থিক্যা কীরকম এট্টা বিরূপতা ছিল। আঁ? সেইমতো বেণীও হয়তো কার কাছে কোন কথা শুন্যে—ওই সব তুচ্ছ কথা ভুল্যে যাও চন্দ্রধর। তাছ্যাড়া এখন, আমরা তো অনেকেই আছি ওই মহাধিকরণে। আমরা তো অভ্যন্তরে থিক্যা ক্রমে-ক্রমে এইসব বদল করিয়ে নিছি। ওই নরহরি বাবাজীও আমাদের মধ্যে একজন। নাইলে কি মনে করো তুমি বেণীনন্দনের এই এতোখানি পরিবর্ত হোত? আমাদের কথা শুন্যে—আর চতুর্দিকে হাওয়ারও অবস্থা দেখ্যা—বেণীও বুঝ্যেছে, যে মানুষের অভিযানে বাধা দিতে নাই। বরঞ্চ, সহায়তা করাটাই গদিরক্ষণের পক্ষে উচিত কর্তব্য। বুঝ্যেছ না? পৃথিবী তো ক্রমশই ভালো হ'তে ভালোতর হয়েই চল্যেছে, আঁ? অতীতের চায়া আধুনিক কাল অনেক উন্নততর, আঁ? কী কও? তাই তো সে অতীতের বেণীনন্দনের মনে আধুনিক কালে হৃদয়ের পরিবর্ত ঘট্যে গেছে। (একগাল হেসে) বুঝ্যেছ না, ঘটনাটা?

[চাঁদ উঠে মঞ্চের এককোণে চ'লে যায়। বল্লভাচার্যের হাসি থেমে যায়, তিনি চাঁদকে দেখেন]

বল্লভ ॥ কী হোল? চন্দ্রধর?

চাঁদ ॥ অদ্ভুত, অদ্ভুত পৃথিবী।

বল্লভ ॥ (উৎকণ্ঠিতভাবে) কিন্তুক সত্য। বেণী কথা দেছে।

চাঁদ ॥ (আপনমনে) পুনরায় সমুদ্দুর? আবার আমার এই সঙ্কীর্ণ আকাশ দিগন্ত-বিস্তৃত হবে?

বল্লভ ॥ হবে, হবে। নতুন ময়ূরপঙ্খী বানায়্যে সে তোমারে ধরিয়্যা দিবে। সব হবে চন্দ্রধর, পুনরায় সব হবে।

[প্রচণ্ড আতঙ্ক অকস্মাৎ ভুল প্রমাণ হ'লে মানুষ যেমন ক'রে হাসে চাঁদ তেমনিভাবে আপনমনে অস্ফুটে হাসে। উপরদিকে মুখ তুলে চোখ বুজিয়ে অস্ফুটে বলে]

চাঁদ ॥ শিব—। শিবাই আমার। (চোখ খুলে নিজের দুটো হাতের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে—) এখন যে প্রৌঢ় হয়্যা গিছি রে মহেশ।—গুরুদেব, তবু আমার যে ইষ্টদেব সে তো মোরে ভুলে যায় নাই। আবার ডেক্যেছে মোরে।—আছে, আছে, কোথাও নিচ্চয় এট্টা মানে আছে কিছু। জীবনের মূলে? কেন্দ্রে? এট্টা কিছু নীতির নিয়ম নিচ্চয় রয়্যেছে। নাইলে তো জীবনটা আকস্মিক। পাপপুণ্য বল্যে কিছু থাকে না তাইলে!

বল্লভ ॥ (কথাটা এড়িয়ে যেতে চান) ঠিক, ঠিক, তবে পাপপুণ্য বড়ো কঠিন বিচার। শুধু নিজের জীবনটারে ফুলে-ফলে পূর্ণ কর্যে তোলো চন্দ্রধর, উপরে বিধাতা আছে, সব ঠিক হয়্যা যাবে। তুমি বেণীনন্দনের হয়্যা এট্টা কাজ কর্যা দেও। তাইলে আবার তুমি স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে। (চাঁদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়) বলি শুন, সে এখনি নানাস্থানে,—আসরে, মণ্ডপে,—তোমারে আদর কর্যে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করাবে। নিজেরে গোপন রেখ্যে অন্য লোক দিয়া এইসব ব্যবস্থা করাবে। সেই সব জনসমাবেশে তুমি শুধু আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্যে এইটুকু কবে, যে বেণীনন্দনের সাথে তোমার আদপে কোনো বিরুদ্ধতা নাই। বরঞ্চ মিতালি আছে। কবে যে, তোমার আগামী এই নব-অভিযানে মহামাণ্ডলিক সবকিছু সহায়তা দিবে বল্যে প্রতিশ্রুত হয়্যা আছে। ব্যস্, আর কিছু নয়।

চাঁদ ॥ (আবার সন্দিগ্ধ হয়ে) তাতে বেণীনন্দনের কোন্ লাভ হবে?

বল্লভ ॥ হবে। হবে। বহুদিন হ'তে তোমার তো সুনাম রয়্যেছে এট্টা, তারেপর পুনরপি যদি তুমি নানাস্থানে এতোমতো অভ্যর্থনা পাও, তাইলে তো তোমার কথার এট্টা অসামান্য মূল্য হবে লোকের নিকটে? সেই তুমি যদি সর্বত্র ঘোষণা করো, যে, মহামাণ্ডলিক হোল উদার মহৎ লোক, তাইলে সে নিচ্চয় মহৎ লোক। তাতে পঞ্চায়েতে-পঞ্চায়েতে তার বলবৃদ্ধি হবে,—মন্ত্রীমশায়ের কর্ণে সেই কথা যাবে—, সে অনেক রাজনীতি চন্দ্রধর, তুমি তার হদিশ পাবে না। (এই কথা ব'লে বল্লভাচার্য খুব হাসেন। এইবার চাঁদের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। তার ভাবান্তর বুঝে বল্লভাচার্য হঠাৎ ব্যাকুলভাবে বলেন) এইটুকু করো চন্দ্রধর। আমি গুরু, আমার এ অনুরোধ। তুমি এইটুকু করো। (চাঁদ তবু চুপ ক'রে থাকে দেখে অসহিষ্ণুভাবে) এই ভিন্ন তোমার যে আর কোনো পন্থা নাই। তোমার যা ভূসম্পত্তি ছিল সকলি তো তোমার অবর্তমানে বিক্রয় হয়েছে। যাও আছে তাও পরিহৃত-সর্বপীড়া নয়। পাড়ি দেওয়া দূরে থাক কিছুদিন পর সংসার চাল্যাবে কিসে? কেউ তো তোমারে কোনো সাহায্য দিবে না। কেউ আছে? (চাঁদ দাঁড়িয়ে ওঠে। বল্লভাচার্য অসহায়ের মতো তাকিয়ে বলেন) কথা শুন চাঁদ, তুমি যদি সম্মত না হও তাইলে আমারে বড়ো তিরস্কৃত হ'তে হবে বেণীর

নিকটে। (লাঠি ধ'রে বৃদ্ধ যেন অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ান। চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষুকের মতো বলেন) চাঁদ, আমি তোর পিতার মতন—

[সামনে দু'জন লোকের প্রবেশ। একজন তার কেবট্টের অনুচর]

অনুচর ॥ আরে আমি ভালো ক'রে জানি, অত্যন্ত মাতাল এই চাঁদ সদাগর। তদুপরি যৌনব্যাধি। যেই কবিরাজ চিকিৎসা করেছে, সে যে আমাদের খুব পরিচিত জন। তারি কাছে সমস্ত সংবাদ পাই।

অপর ব্যক্তি ॥ আচ্ছা এসব কি সত্য কথা? মিথ্যা নিন্দা রটনা তো নয়।

অনুচর ॥ আরে ভাই, যেটা রটে তার কিছুটা তো বটে। এতো নিন্দা রটেছে যখন কিছুটা তো সত্য তাথে নিশ্চয় রয়েছে।

অপর ॥ ঠিক। যেটা রটে তার কিছুটা তো বটে।

অনুচর ॥ এ-ই। যেটা রটে তার কিছুটা তো বটে।

[উভয়ের প্রস্থান]

বল্লভ ॥ ওই শুন। শুন্যেছ কি?

চাঁদ ॥ কিন্তুক কেন?

বল্লভ ॥ আক্রোশ।

চাঁদ ॥ কিসের আক্রোশ? এরা কেন আক্রোশক হবে? গুরুদেব, যা কিছু করেছি আমি সমস্ত তো ইয়াদের তরে? ঘর গেল, জীবনের সর্বোত্তম কাল—আমার সে যৌবনের দিনগুল্যা—আমি মুঠা-মুঠা করে অর্পণ করেছি? শুধু এদের জীবন আরো সুস্থ হবে বল্যে? তবে কেন আজ আমার এ প্রৌঢ়কালে এরা এতো নিন্দা করে? কেন এতো নির্বিচারে রটনা বিশ্বাস করে?

বল্লভ ॥ (কাঁপতে-কাঁপতে ব'সে পড়েন। পুরানো বল্লভাচার্যের তিক্ত হতাশা তাঁর চোখে-মুখে নেমে আসে, বলেন) চন্দ্রধর, এই হোল জীবনের অন্ধকার। এই হোল সংসার-অরণ্য।

চাঁদ ॥ (ধীরে ধীরে ব'সে প'ড়ে নিজেকে প্রশ্ন করে) তাই যদি হয়, তাইলে আমার ঠাঁই কোথায় শিবাই? গুরুদেব, কার সাথে তবে আমার সংযোগ? কে আমি? কোথায় আমি?

বল্লভ ॥ কেউ নয়। তুমি আমি কেউ কিছু নয়। কোনো পরিচয় নাই মানুষের।— না-না, এইসব নাস্তিকের কথা। আশা রাখো, বল্লভ, মনে আশা রাখো। (ক্রুদ্ধ হ'য়ে) কেন তুমি পুনরায় এইসব কথা মোরে স্মরণ করাও? উপরে বিধাতা আছে, আর নীচে সব ভালো থিক্যা ভালোতর হ'য়েই চল্যেছে। তাই বলি চন্দ্রধর, নিজেরে বাঁচ্যাও। তুমি যদি এইকালে চুপ করে থাকো তাইলে সবায়ে মিলে তোমার যা মিথ্যা পরিচয় সেইটাই আরোপিত করে দিবে। তার চায়্যা বেণীনন্দনের

হয়্যা দুট্যা কথা কও। তাথে সভাতে সঙ্গতে অভ্যর্থনা পেলে পুনরায় সমাজের গড্ডলিকামনে তোমার সম্মান হবে। তখন তো পুনরায় পাড়ি দিয়্যা তোমার যা সত্য পরিচয় তারে তুমি প্রতিষ্ঠিত কর্য্যে যেতে পাবে। চাঁদ শুন, কথা শুন চাঁদ,—(চাঁদ উঠে দাঁড়ায়। নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতে কপালে আঘাত করতে-করতে স'রে যায়। বল্লভাচার্য তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি যেন বুকে একটা ব্যথা বোধ করেন। বুকে হাত দিয়ে বলেন) অকস্মাৎ যেন শ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হয়—যা ইচ্ছা তোমার তাই কোরো তুমি। কিছুতেই কিছু আর এস্যা যায়নাক। (ওঠবার জন্যে ধীরে-ধীরে লাঠিটা তুলে নেন)

চাঁদ ॥ (ফিরে) গুরুদেব, বেণীনন্দনেরে কয়্যা দেন, প্রস্তাবে সম্মত আমি।

বল্লভ ॥ (যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না এইভাবে ঘোলাটে চোখে) আঁ? ও।

চাঁদ ॥ (তাঁকে লক্ষ্য না-ক'রে আপন চিন্তার স্রোতে) হাঁ, সম্মত আমি। আমার কর্তব্য হোল সমুদ্দুরে পাড়ি দেওয়া। যাতে এই চম্পকনগরী একদিন লাভবান হয়। তাই তার তরে আজ যদি কোনো এট্টা চাঁদ বণিকের মাথা কিছুখানি হেঁট হয়, হোক। ব্যক্তিগত চাঁদ যে-কোনো পদ্ধতি নিক,—প্রয়োজন হ'লে চোরাপথে যেতে চায় যাক,—শুধু তার উদ্দেশ্যটা জয়লাভ করে যেন। তাই হোক। এর চায়্যা শুচিতা বাঁচানো—এই দেশে অসম্ভব। গুরুদেব, যাব আমি। কয়্যা দেন তারে।

বল্লভ ॥ (ধীরে-ধীরে যেন তাঁর বোধ ফিরে আসে) ও,—ওহো হো,—প্রস্তাব এন্যেছি আমি,—হাঁ-হাঁ, ঠিক,—(চকিত হয়ে) ও, তুমি তাতে সম্মত হয়্যেছ? জয় ভগবান! বল্যেছি না, উপরে বিধাতা আছে—। যাই আমি। কথাগুল্যা বেণীনন্দনেরে এখনই বলা প্রয়োজন। সে ধারণা করে আমি বুঝি একেবারে অকর্মণ্য অপদার্থ। এবার প্রমাণ পাবে।—তোমারে যে কোন আশীর্বাদ করি চন্দ্রধর, আমি বুঝেই পাই না।

চাঁদ ॥ (শুষ্কভাবে) কোনো প্রয়োজন নাই দেব। (একটা ক্ষুব্ধ হতাশার শব্দ ক'রে ব'লে ওঠে) পৃথিবীটা অন্যমতো হয়্যা গেছে। পথ, ঘাট, মানুষের কথা কওয়া—। এ মানুষ সে মানুষ নয়। এ দেশ সে দেশ নয়!—এখানে তো গুরুশিষ্য নাই। তাই আশীর্বাদে আর কোনো প্রয়োজনও নাই। যান প্রভু, ত্বরা কর্য্যে বেণীরে সম্বাদ দেন। চাঁদ জানে কী কর্য্যে সে শিকারীর ফাঁদ কেটে বের হয়্যা যাবে। যান কয়্যা দেন তারে।

বল্লভ ॥ (চাঁদের এই কঠিন কথাগুলো এতো দুর্বোধ্য লাগে যে অবোধের মতো বলেন) হাঁ, হাঁ, তাই যাই। তবে তোমারে কুশলপ্রশ্ন কিছু তো হোল না করা। একদিন ঘরে যেও, আলাপাদি করা যাবে। আঁ?

[প্রস্থানোদ্যত হন]

চাঁদ ॥ হয়তো যাব না। নাঃ।—শুধু গুরুমাকে একটু কবেন, চাঁদ তাঁরে প্রণাম পাঠায়।

বল্লভ ॥ (আবার চাঁদকে বুঝতে পারেন না। অথচ অভ্যাসের মতো বলেন) নিচ্চয়, নিচ্চয়, সে অত্যন্ত আনন্দিত—(হঠাৎ থেমে) কোন গুরুমার কথা কও তুমি? ও, তুমি বুঝি শোনো নাই কিছু। তোমার সে গুরুমা তো বহুদিন হোল মারা গেছে।

চাঁদ ॥ (বিস্ময়াহতভাবে) মারা গেছেন।

বল্লভ ॥ (নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দেন) রাত্রে! অন্ধকারে। (তারপর অথর্বের মতো ফিরে চ'লে যেতে গিয়ে থেমে বলেন)—জানো, ওই বেটা বেণীই তখন মোর নামে অভিযোগ কর্য্যে-কর্য্যে মন্ত্রীমশায়েরে বিরূপ কর্য্যেছে। আমি তাই মাথা হেঁট কর্য্যা ফির বেণীরই নিকটে যায়্যা কেঁদে-কেটে ভিক্ষা মেগ্যে নিছি—এই পদ। তথাপি সে মারা গেল। আমার এ ভিক্ষায় অর্জিত অন্ন একদিন কিংবা দু'দিন খেয়েছে।—ওঃ! কিছুদিন যেন একেবারে দিশেহারা বোধ হোত, চন্দ্রধর। কে আমি? কোথায় আমি? কেন বেঁচে আছি? কেন বাঁচে মানুষে আদপে? (টাল রাখতে না-পেরে হঠাৎ ব'সে প'ড়ে আর্তস্বরে ব'লে ওঠেন) কিছু নাই, চাঁদ, এ আঁধারে মানুষের কোনোকিছু পরিচয় নাই। অন্ধ। অজ্ঞ। নুড়ির মত!

চাঁদ ॥ (ত্রস্তে তাঁকে ধ'রে) গুরুদেব, শান্ত হোন।

বল্লভ ॥ (যেন চমক ভেঙে) আঁ? হাঁ। আশা রেখো চন্দ্রধর, আশা রেখো। ক্রমশই পৃথিবী তো ভালো থেকে ভালোতর হয়্যা—।—না না, তা তো নয়। কী যেন কইতেছিনু? ও, হাঁ-হাঁ।—পুনরায় বিবাহ কর্য্যেছি! (কেমন ক'রে যেন হাসেন) চতুর্দশ-বর্ষীয়া কন্যা। (চাঁদ তাকিয়ে থাকে। বল্লভ তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন) বলো দেখি চন্দ্রধর, আমি কি পুরানো সেই বল্লভ আচার্য? এর মাঝে মরি নাই, সুতরাং নিচ্চয় আমি সেই লোক। তুমি সেই চাঁদ। তাই নয়? সেই অশান্ত যুবক। হাঁ, হাঁ। সুতরাং আমরা সকলে যে যেখানে আছি সব সেইমতো আছি। (হাসতে গিয়ে থেমে যান) না, না, এইসব কথা নয়। আরো কী যেন এট্টা আসল কথা কইবার ছিল। (চ'লে যেতে গিয়ে) ও—হাঁ, তুমি যদি বেণীনন্দনের পক্ষে থাকো, তাইলে আজিকে তার গৃহে মনসার পূজা আছে, সেই পূজার আসরে একবার যেও। সে তোমারে বার্তন দিয়্যেছে। (চাঁদ বিস্ফারিত নেত্রে সোপানের ওপর ব'সে প'ড়ে তাকিয়ে থাকে)—যাবে তো নিচ্চয়? (চাঁদ চুপ ক'রে তেমনি তাকিয়ে থাকে) তুমি তো কয়্যেছ ব্যক্তিগত চাঁদ প্রয়োজনে নত হবে—নাইলে, বেণীরে তো জানো, হয়তো—, আমি বলি যেও। আমি যাই, বেণীর নিকটে যায়্যা তোমার সম্মতি তারে এখনি জানাই। নরহরি কোথা গেলে? নরহরি!

[নরহরি প্রবেশ করে]

এট্টু ধর্য্যে নিয়্যা চলো, বুকে যেন সেই ব্যথাটা আবার—। হাঁ, জানো, চন্দ্রধর সম্মত হয়্যেছে। মহামাণ্ডলিক খুব খুশীই হবেন। আঁ? তাই না?

নরহরি ॥ (চমকিত হ'য়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে) নিচ্চয়, নিচ্চয় প্রভু—

[বলতে-বলতে নরহরি বল্লভাচার্যকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে বের হ'য়ে যায়। চাঁদ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকায়। যেন প্রচণ্ড অন্ধকার। নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতে চাঁদ নিজের মাথাতেই আঘাত করতে থাকে। আর্ত আরক্ত দুটো চোখ তুলে চাঁদ উপরের দিকে তাকায়। কিন্তু কোথাও কেউ কিছু বলে না তাকে। চাঁদ উঠে দাঁড়ায়। পিছনের দিকে চ'লে যেতে গিয়ে হঠাৎ উপরদিকে তাকিয়ে অস্ফুটে চাপা স্বরে ব'লে ওঠে—]

চাঁদ ॥ শিব, শিব, শিবাই আমার—

[অন্তরাল থেকে নারীকণ্ঠে প্রার্থনার স্তব ভেসে আসে]

সনকা ॥ (নেপথ্য হ'তে)

অন্তরীক্ষে যতো আছে দেবতামণ্ডলী।
সকলের ঠাঁয়ে আমি ভিখ্ মেগ্যে বলি ॥

[চাঁদের উপরকার আলো ক্ষীণ হ'য়ে মুছে যায়। অপরদিকে একটা আলো পড়ে। সনকা প্রবেশ করে স্তব গাইতে-গাইতে। তার লাল পাড় শাড়ি গলবস্ত্র হ'য়ে পরা। হাতে গঙ্গাজলের ঘট]

সনকা ॥ (হাতের পল্লবে জল ছিটাতে-ছিটাতে প্রার্থনা করে)

এ গৃহে কল্যাণ হোক, পাপ দূর হোক।
সর্ববিধ অমঙ্গল দূরীভূত হোক ॥
স্বামীর মঙ্গল হোক, পুত্রের মঙ্গল।
লক্ষ্মীর প্রসাদে যাক সর্ব অমঙ্গল ॥

[সামনে এসে ঘট রেখে নতজানু হ'য়ে সনকা করজোড়ে স্তব গায়]

সনকা ॥ শান্তি হোক, শান্তি হোক, শান্তি হোক মনে।
শান্তি থাক গৃহস্থের গৃহের অঙ্গনে—

চাঁদ ॥ সনকা—

[সব আলো জ্ব'লে ওঠে। চাঁদ এসে সোপানের উপর ব'সে বলে—]

সনকা চল, আমরা কোথাও—কোথাও পলায়্যে যাই।

সনকা ॥ কোথায়?

চাঁদ ॥ কোথাও।—পৃথিবীটা এতো যে জটিল এ কথা তো আগুতে কখনো বুঝি নাই। যুবাকালে মনে হয়েছিল, সত্যপথে থাকা—জয়লাভ করা,—সবি যেন সহজ সরল অঙ্কের মতন—চলরে সনকা, এই দেশ ছেড়্যে চল্যে যাই! আর কোনো মহৎ কর্তব্য নয়। না, চাঁদের সে শক্তি নাই। তাই শুধু—এখনো তো বার্ধক্যের কিছু দেরি আছে,—চলরে সনকা, এই ক'টা সামান্য বৎসর—আর সব কিছু ভুল্যে যায়্যা—কোথাও অজ্ঞাতে—শুধু তুই আর আমি! যতো ভালোবাসা বাকি রয়্যা

গেছে তাই নিয়্যা ডুব্যা যাই দু'জন দু'জনে। কর্তব্যের মোহে যে যৌবন উপভোগ করা হয় নাই—যাবি, যাবিরে সনকা? (হাত বাড়িয়ে দেয়) আয় কাছে আয়।

সনকা ॥ (একটু যেন ত্রস্তের আভাসে ঘট নিয়ে উঠে দাঁড়ায়) ছুঁয়ো না আমারে। (কৈফিয়তের মতো বলে) আমি শুচিবস্ত্র পর্যে আছি সদাগর।

চাঁদ ॥ (একটু অপ্রতিভ হ'য়ে হাত নামিয়ে নেয়) ও।

সনকা ॥ (একটু দূরে ব'সে স্বামীর দিকে চায়) কও।

চাঁদ ॥ (অনুরোধের স্বরে) যাবিরে সনকা?

সনকা ॥ তুমি সুখী হবে?

চাঁদ ॥ হব-হব—তা ভিন্ন উপায় আর নাইরে সনকা! ভেবে দেখ, প্রৌঢ় হয়্যা গিছি। একেবারে জীবনের তটের কিনারে এস্যা খাড়ায়্যেছি যেন। এরপর? সোজা নেম্যে গেছে অতল গহ্বর, বার্ধক্যের। এখনো যেটুকু শক্তি এই প্রৌঢ় দেহে বাকি আছে—হাতে, পায়ে, চোখে,—সব ক্ষয়্যে-ক্ষয়্যে একেবারে লুপ্ত হয়্যা যাবে। এমনকি বুড়া হয়্যে চিন্তারও ক্ষমতা লুপ্ত হয়্যা যাবে। তখন এ নির্দয় জগতে চাঁদ কোন জোরে কী শক্তিতে শত্রুদের হাত হ'তে নিজেরে বাঁচাবে? তখন তো এই দেহ গলিত ও লোল চর্মে ন্যুব্জ হয়্যা যাবে। তখন তো এই চাঁদ দন্তহীন মুখে এক মূঢ় হাসি হেসে সফল শত্রুর পায়ে নিজেরে বিকায়ে শুধু ভিক্ষা মেগে খাবে! শুধু আপনার অসার্থক আকাঙ্ক্ষার প্রেতচ্ছায়া হয়্যা নিজের যৌবনট্যারে ব্যঙ্গ কর্যে যাবে। উঃ! যৌবন যে সমগ্র জীবন নয়, শুধু অংশমাত্র, এ কথা তো ভাবিনি যৌবনে।—ভয় হয়। সনকারে, ভয় হয়,—আয়ু যদি দীর্ঘ হয়? তাইলে তখন কোন পরিচয় হবে এই চাঁদ বণিকের? যদি উঞ্ছবৃত্তি করি?

সনকা ॥ (থামিয়ে) চুপ করো সদাগর।—সকলের জীবনে তো সব কিছু ঘটে না কখনো। তাই ভাগ্যের কৃপণ হাত যতোটুকু দেয়, ততোটাই দান। দাবী কার কাছে, কও? শুধু প্রার্থনা জানান চলে।

চাঁদ ॥ কী প্রচণ্ড অন্ধকার চোখে নিয়্যা তুই বাঁচিস সনকা?

সনকা ॥ (বিষণ্ণ ব্যঙ্গের হাসি হাসে। তারপর ঘট নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে) আগুকার দিন হ'লে হয়তো সে সনকা কইতো, যে তুমি তো আমার পানে কখনো তাকাও নাই। কখনো তো মোর কথা ভাবো নাই ভালোবেসে। আজ অবশ্য সে সনকা নাই।

[যাবার জন্য ফেরে]

চাঁদ ॥ তোরে আমি ভালোবাসি নাই? এই কথা কইলি সনকা? এ সমাজে—একাধিক বিবাহ যেখানে অতি সাধারণ—সেখানে কি চাঁদ একা তোর প্রতি অনুরক্ত থাকে নাই? এতোদিন ধর্যে এই কথা মনে তুই পুষ্যে পেল্যে এলি?

সনকা ॥ (ফিরে পূর্ণচোখে তাকিয়ে) আচ্ছা, সদাগর এট্টা প্রশ্ন করি? তোমার কী পরিচয় বল্যে তুমি মনে করো?

চাঁদ ॥ তুই বল, আমার কী পরিচয়।

সনকা ॥ (হেসে) এইট্যা তো কোনো উত্তর হোল না।

চাঁদ ॥ অন্তত অসৎ নই, এই মোর পরিচয়। শিব-ভক্ত আমি, সত্যপথে চল্যে জীবনে জ্ঞানের আলো প্রতিষ্ঠিতকরণের প্রয়াস পেয়েছি, এই মোর পরিচয়। সর্বস্ব খুইয়ে দিছি তবু চ্যাংমুড়ি কানীর নিকটে নত হই নাই, এই মোর পরিচয়।

সনকা ॥ তাইলে তোমার পরাজয় হোল কী কারণে?

চাঁদ ॥ (সমস্ত জোর যেন তার মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়) এই, এই। প্রতিদিন রাত্রে আমি শয্যা ছেড়্যে ঘুর‍্যাছি উদ্যানে। আকাশের তারাদের দিকে চায়্যা বার-বার এই কথা পুছ্যেছি তাদের। (সক্ষোভে) শিব জানে কেন সে আমারে এই পরাজয় দিল।

সনকা ॥ তুমি কি কখনো ভেবে পাও নাই কী কারণ?

চাঁদ ॥ (যেন সভয়ে) কী কারণ?

সনকা ॥ সদাগর, তুমি লোকের সম্মুখে নিজের যে পরিচয় প্রকাশিত করো, তুমি সেই লোক নও। না। তুমি শুধু শিবের আসন প্রতিষ্ঠার তরে এতোদিন যুদ্ধ করো নাই। ওটা হোল পরবর্তী কথা। আগুকার কথা হোল তুমি অহঙ্কারী। আপনার অহঙ্কার তোষণের তরে তুমি লড়াই কর‍্যেছ। শিব সেথা উপলক্ষ্য মাত্র। এ কথা কি ভেব্যেছ কখনো?

চাঁদ ॥ (নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে থাকে সনকার দিকে, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রায় আপন মনে বলে) এ কথার কী উত্তর দিব? এর কী উত্তর হবে? (উঠে মঞ্চের সামনের এককোণে চ'লে যায়) যাই-ই কই, সেইটা যে সত্য তার কী কর‍্যে প্রমাণ হবে? কেউ কি নিজেও জানে অন্তরের মাঝে কতগুল্যা ভাব একসাথে কাজ করে? (চোখ বন্ধ ক'রে নিজেকে প্রশ্ন করে) আমি অহঙ্কারী? আমি?

সনকা ॥ হাঁ সদাগর, তুমি। তাই তুমি আর কারো দিকে দৃক্‌পাত করো নাই। পত্নী বলো, পুত্র বলো, তোমার সংসার বলো,—সকলেরে সর্বদা তুমি তোমার গর্বের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া পাড়ি দিতে গেছ।—আজ এই জীবনের পড়ন্ত বেলায় তুমি এস্যা ভালোবাসা দাবী করো আমার নিকটে। হাসি পায় সদাগর। তুমি কি কখনো আমার মিনতি শুন্যে পাড়ি দেয়া স্থগিত রেখ্যেছ? না। তখন, কর্তব্যবোধের গর্বে নিজের কাঠিন্য তুমি দেখাতে চেয়্যেছ। আমি যে কামিনী, আমারো লাস্যের মধ্যে কোনো-যে মদিরা ছিল, প্রকৃতির হাতে দেয়া কোনো তূণ ছিল আমার কটাক্ষে, বুকে, কিংবা এই বাহুর বন্ধনে, যার মোহে দেবতাও পথভ্রষ্ট হ'তে পারে, এ গৌরব আমারে তো দেও নাই তুমি। তুমি শুধু উপভোগ কর‍্যে—আমার মিনতি

পাশ ছিঁড়্যে—চল্যে গেছ আপনার পৌরুষ দেখাতে। আমি তো তোমার ঘরণী গৃহিণী শুধু, সদাগর, ভালোবাসা কোথা পাব?

[চ'লে যাবার জন্য পুনরায় ফেরে]

চাঁদ ॥ না-না, এইটা অন্যায় নয়। পুরুষের পরে দায় আছে পাড়ি দেওনের।

সনকা ॥ (ফিরে) নারীরও উপরে দায় দেয়া আছে ইন্দ্রজাল রচনা করার।

চাঁদ ॥ সনকা, যাসনে, শোন। (কাছে গিয়ে সনকার মুখের দিকে তাকায়, তারপর নীচে সোপানের উপর ব'সে বলে) ছেড়্যা দে, ছেড়্যা দে সনকা, এই সব দায়দায়িত্বের কথা। আর কোনো দায় নাই। ভেব্যে দেখ, এখন—নিঃসঙ্গ নির্জন এই মালভূমে শুধু আমরা দু'জন। আজ এই জীবনের অপরাহ্ণ-আলো দীর্ঘতর কর্যে দেছে আমাদের ছায়া। তারি মাঝে দু'জনার কতো ভুল, কতোই অন্যায় হয়তো বা জমা হয়্যা গেছে। এইসব অবান্তর কথা ভুল্যে যা সনকা—

[বলতে-বলতে সে সনকার কাপড়টা ধরে। সনকা শাড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে তীব্রস্বরে বলে—]

সনকা ॥ ছুঁয়ো না আমারে, শুচিবস্ত্র পর্যা আছি আমি।

চাঁদ ॥ স্বামীর ছোঁয়ায় কোনো নারী কোনোদিন অশুচি হয় না—(বলতে-বলতে উঠে সনকাকে জড়িয়ে ধরে) সনকা শোন, কথা শোন, আজ আমি মুগ্ধ হ'তে চাই। আজ আমি তোর ইন্দ্রজালে নিজেরে উজাড় কর্যে ধরা দিতি চাই—সনকা, কথা শোন—

[সনকা প্রবলভাবে যুদ্ধ ক'রে নিজেকে স্বামীর বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নেয়। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে—]

সনকা ॥ অপবিত্র লম্পট পুরুষ। হাঁ, স্বামী যদি অপবিত্র হয় তাঁর ছোঁয়া অশুচির মতো।—অন্য নারী কাছে যাও নাই তুমি? মহাজ্ঞান কোথায় হারালে? শিব-দত্ত যে মন্ত্রের উচ্চারণমাত্র আমার ছয়টা পুত্র পুনর্বার প্রাণ ফির্যা পেত, তারে তুমি কামবশে নাগরীর হাতে দিয়্যা সর্বনাশ করো নাই? আমার সে রূপযৌবনের অপমান করো নাই?

চাঁদ ॥ (দুই হাতে মাথা ঢেকে ব'সে পড়ে। যেন আঘাত থেকে বাঁচতে চাইছে এইভাবে আর্তস্বরে ব'লে ওঠে) ভুল, মহাভুল কর্যেছিনু। কিন্তুক, তার আগু হ'তে তুই কি ব্যাভার কর্যেছিলি মোর সাথে সেটা মনে কর। (সনকার দিকে ফিরে) আমি তো লম্পট না। সেট্যা মোর পরিচয় নয়। একবার ভেবে দেখ তোর কি কোনোই দায় ছিল না ইয়াতে?

সনকা ॥ (ক্রোধে ব্যঙ্গে প্রায় উন্মাদিনীর মতো হ'য়ে) লম্পট, লম্পট তুমি। তোমার যে পরিচয় তুমি সমাজে দেখাতে চাও, সেটা তুমি নয়। আদর্শ-নিষ্ঠার ওই অন্তরালে যে-মানুষ আছে, সেটা ওই অহঙ্কারী কুচরিত্র চাঁদ সদাগর। সে নিজেরে

বড়ো বল্যে মনে করে আর অন্য সকলেরে তুচ্ছ জ্ঞান করে। কী তোমার পরিচয় সদাগর? বীর? শিবভক্ত? দুস্তর সাগর পাড়ি দিয়্যা জয় নিয়্যা আসনের নাবিকপ্রধান? হাঃ। হাসি পায়। মিথ্যাবাদী তুমি। কুচরিত্র, স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী— মিথ্যাবাদী—

[বলতে-বলতে ছুটে বেরিয়ে যায়। তখন শুধু চাঁদের উপর একটা আলো থাকে। একটু পরে সেই আলোতে করালীচরণ সন্তর্পণে প্রবেশ করে অপরদিক দিয়ে। এদিক-ওদিক দেখে চাঁদের কাছে এসে ডাকে—]

করালী ॥ সদাগর—।

[চাঁদ মুখ তুলে তাকায়]

করালী ॥ আমারে কি মনে আছে?—করালীচরণ? আমি, শিবদাস, ভবদেব,— তোমার নিকটতম ভক্তদের মধ্যে ছিনু?—পাড়ি দিতে যেতে পারি নাই বটে, কিন্তুক, এখানে তোমার কার্য করো গিছি সদাগর। নগরীর মধ্যে বেণীর বিপক্ষপক্ষ গঠন করেছি।—ওই বুড়্যা বল্লভেরে বেণী বুঝি ভেট্যেছিল তোমার নিকটে? জানি, বুড়্যা বেটা অতি শয়তান।—তুমি সদাগর নিচ্চয় বেণীর সাথে যোগ দিবেনাক?—সদাগর, আমরা ন্যায়ের পক্ষে, আমরা সত্যের পক্ষে, বেণীরে তাড়ায়্যে যাতে চম্পকনগরে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তারি তরে চেষ্টা করি আমরা সকলে। তুমি আমাদের সাথে যোগ দেও, নাবিকপ্রধান। দিবে?—তাইলে বণিক, আমরা তোমারে পুনর্বার পাড়ি দেওনের সমস্ত সাহায্য দিব।

চাঁদ ॥ নাবিকপ্রধান কইলে আমারে? এ কথা কি সত্য-সত্য জেনে বুঝ্যে কও?

করালী ॥ আমারে কি ভুল্যে গেলে তুমি সদাগর? অন্য লোকে যে যা-ই কউক, আমি তো তোমারে জানি বহুদিন থিক্যা।—কও, রাজি আছ? যোগ দিবে আমাদের সাথে?

চাঁদ ॥ (একহাতে করালীর একটা হাত ধ'রে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে) সত্য কও, তোমরা আমারে সহায়তা দিবে? সত্য দিবে?

করালী ॥ নিচ্চয়। নিচ্চয় দিব। আমরা তো জানি চাঁদ বণিকের মধ্যে একধরনের এট্টা ক্ষমতা রয়েছে। তাই, লোক বলো, অর্থ বলো, যা কিছু তোমার প্রয়োজন হবে,—সব দিব। (ইঙ্গিত ক'রে) দল থিক্যা আরো একজনা সঙ্গতি এয়েছে। নিকটেই আছে। খাড়্যাও, ডেক্যা আনি তারে।

[করালী বেরিয়ে যায়। চাঁদ উঠে দাঁড়ায়]

চাঁদ ॥ (কীরকম ক'রে হেসে) অদ্ভুত, অদ্ভুত পৃথিবী। (মঞ্চের আর-এক-দিকে যেতে-যেতে) অদ্ভুত এই জীবনের উতরোই-চড়াই। (বলতে-বলতে মঞ্চের সামনে এককোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। উপরদিকে মুখ তুলে চায়। ব্যাকুলভাবে

বলে) আবার আমারে পাড়ি দিতে দেও। শুধু এই শেষবার। যদি কোনো ভুল থাকে, পাপ থাকে চাঁদ বণিকের, সমস্তের প্রায়শ্চিত্ত হোক। চাঁদ যেন এই শেষবার চেষ্টা কর্য়ে সমুদ্রেই মর্য়ে যেতে পারে। তাথে তো অন্তত এটুকু প্রমাণ হবে, আরো কোনো এট্টা সত্য পরিচয় ছিল চাঁদ বণিকের। শুধু দোষ, শুধু তার দুর্বলতা নয়। এই মূল্য দিতে দেও আমারে শিবাই। একবার! আমার এ ভগ্নস্বাস্থ্য প্রৌঢ়দেহ তুমি অধিকার করো। কর্য়ে তারে এই শেষবার তুমি তার অপগত যৌবনের শক্তি ফির্য়া দেও। একবার। এই শেষবার!

[করালীচরণ একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসে]

করালী ॥ এই যে সদাগর—(দু-হাতে মাথা আঁকড়ে চাঁদ উপরের দিকে চেয়ে আছে দেখে থেমে যায়। চাঁদ হাত নামিয়ে নেয়) এই হোল আমাদের একজনা—অন্যতম নায়ক কইতে পারো।

[চাঁদ এগিয়ে আসে]

অপরজন ॥ নমস্কার চন্দ্রধর। আমারে ভৈরব বল্যে লোকে ডেক্যা থাকে।—তা করালীচরণ কয়, তুমি নাকি আমাদের পক্ষে যোগ দিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক।

করালী ॥ হাঁ-হাঁ, সেই সব কথা হয়্যা গেছে বণিকের সাথে।

ভৈরব ॥ ভালো, খুবই ভালো কথা। তোমার সম্মানে আসর বসাব মোরা। সভাতে সঙ্গতে চতুর্দিকে অভ্যর্থনা দেয়াবার ব্যবস্থা করাব। সেইসব জনসমাবেশে, তুমি সদাগর, আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্যে ওই বেণীর সম্পর্কে তোমার যা অভিজ্ঞতা—সেই কথা স্পষ্টকণ্ঠে কয়্যা দিবে।

করালী ॥ অর্থাৎ কতোরূপে সে তোমারে পীড়ন কর্য়েছে, পাড়ি দেওনের পথে বাধা দিতে—তারে পণ্ড কর্য়ে দিতে—কতোমতে সচেষ্ট হয়্যেছে, সেইসব কথা। কয়্যা দিবে।

[চাঁদ যেন কী বুঝলো এইভাবে মাথা নাড়ে। এরা দু-জনে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে থাকে]

চাঁদ ॥ তোমরা আমারে সকল সাহায্য দিবে?

উভয়ে ॥ নিশ্চয়। নিশ্চয় দিব।

ভৈরব ॥ শুধু এই কথাগুল্যা তোমারে কইতে হবে।

চাঁদ ॥ কব আমি। কব।

উভয়ে ॥ ব্যস, আর কোনো চিন্তা নাই।

করালী ॥ সকলে যা খুশী হবে—।

ভৈরব ॥ তাইলে বণিক, তুমি এক কাজ করো (করালীচরণের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় ক'রে) তুমি কিছুক্ষণ বাদে আমাদের মনসার পূজার আসরে চল্যে এসো। সেই ঠাঁয়ে সকলের সমক্ষেই কথা পাকা হয়্যা যাবে।

[একটুখানি স্তব্ধতা। তারপর চাঁদ আবার মঞ্চের সেই কোণে চ'লে যায়। এরা দু-জনে আবার দৃষ্টিবিনিময় করে]

করালী ॥ ওটা, সদাগর, না কর্য়ে উপায় নাই। সাধারণে সকলে যে মনসারে অত্যন্ত বিশ্বাস বাসে। তাই বেণীর বিপক্ষে যদি শক্তিশালী সংগঠন করা লক্ষ্য থাকে তাইলে এগুল্যা করা একেবারে আবশ্যিক।

ভৈরব ॥ তবে এটা পন্থা শুধু। কোনমতে উদ্দেশ্যটা সফল করার। সদাগর, উদ্দেশ্যের সাফল্যের তরে এইসব ছোটখাটো মানসিক সংস্কার বলি দিতে হয়।

[চাঁদ চুপ ক'রে থাকে]

করালী ॥ দেখ সদাগর, হাতে ফুল নিয়্যা সমাজের পরিবর্ত ঘটান যায় না। সমরের অর্থ হোল অন্যায় সমর। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেরা অন্যায় সমর করে নাই? নিকুম্ভিলা যজ্ঞের আগারে ঢুক্যা লক্ষ্মণ কি হত্যা করে নাই অস্ত্রহীন ইন্দ্রজিতে? এ ছাড়া উপায় নাই এই পৃথিবীতে। কও, কী কর্য়ে ঘট্যাবে তুমি বেণীর পতন?

চাঁদ ॥ (সামনে তাকিয়ে) কিছুট্যা সময় দেও। আমি ভেব্যে দেখি।

ভৈরব ॥ চিন্তোবার বেশি কিছু নাই। সদাগর, শুদ্ধচিত্ত আদর্শবাদীরা এস্যা মারাপিটি করেনাক। তার তরে মদ্যপায়ী দুর্বৃত্তেরে পোষণের প্রয়োজন হয়। তেমনিই সাধারণ মানুষের মনগুল্যা যদি বেণীর বিপক্ষে ক্ষেপানের প্রয়োজন হয়, তাইলে তাদেরই যতো দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার আছে সেইগুল্যা মেন্যে নিতে হয়। এই হোল বাস্তব অবস্থা। এরে মেন্যে নিয়া তবে নীতিট্যারে স্থির করা চাই। তাইলেই জয় আসে। এ ছাড়া উপায় নাই।

চাঁদ ॥ (ফিরে হাত জোড় ক'রে) আমারে চিন্তোতে দেও। নিজের সঙ্গতি ঢের কথা কয়্যা নিতে বাকি আছে। এট্টু সময় দেও।

ভৈরব ॥ বেশ। তবে এট্টা কথা কয়্যা যাই। নগরীতে ভীষণ রটনা, বেণীনন্দনের সঙ্গে চাঁদ বণিকের নাকি গোপনে সম্পর্ক আছে। লোকে কয়, শুনি। তা তুমি যদি আমাদের সাথে যোগ নাই দেও তাইলে হয়তো—এই রটনাট্যা আরো বেশি জোর পায়্যা যাবে।

করালী ॥ সদাগর, এই যুদ্ধে কেবল দুইট্যা পক্ষ। বেণী ও আমরা। কেউ যদি আমাদের সঙ্গতি না-আসে, তাইলে সে বিপক্ষীয় শত্রুর মতন। এর কোনো মাঝপথ নাই।

ভৈরব ॥ কারণ কেউ যদি নিরপেক্ষ থাকে তাইলে তো সাধারণ মনে সন্দেহ জন্মাতে পারে, যে, আমাদের পক্ষে বুঝি পূর্ণ সত্য নাই। অতএব সদাগর তারে মোরা গুঁড়্যায়ে নিকেশ কর্য়ে দিব।—নয়তো সে আত্মরক্ষা তরে কোনো এট্টা পক্ষে যাক।—এখনো সময় আছে, চল্যে এসো আমাদের মনসাতলায়।—চলো করালীচরণ।

[পিছনের একটা প্রবেশপথ দিয়ে নরহরি উঁকি মারে। ভৈরব ও করালীচরণ চ'লে গেলে সে সন্তর্পণে চাঁদের নিকটে আসে]

নরহরি ॥ (ভৈরবদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে) ঠিক তাই সদাগর। এরা দুই পক্ষ যেন দুইট্যা জিঘাংসু শ্বাপদের মতো চতুর্দিকে মারাপিটি শুরু কর্য্যে দেছে। আর তার ফলে, আমরা সামান্য যতো সাধারণ লোক দু'পক্ষেরে ডর কর্য্যা চলি। আর কী উপায় বলো? কোনোমতে গা বাঁচ্যায়ে চলা। (সমর্থনের আশায় চাঁদের দিকে তাকায়। কিন্তু চাঁদ নিস্তব্ধ মুখে শুধু চেয়ে থাকে। নরহরি একটা দূরত্ব অনুভব ক'রে সসম্ভ্রমে বলে) মহামাণ্ডলিক শ্রীবেণীনন্দন পুনরায় আমারে পাঠ্যায়ে দেছে, পূজার আসরে তোমারে আহ্বান কর্য্যে বার্তন জানাতে। কয়্যা দেছে, তুমি এলে তোমার পাড়ির শুভকামনায় মনসারে পূজা দেয়া হবে। আর সেই উৎসর্গিত কাষ্ঠ নিয়্যা তোমার ডিঙ্গিতে সর্পছত্র স্থাপনের কাজ শুরু হবে দেবীর সুমুখে। কয়্যা দেছে, যথাশীঘ্র এসো।—আমি যাই।

[নরহরি চ'লে যেতে গিয়ে প্রবেশপথের কাছে ফিরে দাঁড়ায়। কথা বলতে বলতে তার চোখদুটো যেন জলে চক্‌চক্ ক'রে ওঠে—]

সদাগর, আমরা সামান্য লোক। জীবিকার তরে আমরা যা কিছু হয় কর্য্যে যেতে পারি। কিন্তুক, তুমি তো আদর্শবাদী। তুমি মর্য্যে গেলে কতো লোক কতো যুগ ধরে তোমার কাহিনী গেঁথ্যে গ্রামে-গ্রামে গান গায়্যা যাবে। চম্পকনগরী ধন্য হবে ইতিহাসে তোমার স্মরণে। অবশ্য এ কথা নিচ্চয় আমরা তোমারে কোনো সহায়তা দিতে তো পারি না। কিন্তুক, আমরা যে কল্পনায় চাঁদ বণিকের এক মূর্তি গড়্যে নিছি। আমাদের সেই কল্পনার মূর্তিট্যারে চূর্ণ করে দেওনের কোনো অধিকার নাই তোমার বণিক। তুমি তো কেবল তোমার নিজের নও। তুমি মানুষের কল্পনার। তোমার সে দায় তুমি মনে রেখো, চন্দ্রধর সদাগর।

[কথা শেষ করে ভূমিতে হাঁটু গেড়ে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে যায়]

চাঁদ ॥ অদ্ভুত, অদ্ভুত পৃথিবী। আর কারো কোনো কিছু দায় নাই। দায় শুধু একেলা এ চাঁদ বণিকের! হাঃ! কী করে এখন তবে চাঁদ সদাগর? শিব, শিবাই আমার, কী করা কর্তব্য এই চাঁদ বণিকের?

[উপরদিক থেকে মুখ নামিয়ে বলে—]

চাঁদ ॥ তোমারে তো প্রশ্ন করা মিছে। তুমি তো কখনো কোনো উত্তর দেওনাক!— কী করে এখন—কী করে এখন এই চাঁদ সদাগর—।

[জুড়িরা স্তিমিত স্বরে গান ধরে]

জুড়িরা ॥ মহাদেব, মহাদেব,
লক্ষ্যে অটল রাখো অনুগত চাঁদেরে।
মহাদেব, মহাদেব।

[সেই গানের পটভূমিকায় চাঁদ বলতে থাকে]

চাঁদ ॥ চাঁদ কি কেবল তার ব্যক্তিগত জয় চায়্যাছিল? শুধু কি কেবল তার আপনার প্রতিষ্ঠার তরে সমুদ্দুরে পাড়ি দিয়্যেছিল? তবে সে কী কর্য্যে আজ ওই মনসার নাম নিয়্যা পাড়ি দেয়? এইট্যা কি অহংকার? কিছু কও। কিছু কও। চম্পকনগরী, তুই কিছু কবিনাক? কিছু করি নাই আমি তোর তরে? এই পথঘাট গাছপালা বাড়ি—তোরা কিছু কবিনাক? কেউ নাই এই দেশে—যে নাকি সম্মুখে এস্যা চাঁদের সঙ্গতি শুধু ভেলা নিয়্যা পাড়ি দিতে পারে শিবেরে স্মরণ কর্য্যে? কেউ নাই? (চীৎকার ক'রে ওঠে) কেউ নাই? কে আছ কোথায়?

[জুড়িদের গান উত্তরোত্তর ফুলে উঠছিল। এখন তারায় উঠে সুর বিস্তার করতে থাকে। এরই মধ্যে নেপথ্যেও একটা কোলাহল ক্রমশ বেড়ে উঠছিল। কারা যেন হাঁক দিচ্ছে। কারা যেন কোলাহল করছে। সেইটাই জোর হ'তে-হ'তে শেষে ফেটে পড়ে লখিন্দর ও ন্যাড়ার চীৎকারে]

ন্যাড়া ॥ (নেপথ্যে) চল্যে এসো, চল্যে এসো ছোট সদাগর, সর্বনাশ কোরো না নিজের—

লখিন্দর ॥ (নেপথ্যে) ছেড়্যা দে, ছেড়্যা দে ন্যাড়া—ছেড়্যা দে আমারে—

[উভয়ে ধস্তাধস্তি করতে-করতে মঞ্চের মধ্যে এসে প'ড়ে যায়। সমস্ত শব্দ থেমে যায়। শুধু এদের হাঁপানোর আওয়াজ। ন্যাড়া লখিন্দরকে ছেড়ে দেয়। লখিন্দর উঠে বসে। তার সারা মুখ রক্তে ভেসে গেছে]

ন্যাড়া ॥ ছি-ছি-ছি, দেখোদিনি কী অকাণ্ড হোল। ছি-ছি—

[লখিন্দরের রক্ত মুছে দিতে যায়। লখিন্দর তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রক্ত মুছতে থাকে]

লখিন্দর ॥ সর্য্যে যা—

[চাঁদ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে দেখে]

ন্যাড়া ॥ (তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে) কিছু নয়, কিছু নয় সদাগর, অচানক লেগ্যে গেছে। চলো ছোট সদাগর, দীঘিট্যায় যায়্যা মুখ ধুয়্যে ফেলি।

লখিন্দর ॥ (তাকে রূঢ়ভাবে সরিয়ে দিয়ে বাপের দিকে তাকিয়ে বলে) কিছু লোকে কয়্যাছিল আমি নাকি বেণীর জারজপুত্র—

ন্যাড়া ॥ (কানে হাত দিয়ে ব'লে ওঠে) ছি-ছি, এইসব কথা উচ্চারণ কোরোনাক ছোট সদাগর—

লখিন্দর ॥ তোমার অবর্তমানে তার সাথে নাকি গোপনে মায়ের দেহগত—

ন্যাড়া ॥ (লখিন্দরের মুখে চাপা দিয়ে) কয়ো না, কয়ো না, মহাপাপ হবে—

লখিন্দর ॥ (তাকে সরিয়ে চীৎকার ক'রে) তুই চল্যে যা এখান হ'তে—(তারপর হঠাৎ ন্যাড়ার গলার কাছের কাপড় ধ'রে ঝাঁকানি দিতে-দিতে বলে) কেন তুই বাঁচ্যালি আমারে—কেন—বল কেন তুই বাঁচ্যালি আমারে—

[ন্যাড়া তার হাত ছাড়াতে গিয়ে প'ড়ে যায়। উঠে বলে]

ন্যাড়া ॥ ছি-ছি-ছিঃ,—মহাদেব, এইসব কুৎসাকথা শুনানের তরে এতোকাল পরমায়ু দিলে?—ছিঃ—ছিঃ—ধিক্, তোরে ধিক্—

[বলতে-বলতে বেরিয়ে যায়। পিতাপুত্র দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে। তারপর লখিন্দর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁটের কোণের রক্ত মুছতে থাকে]

লখি ॥ (রক্ত মুছতে-মুছতে) কি? কোনো প্রশ্ন করণের নাই?

[চাঁদের সমস্ত বাকশক্তি যেন লুপ্ত হ'য়ে গেছে, বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকে]

লখি ॥ (বিঁধোবার মতো ক'রে প্রশ্ন করে) জাননের নাই, যে পশুটা এই কথা কয়্যাছিল তারে শাস্তি দিতে পেরেছি কি পারি নাই?

[চাঁদ তেমনিভাবেই তাকিয়ে থাকে]

লখি ॥ (যেন ব্যঙ্গ ক'রে) না। পারি নাই। মোর চ্যায়া সে অনেক বেশী শক্তিমান ছিল। তাছাড়া দলেও তারা ঢের লোক ছিল—আমি একা, তাই আমারে মেরেছে তারা, আমি পারি নাই।

[কণ্ঠ তার বিকৃত হ'য়ে যায়। তাড়াতাড়ি কাপড়ের খুঁট তুলে মুখের রক্ত মোছে।—চাঁদ তেমনিই নিস্পন্দ]

লখি ॥ (উঠে চ'লে যেতে গিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে) কি? মোরে বুঝি ঘিন্ন্যা হয় মনে? মায়ের এ-অপমানে শোধ নিতে পারি নাই, মার খায়্যা পল্যায়্যা এয়েছি বল্যে? (উত্তর না-পেয়ে এইবারে চাপাস্বরে চীৎকার ক'রে উঠে) কও, কিছু এট্টা কও। কী কর্যে মানুষ এই বাস্তবের মোকাবিলা করণে সক্ষম হবে, কও, বুঝি আমি? আদর্শের তরে প্রাণ দিয়্যা দিবে? নাকি কৌশলে চতুরপথে পিছু হ'তে ছুরি মেরে্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা ঘট্যাবে? কও,—পিতা তুমি,—কী তোমার বিবেচিত অভিমত কও শুনি? (কথার উত্তেজনায় চাঁদের কাছে ব'সে পড়েছিল লখিন্দর। এখন বাপের দিকে তাকিয়ে বলে) তোমরা প্রচণ্ড পাপী। তোমার মতন মানুষেরা—যারা মানুষেরে অমৃতের পুত্র কয়—তারাই মোদের মনগুল্যা আরো বেশি কর্যা দ্বিধাভক্ত কর্যে দেয়। পাপ, পুণ্য, উচিত কি অনুচিত—তোমরা প্রচণ্ড পাপী।

[উঠে পাটাতনের উপর দিয়ে চাঁদকে পেরিয়ে চ'লে যায়। কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারে না, ফিরে আসে]

লখি ॥ (চাঁদের অপর পাশে ব'সে তীব্রভাবে প্রশ্ন করে) কেন তুমি এই পথ বেছে নিয়েছিলে? ঘর পেলে? শান্তি পেলে? সমাজে সম্মান পেলে? উপরন্তু তোমার কারণে আমার মায়েরে কেন অপমান হ'তে হয়? মোরে কেন অপমান হ'তে হয়? তোমার এ উন্মত্ত আদর্শের দায়ে আমাদের সহজে বাঁচ্যার পথ কেন রুদ্ধ হয়?—জানো তুমি, আমি যে প্রথমে আঘাত করেছি যায়্যা, তার কতোখানি ন্যায়ের

কারণে, আর কতোখানি শুধু অহঙ্কারে আহত হয়েছি বল্যে? তারেপর আমারে যখন চারিধারে ঘির‍্যে ওরা সকলে প্রহার করে, তখন হঠাৎ স্পষ্ট মনে হোল,—এরা মোরে একেবারে মের‍্যে ফেল্যে দিবে, এট্যা খেলা-খেলা মারাপিটি নয়। আর তাই, মায়ের সম্মান বলো, ন্যায় নীতি ধর্ম বলো, সব চল্যে গেল। শুধু মনে হোল, কী কর‍্যে পাল্যাই, কী কর‍্যে বাঁচ্যাব আমি নিজেরে এখন। তাই দুই হাতে মাথা মুখ ঢেক্যে—তোমার এ আত্মম্ভরী পুত্র লখিন্দর—মনে-মনে ভাবে, তাইলে কি এইবেরে পায়ে ধর‍্যে মাফি মেঙে নিব। (দুঃখে, ক্ষোভে ও গ্লানিবোধে একটা শব্দ ক'রে ওঠে, বলে—) তাই হোত, তা-ই-ই হোত, যদি না তখনি ন্যাড়া ছুট্যে এস্যা নিজে মার খায়্যা আমারে বাঁচ্যাত। আর তাথে, তখন কি হোল জানো? যুদ্ধভান কর‍্যে গিছি আর মনে-মনে প্রার্থনা কর‍্যেছি, ন্যাড়া যেন টেন্যে নিয়্যা আমারে বাঁচ্যাতে পারে, যেন অবশেষে আমারে না সত্য-সত্য পলাইতে হয়। ওঃ! কৃমি, কৃমি, মানুষ কৃমির মতো।—তা-ও নয়। টেন্যে নিয়্যা যায়্যা আমারে যখন সত্যই বাঁচ্যাল ন্যাড়া, তখন, প্রচণ্ড জিঘাংসা এল ন্যাড়ারই উপরে। মনে হোল, এই সাক্ষী—আমার সে কাপুরুষতার। এরে যদি কোনো-মতে একবারে শেষ কর‍্যে দেয়া যেত, যেন ভালো হোত। হোল, এইকথা মনে হোল মোর। এই তো মানুষ! কৃমি নয়, কৃমি নয়,—কৃমি হ'তে আরো নীচ, আরো কোনো জঘন্যজ কীট। (হঠাৎ চুপ ক'রে যায় তারপর সম্বৃত হ'য়ে বলে) কার কাছে কথা বলা।

[হঠাৎ সে উঠে পড়ে। চাঁদ তার হাত ধ'রে কিছু বলতে যায়, কিন্তু প্রথমে কোনো আওয়াজ বেরোয় না তার কণ্ঠ থেকে]

চাঁদ ॥ (শেষে কোনোরকমে আর্তভাবে বলে) লখিন্দর! অপরাধবোধ ঢোকাসনে অন্তরে আমার। তাইলে আমার সব শক্তি ভেঙ্গে যাবে। আমি কোনো অপরাধ করি নাই। না—

লখি ॥ (চাঁদের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলে প্রত্যেকটা কথাকে বিশিষ্ট করার মতো ক'রে বলে) নিজেরে যে মানুষের চায়্যা কিঞ্চিৎ বিরাট-আকৃতি বল্যে মনে কর‍্যেছিলে এই অপরাধ। নাটুয়ার মতো রাজা সেজ্যে ভেব্যেছিলে সত্য বুঝি রাজা হয়্যা গেছ,—বিষ্ঠার ঢিবিতে খাড়া হয়্যা ভেব্যেছিলে ডিঙ্গি মেরে বুঝি আকাশটা ছুঁয়ে দেয়া যায়,—এই অপরাধ। আর তাই, তোমার পত্নীর আর তোমার পুত্রের জীবনট্যা তছনছ কর‍্যে দেছ,—এই হোল—না, অপরাধ নয়—পাপ। এ তোমার পাপ। বুঝ্যেছ কি?—বোঝো আর নাই বোঝো, মানো বা না-মানো, আমাদের সর্বনাশে দায়িত্ব তোমার। (ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গে) হে, পিতৃপুরুষ, তোমার এ আত্মঘাতী যজ্ঞের বহ্নিতে আমরা আহুতি মাত্র তোমার ও কৃতাঞ্জলিপুটে। (ফিরে চ'লে যায়। যেতে গিয়ে পুনরায় ফিরে ব'লে যায়) ভুলপথে চল্যে এল্যে চাঁদ সদাগর, আদ্যোপান্ত ভুল হয়্যা গেল।

[প্রস্থান]

[চাঁদ চুপ ক'রে ব'সে থাকে। সামনের দিকে ন্যাড়া প্রবেশ করে। কান্না মুছে এসেছে সে]

ন্যাড়া ॥ (সজলকণ্ঠে ডাকে) সদাগর—

[চাঁদ তার দিকে অনির্দিষ্ট চোখে তাকায়]

ন্যাড়া ॥ সদাগর নায়্যা-খায়্যা নিবে চলো। ঢের বেলা হয়্যা গেছে।

[চাঁদ তাকিয়ে থাকে]

ন্যাড়া ॥ (পুনরায় ডাকে) সদাগর—

চাঁদ ॥ ন্যাড়া আমি কি কেবল নাটুয়ার মতো বড়ো-বড়ো কথা কই? (ন্যাড়া বুঝতে পারে না) আমি কি—নিজেরে নিজের চায়্যা বড়ো কর্য়ে দেখাবারে চাই? সত্য বল্, আমারে কি ভাঁড় বল্যে মনে হয়?

ন্যাড়া ॥ ছি-ছি এইসব চিন্তা তুমি কোরো না বণিক। তুমি বীর। কোনো মিথ্যাচার তুমি কখনো তো করোনি জীবনে। আজ বিধাতা বিরূপ। তাই তুমি এত কষ্ট পাও। (আবার চোখে জল এসে যায় ন্যাড়ার)

চাঁদ ॥ কিন্তুক, সনকা-লখাই—, এরা কেন কষ্ট পায়? ভালো কর্য়ে ভেবে দেখ, কোনো পাপ ঢোকেনি তো অন্তরে গোপনে? যাতে সমস্ত আচার মোর ভিতরে-ভিতরে মিথ্যাচার হয়্যা গেছে? (ন্যাড়ার হাতটা ধ'রে ব্যাকুলভাবে বলে) হয়তো-বা গোড়ালির কোনো ছিদ্রপথে শনি ঢুকে ব'সে আছে অন্তরে আমার। হতে পারে। বল্, হতে পারে কিনা?

ন্যাড়া ॥ (ব'সে প'ড়ে চাঁদের পা জড়িয়ে ধ'রে মিনতি করে) সদাগর, সদাগর, এমন কোরো না—

[ন্যাড়ার কথার মধ্যেই নেপথ্যে কোলাহল শোনা যায়। কারা যেন ডাকে—'চাঁদ বণিক কি ঘরে আছ নাকি?' 'চাঁদ সদাগর!' 'লুকুয়ে থেকো না, বার হয়্যা এসো'—ন্যাড়া দ্রুতপদে মঞ্চ অতিক্রম ক'রে বের হ'য়ে যায়]

ন্যাড়া ॥ (নেপথ্যে) এখন বিশ্রাম করে সদাগর, কাল দেখা হবে। আহা, কয়্যেছি না কাল দেখা হবে—। এই—এই—যেয়ো না ভিতরে, বলেছি না বণিক বিশ্রাম করে—

[বলতে-বলতে কিছু লোকের ঠ্যালায় ন্যাড়া ভিতরে চ'লে আসে। যাদের সে তখনও বাধা দেবার চেষ্টা করছে তাদের সুমুখে বনমালী। যে সমুদ্দুরে কোলবালিশ নিয়ে যেতে চেয়েছিল, অধুনা যে কেবট্টের দলে। সঙ্গে কয়েকজন অতি জীর্ণ ক্রন্দনরত বৃদ্ধ]

বনমালী ॥ ওঃ বিশ্রাম করে! বড়ো মজা পেয়্যেছে বণিক, নয়? এতোগুল্যা প্রাণী বলি দিয়্যা ঘরে এস্যা আরামে বিশ্রাম করে। আর, এইসব পুত্রহারা বুড়াগুল্যা? এরা কোথা যায়? (ন্যাড়াকে ঠেলে সরিয়ে) এইতো বণিক? দঙ্গদাস, ভবদেব, শিবদাস,—ইহাদের সকলেরে তুমি কোথা রেখ্যে এয়্যেছ তা কও।

[একজন বৃদ্ধ লাঠি হাতে কাঁপতে-কাঁপতে সম্মুখে আসে]

প্রথম বৃদ্ধ ॥ কও চন্দ্রধর, সত্য করো্যে কও। আমাদের দঙ্গদাস, ভবদেব,—ইয়ারা কি নাই? সত্য করো্যে কও। আমার সে দঙ্গদাস মরো্যে গেছে? (হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ফেলে বৃদ্ধ)

অপর একজন বৃদ্ধ ॥ ভবদেব ফিরে নাই কেন? আমাদের ভবদেব? কী হয়্যেছে তার?

বনমালী ॥ (আর এক বৃদ্ধকে) এসো, এসো, তুমি এস্যা তোমার সন্তান ঐ—শিবদাস—তার কথা পুছে নেও। এসো, উঠে এসো—

[প্রাচীনতম যে বৃদ্ধ শ্রান্তিতে ব'সে প'ড়ে শ্বাস টানছিল তাকে ধ'রে বনমালী চাঁদের নিকটে নিয়ে আসে]

প্রাচীনতম ॥ (চাঁদের মাথায় মুখে কম্পিত হাত বুলিয়ে বলে) চন্দ্রধর, তোমার কল্যাণ হোক, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক,—শিবদাসে তুমি ফিরো্যে দেও। তার চায়্যা বড়ো ভক্ত আর কেউ ছিল না তোমার। নিচ্চয় তারে তুমি মেরো্যে ফেলো নাই। পায়ে ধরি চন্দ্রধর, তারে ফিরো্যে দেও। (বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে চাঁদের পা খুঁজে ধরতে যায়)

বনমালী ॥ (চীৎকার ক'রে) মেরো্যেছে, মেরো্যেছে, শিবদাস ভবদেব দঙ্গদাস রিভুপাল—সকলেরে মেরো্যে ফেলো্যে দিয়্যা পলায়্যা এয়্যেছে এই স্বার্থান্ধবণিক।

ন্যাড়া ॥ (প্রতিবাদ ক'রে ওঠে) কী অনেহ্য কথা কও তুমি। শিবদাস, ভবদেব, দঙ্গদাস,—এরা সবে প্রভুর আপনজন। তোমা চায়্যা ঢের বেশী আত্মীয়ের মতো। তাদেরেই হত্যা করো্যে কোন লাভ হবে চাঁদ বণিকের?

বনমালী ॥ বাণিজ্যেতে যতো লাভ হয়্যাছিল সমস্ত একেলা লুঠ কর্যা নিজঘরে তোলা যাবে,—এই লাভ? এ কথা কি বুঝে না মানুষ? শিশুরাও বুঝে।

ন্যাড়া ॥ খবরদার, মিথ্যা কথা কবেনাক ন্যাড়ার আগুতে। একা ছিন্নবস্ত্র ভিখারীর মতো ফিরো্যে এল সদাগর, আর তুমি কও কিনা ধনরত্ন লুঠ্যা নিয়্যা এল!

প্রথম বৃদ্ধ ॥ না-না, লুঠ্যে আনে নাই, লুঠ্যে কিছু আনে নাই। আমরা তোমারে কোনো দোষ দিতে আসি নাই চন্দ্রধর। কিন্তুক তুমিই তাদের বচনে, বাচনে, ভবিষ্যতে স্বর্গরাজ্য হবে বলো্যে, মুগ্ধ করো্যে নিয়্যা গিয়্যেছিলে?

প্রাচীনতম ॥ তুমিই তো কয়্যাছিলে, জয় হবে উয়াদের, কও নাই?

সকল বৃদ্ধেরা ॥ কও নাই? নিচ্চয় বিজয়ী হবে জুয়ান নাবিক সব,—এই কথা কও নাই?

বনমালী ॥ চুপ করো্যে আছ কেন সদাগর, কথার বোলান দেও। এইবেরে স্বীকার করসে,—মিছা ধোঁকা দিয়্যা তুমি এতগুল্যা মানুষেরে বিপথে নিয়েছ, তাদের জীবনগুল্যা ইচ্ছা করো্যে নষ্ট কর্যা দেছ!

ন্যাড়া ॥ ধোঁকা কেন দিবে? তাদেরো সবার যথেষ্ট বয়স ছিল। বোধবুদ্ধি ছিল সবাকার। তারা যদি পাড়ি দিয়্যা থাকে, নিজেদের বিবেচনামতো সেই কাজ করেছিল। বিবেচনা করে তারা বণিকের সাথে একযোগে পাড়ি দিয়্যাছিল।

বনমালী ॥ বটে? তা'লে একযোগে পাড়ি দিয়্যা তারা সব ডুব্যে গেল, আর সদাগর একেলা কী করে বেঁচ্যে ফির্যে এল? বড়ো কৌশলের 'একযোগ' মনে হয় যেন! জয় হ'লে সবাকার,—তার মধ্যে নায়কের অবশ্যই বেশী অংশ,—আর মৃত্যু হ'লে শুধু অনুগামীদের। নায়ক বাঁচিয়্যা যাবে কোনো এক নিগূঢ় প্রকারে? বাঃ, বারে বিচার কৌশল!

ন্যাড়া ॥ সদাগর, একবার তুমি কয়্যা দেও ইয়াদের, কী করে তোমার অনুগামী বন্ধুজন হাসিমুখে মরণ বরণ করে স্বর্গে চল্যে গেছে। একবার কয়্যা দেও, বুড়াগুল্যা শান্তি পাবে। আর এই দুর্মুখের অপবাদ বন্ধ হয়্যা যাবে। একবার মুখ ফুট্যে কয়্যা দেও।—সদাগর।

বনমালী ॥ কী করে তা কবে। কবার কি মুখ আছে কোনো! (তর্জনী নির্দেশ ক'রে গালি দেয়) অনুগামী-হন্তারক চাঁদ সদাগর,—এই আত্ম-সুখসর্ব্বস্ব বণিক!

বৃদ্ধেরা ॥ (সশব্দে কেঁদে উঠে বলে) আমাদের একি দশা করে দিলে চাঁদ সদাগর! আমরা কোথায় যাব?

বনমালী ॥ (কার্য সম্পন্ন হয়েছে দেখে) চল্যে এসো, চল্যে এসো, এই ঠাঁয়ে কালক্ষেপ করে আর কোনো লাভ নাই। এইবেরে সভাতে সঙ্গতে তোমাদের খাড়া করে কেবট্ট সর্দার সবারে বুঝ্যায়ে দিবে কতো শঠ, কতো পাজী ওই বীরের মুখোশধারী ভণ্ড সদাগর। চলো, চলো—

[ক্রন্দনরত বৃদ্ধদের নিয়ে বনমালী চ'লে যায়]

ন্যাড়া ॥ (ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) কেন তুমি কোনো কথা কইলে না সদাগর?

[চাঁদ তাকিয়ে থাকে]

ন্যাড়া ॥ উয়ারা তো মনে করে গেল, যেন তুমি সবকথা মেন্যে নিল্যে উয়াদের। কেন তুমি চুপ করে রল্যে সদাগর?

[চাঁদ যেন কেমন ক'রে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায় বৃদ্ধের মতন। কি যেন ভেবে পাটাতন দিয়ে বাইরের দিকে চ'লে যেতে যায়। ন্যাড়া দ্রুত এসে তার সামনে হাত মেলে তাকে বাধা দেয়]

ন্যাড়া ॥ কোথা যাও সদাগর? কোথায় চল্যেছ?

[চাঁদ উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে কী যেন একটা বলে অব্যক্তজড়িত কণ্ঠে। তারপর ফিরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উল্টোপথে চলতে থাকে। কিন্তু ঠিক অন্দরের দিকে নয়। মঞ্চের সুমুখের কোণের দিকে। ন্যাড়া আবার এসে তার সামনে দাঁড়ায়]

ন্যাড়া ॥ কি হয়েছে সদাগর? মোরে কও? কী ইচ্ছা তোমার? (দর্শকের দিকে পিঠ ফেরানো অবস্থাতেই চাঁদের পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে বলে) পায়ে ধরি সদাগর, অন্দরে বিশ্রাম নিবে চলো।

[চাঁদ আবার এদিকে-ওদিকে তাকায়। যেন কোথায় যাবে, কী করবে, কিছুই বুঝতে পারছে না। অথচ কিছু যেন একটা করা চাই, কোথাও যেন একটা পৌঁছানো চাই তার]

ন্যাড়া ॥ (ব্যাকুলভাবে ব'লে ওঠে) কথা কও সদাগর,—কথা কও, চুপ কর্যে থেকো না এমন।

চাঁদ ॥ (তেমনি অস্বাভাবিকভাবে) ন্যাড়া—(ঝুঁকে প'ড়ে ন্যাড়ার একটা কাঁধ ধ'রে বলে) উয়ারা তো মর্যে গেল? শিবদাস, ভবদেব—? আমারি তো পাপ হোল? অথচ আমি তো কোনো পাপ করি নাই? অথচ আমি তো পাপী? (আপন মনে বলতে থাকে) এইবেরে কী উপায় বল্, এইবেরে কী উপায়?

[বলতে বলতে যেন ভিতরটা ছটফটিয়ে ওঠে, আবার একদিকে চ'লে যাবার ঝোঁক নেয়। ন্যাড়া তার হাঁটু জড়িয়ে ধ'রে বোঝাতে চায়]

ন্যাড়া ॥ সেইট্যাতে তোমার তো কোনো অপরাধ নাই। তুমি পুণ্যের প্রতিষ্ঠাতরে পাড়ি দিয়্যাছিলে। তুমি তো কখনো কোনো পাপ কর নাই সদাগর।

চাঁদ ॥ (দিশাহারা মানুষের মতো করুণস্বরে) কি জানি! কোন্ কাজ করবার যায়্যা কোন্ কাজ কর্যে বস্যে আছি। মনে বড়ো আলুথালু হয়্যা গেল ন্যাড়া, মনে বড়ো আলুথালু হয়্যা গেল—

[বলতে-বলতে ন্যাড়াকে অতিক্রম ক'রে একেবারে মঞ্চের সুমুখের কোণটায় চ'লে যায়। সেইখানে মঞ্চমুখের থামটায় মাথা খুঁড়তে থাকে আর আপন মনে বলতে থাকে]

চাঁদ ॥ শিব, শিব, শিবাই আমার—

ন্যাড়া ॥ (এসে বাধা দেয়। আবার চাঁদের হাঁটু ধ'রে বলে) সদাগর, সদাগর—কেন তুমি অনাহক পাপ-বোধে কষ্ট পাও সদাগর। শিবেরে স্মরণ কর্যা ডাক দিয়্যাছিলে। নিজের তো কোনো স্বার্থ দেখ নাই তুমি। এতটুকু মায়া তো কখনো কর নাই নিজের উপর। ন্যাড়া কি তা দেখে নাই? নাইলে, কিসের অভাব ছিল তোমার বণিক? আজ যদি পরাজয় হয়্যা থাকে সে দায় তোমার নয়—(চেঁচিয়ে বলে) তুমি তো কখনো ধোঁকা দিয়্যা কাউরেও পাড়ি দিতে নিয়্যা যাও নাই।

চাঁদ ॥ (তার কণ্ঠ কাঁপতে থাকে) কিন্তুক, আমিই তো কয়্যাছিনু—জয় হবে আমাদের? কই নাই? কেন তা কয়্যেছি? নিজেরে নিজের চায়্যা বড়ো কর্যে দেখাবার চেয়ে? কেন এতো জোর কর্যে বিশ্বাসে কয়্যেছি? যেন আমি ভবিতব্য জানি? তাই-না তারাও আমারে বিশ্বাস বেস্যে সব ডুব্যে গেল? ও হো হো—

[হাহাকার ক'রে উঠেই একহাতে নিজের মুখটা চেপে ধ'রে যেন আর্তনাদটাকে রোধ ক'রে দিতে চায়। কাঁপতে কাঁপতে সেইখানেই ব'সে পড়ে। হাত সরিয়ে বলে]

চাঁদ ॥ অথচ তারাও সকলে আমার এ বিশ্বাসের প্রতি শেষাবধি বিশ্বাস রাখেনি। কালীদহে পড়্যে আমারেই গালি দেছে। শত্রু ভেব্যে আমারেই গঞ্জনা দিয়্যেছে। এক শিবদাস ছাড়া। (কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। সংযত হয়ে বলে) আমারি তো পাপ হোল? ঘূর্ণাচক্রে পড়্যে চাঁদ একা হয়্যা গেল। তখনো সে বিশ্বাস রেখ্যেছে। তাইতো সে পাপী হয়্যা গেল? শিব, শিবাই আমার, তোর প্রতি বিশ্বাস রাখাটা কি এতোখানি অপরাধ হোল?

ন্যাড়া ॥ (অস্থির বিহ্বলভাবে) কী কব,—কী কব আমি? এ সঙ্কটে কী যে কই কিছুই বুঝি না।

চাঁদ ॥ আমরা কেউই কিছু বুঝিনেক ন্যাড়া, কেউ কিছু বুঝিনেক।—হেন কোনো পুণ্য কাজ আছে কি জীবনে, যার ফলে কোনো পাপ কখনো হয় না? আর তাই যদি হয়, যে, পুণ্যে কিছু পাপ হয়, তাইলে পাপেও তো কিছু পুণ্য হয়? তাইলে তো সদসৎ বিচারের কোনো প্রয়োজন নাই। কর্মের চাকায় যদি পাপপুণ্য একসূত্রে গাঁথা হয়্যে থাকে, তাইলে আমাতে বেণীতে, কিংবা ভৈরবের সাথে, তফাত কোথায়?—সব আলুথালু হয়্যা গেল ন্যাড়া—এইবেরে চাঁদ মর্য্যে যাবে, এইবেরে মর্য্যে যাবে চাঁদ।

[বলতে-বলতে আবার উঠে পড়ে। পাটাতনের দিকে যায়। এবার আর ন্যাড়া বাধা দিতে পারে না। পাটাতনের উপর উঠে আবার চাঁদ ফিরে দাঁড়ায়]

চাঁদ ॥ ভেব্যে দেখ, দু-এট্টা পথ খোলা আছে। এক,—পরাজিত হয়্যা মনে তো যন্ত্রণা লাগে, পত্নী নাই, পুত্র নাই, তারেপর এই অপরাধবোধ,—তারা ছাড়া আর কোনো বন্ধুজন ছিল না তো কখনো আমার,—ভেবে দেখ, আত্মঘাতী হয়্যা এইসব সমস্যার যন্ত্রণা মিট্যাতে পারি।

ন্যাড়া ॥ সদাগর—

চাঁদ ॥ (বাধা দিয়ে) সেই এট্টা পথ আছে।—না হয় তো বেণী কিংবা করালীর কথা শুন্যা মনসার পূজা দিয়্যা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেত্যে পারি। আরো এট্টা পথ,—আত্ম-হননের। আর কী উপায় আছে বল?

ন্যাড়া ॥ (যেখানে বসেছিল সেইখান থেকেই বলে) কোনো কিছু কোরোনাক সদাগর,—কোনো স্বপ্ন নয়, কোনো কল্পনা আদর্শ নয়, পাপপুণ্য বিচার করারও কোনো প্রয়োজন নাই,—শুধু বেঁচ্যে থাকো সদাগর, শুধু বেঁচ্যে থাকো।

চাঁদ ॥ (অন্তর্ভেদী স্বরে) শুধু বেঁচ্যে থাকা বল্যে কোনো কথা নাইরে জীবনে ন্যাড়া।

[সামনের আলো নিভে যায়। পাটাতনের পিছনের দিকটায় সনকা ও পুরনারীরা গান গাইতে-গাইতে ঢোকে। মাথায় কুলোর ডালায় প্রদীপ, মনসার মূর্তি ইত্যাদি। দু-একজন দণ্ডী দিতে-দিতে চলেছে। তার মধ্যে সনকা]

সকলে ॥ এ ভ্রম ভাঙ্গাও মাগো, ভাঙ্গো অহঙ্কার।
আলোতে আবিল চক্ষু করো অন্ধকার ॥

সনকা ॥ (দণ্ডী দিয়ে উঠে ব'সে)
আন্ধারে জনম মাগো পুনঃ আন্ধারে বিলয়
তবু মানুষের মনে শুধু আলোতে প্রত্যয় ॥

[সনকা আবার দণ্ডী দেয়]

সকলে ॥ এ ভ্রম ভাঙ্গাও মাগো, ভাঙ্গো অহঙ্কার।
আলোতে আবিল চক্ষু করো অন্ধকার ॥

সনকা ॥ (আবার দণ্ডীর পরে)
প্রদীপে আন্ধার মাঠে অন্ধ করে আরো
দীপ না বুজালে দৃষ্টি নাহি চলে কারো ॥

সকলে ॥ এ ভ্রম ভাঙ্গাও মাগো, ভাঙ্গো অহঙ্কার। ইত্যাদি।

[তাদের ওপরকার আলো মিলিয়ে যায়। তারপর আবার সামনের আলো ধীরে-ধীরে জ্ব'লে ওঠে। রাত অনেক হয়েছে। একা চাঁদ।—লখিন্দর কি যেন চিন্তা করতে-করতে পাটাতনের ওপরে প্রবেশ ক'রে। তারপর বাপকে দেখতে পায়]

লখি ॥ (নিকটে এসে) তুমি পাড়ি দেও পিতা। পুনর্বার পাড়ি দেও তুমি।

[চাঁদ মুখ তুলে তাকায়। লখিন্দর বাপের পায়ের কাছে ব'সে বলে]

লখি ॥ আমারে মার্জনা কোরো। অকারণ বহু কটু কথা কয়্যেছি তোমারে। এতোদিন শুধু অপরে কী করে নাই তাই নিয়্যা অভিযোগ কর্যা গেছি। ব্যঙ্গ কর্যা কয়্যেছি যে, পিতৃপুরুষেরা অদ্ভুত পৃথিবী এক রেখ্যে গেছে আমাদের তরে। আজ মনে হোল, তারাওতো এর চায়্যা ভালো কোনো পৃথিবীরে পায় নাই। তাই আমারে মার্জনা করো। তুমি পুনর্বার পাড়ি দেও পিতা।

চাঁদ ॥ (মাথা নাড়ে) ভেবে দেখ, যদি কোনোমতে নৌকাসহ কালীদহ পার হয়্যা চল্যে আসা যেত, তাইলে তো এতো চিন্তা হোত না জীবনে। জয়ের গৌরবে মত্ত হয়্যা মনে হোত যা কর্যেছি সবই যেন উচিত কর্যেছি। যারে ইচ্ছা বলি দিয়্যা দিছি—তোরে দিছি, শিবদাস, ভবদেব, দঙ্গদাস—মনে হোত সাফল্যের তরে সব যেন প্রয়োজন ছিল। তাই ভালো হোল। পরাজিত হয়্যা চাঁদ পর্য্যুদস্ত হয়্যা গেল, সেই ভালো হোল। এইবেরে এ-আন্ধারে কোথাও হারায়্যা যাক চাঁদ। একেবারে মুছ্যে যাক।

[উঠতে যায়। লখিন্দর বাধা দেয়]

লখি ॥ তুমি বীর। এতোদিন এতো কষ্ট পেয়্যে তবু তুমি আপনার পরিচয় বিকৃত করোনি? পাড়ি দেয়্যা ছাড়া কখনো জীবনে তুমি শান্তি পাবে না তো। বীর তুমি।

চাঁদ ॥ (নিশ্বাস ফেলে) শিবায়্যে স্মরণ কর্য়া একদিন বীর হতে চেয়েছিনু আমি। কিন্তুক, এতো নিন্দা হোল তায়, যে, হতভাগা মনে-মনে যুক্তিতর্ক দিয়্যা নিজেরে নিজের কাছে সমর্থন করি। এর চায়্যা দুষ্টকর্ম আর বুঝি নাই। শুধু নিজে যে কতোই ভালো এই কথা নিয়তই মনে হ'তে থাকে। তাই, ক্রমে ক্রমে একদিন নিজেরে নিজের চায়্যা বড়ো বল্যে হয়তো বা মনে হয়্যেছিল। তাই কয়্যাছিল, নিচ্চয় জয় হবে। জয় যে হওয়াই চাই চাঁদ বণিকের। নাইলে প্রমাণ কীভাবে হবে? আর তাথেই তো সর্বস্ব দিয়্যাও যেন সর্বস্বটা দেওয়া হয় নাই তার। তাই চাঁদ ভেঙ্গ্যে গেল, তার পূজা নিল না শিবাই।

[বাপের দশা দেখে চোখে জল এল লখিন্দরের। সে বাপের জানুতে গাল ঘষতে-ঘষতে বলে]

লখি ॥ পিতা,—আশৈশব কল্পনার পিতা তুমি,—বীর পিতা,—ধন্য লখিন্দর তুমি তার পিতা,—পাড়ি দেও পিতা, আমি অনুচর হয়্যা সাথে-সাথে যাব। আমারে তোমার অনুচর কর্য়া নেও পিতা।

চাঁদ ॥ (ছেলের মুখটা দু হাতে ধ'রে) এই শুধু এট্টা পথ আছে। নিবি সেটা? বীর হবি? আমার যা-কিছু আছে সব দিয়্যা নৌকা গড়্যে দিব। যা কিছু সম্পত্তি আছে সব বেচ্যে অর্থ তুল্যে দিব। যাতে তুই—আমার বংশের একমাত্র ভবিষ্যৎ তুই,—একদিন সমুদ্দুরে পাড়ি দিবি। আমি নৌকা গড়্যে দিব, পাল বেঁধ্যে দিব, যা কিছু আমার আছে সমস্ত উৎসর্গ কর্য়া দেউল্যা হয়্যা যাব,—যাতে ভবিষ্যৎ একদিন রঙেতে রঙীন হয়, যাতে চম্পকনগরী সুস্থ, মুক্ত, অনর্গল হয়্যা যেতে পারে।—সেদিন আমারে যদি ভুল্যে যায় লোকে,—যাক ভুল্যে যাক। নতুন যে বীর হবি তারি পথে জয়ধ্বনি দিয়্যা আনন্দে উন্মত্ত হোক চম্পকনগরী। আমি কিছু চাইনেক। শুধু হোক। শুধু সেই ভবিষ্যৎ সত্য হোক।—হবি, বীর হবি, বল? সমুদ্দুরে পাড়ি দিবি? আমার সে সমুদ্দুরে? বল্, পাড়ি দিবি? দিবি?

[পিতাপুত্রের ওপর আলো কমতে থাকে, আর সূত্রধারের কণ্ঠস্বর রন্‌রন্ ক'রে ওঠে]

সূত্রধার ॥ হায় হায় হায় রে বণিক, এই তব শিবের বন্দনা!
ঘর যায়, বন্ধু যায়
জীবন যৌবন যায়
একমাত্র আশা থাকে ভবিষ্য কল্পনা?

জুড়িরা ॥ (সুরে) হায় হায় হায় রে বণিক, এই তব শিবের বন্দনা!

॥ দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥

তৃতীয় পর্ব

(প্রথমাংশ)

সূত্রধার ॥ সর্বস্ব করিলা পণ চাঁদ সদাগর।
লখিন্দর যাতে পারে যাইতে সাগর ॥
হিতকামী যে কয়টি ছিল বন্ধুজন।
সকলে ব্যগ্রতা করে, ক'রো না এমন ॥
সর্বস্ব উড়ায়ে দিলে বাঁচিবে কেমনে।
দারিদ্র্য ভীষণ দুঃখ বুড়ার জীবনে ॥

জুড়ি ॥ (গানের ছাঁদে)
চাঁদ ভাবে মনে মনে এ ছাড়া তো আর কোনো
পথ নাই পথ নাই
ভবিষ্যে বঞ্চনা করো কেবল বাঁচ্যাব মোরে
এ হেন বাঁচ্যায় কোনো ন্যায় নাই, ন্যায় নাই ॥

সূত্রধার ॥ সনকা কান্দিয়া বলে, তুমি সর্বনাশা।
মোদের জীবন নিয়্যা খেলিতেছ পাশা ॥
স্বামী কেড়্যে নেছ তুমি, কেড়্যে নেছ ঘর।
আমার জীবন তুমি করেছ ধূসর ॥
একমাত্র আশা ছিল পুত্র লখিন্দরে।
তারেও ফুসলায়্যা তুমি পাঠ্যাও সাগরে ॥

জুড়ি ॥ চাঁদ ভাবে মনে মনে, এ ছাড়া তো আর কোনো
পথ নাই, পথ নাই
অনেক ভেব্যেছি আমি শান্তিহীন দিবাযামী
আর কোনো দিশা আমি পাই নাই পাই নাই।
এছাড়া যে আর কোনো পথ নাই, পথ নাই ॥

সূত্রধার ॥ (ঘোষকের মতো শুরু করে)
পুনরায় পাড়ি দেয়া হবে দুস্তর সাগরে।
পুনরায় ডিঙ্গি চাই। লখায়ের মনোমত ডিঙ্গি।
তারে বানানের তরে লোক চাই, জন চাই,
কলাবিৎ কারিগর চাই।
কুড়ালি ও মোটা-মোটা কাছি নিয়্যা এল কিছু কাঠুরিয়া দল।

তাদের সঙ্গতি যতো প্রৌঢ় কলাবিৎ অরণ্যের গর্ভে ঘুরে-ঘুরে
পাকা-পাকা গাছ দেখ্যা ঢ্যারা চিহ্ন দেয়।
তারেপর
পাখির কাকলি সাথে কুড়ালির শব্দ শুরু হয়।
ঘায়ে-ঘায়ে তুঙ্গশীর্ষ প্রাচীন অটবী যেন প্রতিবার শিউরিয়্যা ওঠে,
শেষে কাছির আকর্ষে যেন মাতাল দৈত্যের মতো উপুড়িয়্যা পড়ে।
করাতীরা লেগ্যে যায় সেই গুঁড়িগুল্যা ফালা-ফালা কর্যা
ছুতারের হস্তে দিবে বল্যে।
চিনাশুনা কলাবিৎ ছুতারের দল
হাতুড়ি বাটালি আর তুরপুনের সরঞ্জাম নিয়্যা
সেই ফালা-ফালা কাঠে-কাঠে কালাপাতি করে।
উদিকে নিকটে
তাঁতীপট্টে কিছু অনুরাগী ঘরে
সারাদিন তাড়া খাওয়্যা ইন্দুরের মতো
মাকুগুল্যা সুতা মুখে নিয়্যা এধারে-ওধারে ছুটাছুটি করে।
পাল বুনা হয়।
হাওয়ার ঠেলায় যারা গর্ভবতী রমণীর পারা
ফুল্যে ফেঁপ্যে উঠ্যা নাবিকের মনে-মনে আশ্বাস জাগাবে।
তাই, র‍্যাঁদা আর করাতের শব্দ সাথে-সাথে
হাতুড়ি বাটালি মাকু আর বড়ো-বড়ো কুড়ালির তাল এস্যা মিশে
সাধারণ জীবনের জীবিকা-অর্জনকারী কর্মের প্রবাহে যেন
অলৌকিক সঙ্গীতের ধারা সৃষ্টি কর্যা
অবিশ্রান্ত জীবনের জয়কার শুন্যায়।
আর চাঁদ
মুদ্রাভরা থলি নিয়্যা অকাতরে অর্থের যোগান দেয়,
আর নেশাগ্রস্ত হয়্যা সেই কর্মব্যস্ত জীবনের শব্দ শুন্যা মনে-মনে ভাবে
এই তপোবনে তার আর প্রবেশের অধিকার নাই
তার পূজা প্রত্যাখ্যান করেছে শিবাই।
উদিকে তখন
ঠিকেদার ও ব্যাপারীরা স্বপ্নহীন চোখে
এই কর্মযজ্ঞ থিক্যা কতো বেশী অর্থ লুট্যা যায় তারি ফিকিরে তৎপর।
আর
সাধারণ মানুষেরা, যারা অবিশ্রান্ত জীবনের দর্শন বোঝে না
তারা শুধু মনোযোগে কাজ করে্য যায় ॥

[মঞ্চে আলো জ্বলে। নেপথ্যে ভারী জিনিস বওয়ার 'হিঁ হাঃ হিঁ হাঃ' শব্দ শোনা যায়। একটা বিশাল গাছের গুঁড়ি মাথায় নিয়ে অনেকগুলো লোক পাটাতনের ওপর প্রবেশ করে। তাদের ঘেঁষে-ঘেঁষে দাঁড়ানো ও পা ফেলার ভঙ্গীতে একটা বিরাট কেন্নই চলছে ব'লে মনে হয়। তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঢোকে তাদের ভুলু সর্দার। স্ফীতোদর সর্দার ঢুকেই চেঁচামেচি ক'রে খবরদারী করতে থাকে]

ভুলু ॥ দেখ্যে, দেখ্যে,—আরে, একসাথে চলো সব,—পা মিলাও, পা মিলাও,—দূর,—হাঁক দেও তালে-তালে, হিঁই হাঃ, হিঁই হাঃ,—শালা বড়ো ভারী,—হিঁই হাঃ, হিঁই হাঃ,—মাগীর পাছা ভারী, হিঁই হাঃ, হিঁই হাঃ,—চলো শ্বশুর বাড়ি, হিঁই হাঃ, হিঁই হাঃ,—যা বেটাসব, শাউড়ীর বাড়ি যা—(সামনের দিকে এগিয়ে আসে। কী মনে পড়ায় লোকগুলোর প্রস্থান-পথের দিকে আবার এগিয়ে চেঁচিয়ে বলে) যা বল্যেছি সব ঠিকমতো কর্যে-কর্যে যাবি। আঁ?—(আবার সামনে এগিয়ে আসে) এইগুল্যা দিয়্যা কোনো কাজ হয়? মেষ, মেষ। আমি, ভুলুয়া সর্দার, আমি আছি বল্যে তাই চাঁদ বণিকের এই এতো বড়ো রাজসূয় যজ্ঞ এমন নির্বিঘ্নে চলে। যাক, এট্টু বিশ্রাম নেওয়া যাক। (ব'সে আরামের শ্বাস মোচন করে) আঃ। দেশটায় কোনো নেতা নাই। হেন একটা নেতা—যার পানে সশ্রদ্ধায় চাওয়া যায়, যারে বীর বল্যে মনে হবে? যে নাকি ঘোড়ার উপরে চড়্যে এস্যা চেটো খুল্যে কবে—'রক্ত দেও',—মোরা রক্ত দিয়্যা দিব, 'অর্থ দেও'—মোরা অর্থ দিয়্যা দিব, 'মুখ বুজে কাজ কর্যে যাও, কথা কয়োনাক,' মোরা কাজ কর্যে যাব। আছে? হেন কেউ নেতা? (হাতের ভঙ্গীতে বোঝায় যে নেই) সব ব্যাটা পাজী স্বার্থপর। (ব'লে ফেলেই চকিত হ'য়ে এদিকে-ওদিকে তাকায়। তারপর সুমুখে এগিয়ে আসে) আজকাল দেশের যা হাল হয়্যেছে না,—বেণীরে তাড়্যাল, করালী ভৈরব এল—সব কথা আজকাল ফুকুরে তো কওয়া যায়নাক। তবে মনোগত কথা বলি,—এট্টা লোক ছিল ঐ শ্রীবেণীনন্দন। অবশ্যই পাজী ছিল, ঘুষঘাষও নিত,—নিত, কিন্তু কাজে দড়ো ছিল। সাঁই-সাঁই কর্যে রাজ্যটারে চাল্যায়ে নে যেত। তারি কালে, ভেব্যে দেখ, ধনী আরো ধনী হোল, দরিদ্র ভিক্ষুক হোল, চট্টভট্ট আদি লালে লাল হয়্যা গেল। তাথে আমাদেরো দিনকাল ভালো চল্যেছিল। সুরা আর বিলাস-ব্যসনে এতো অর্থ কোনোদিন খরচা করে নাই চম্পকনগরী। হুঁঃ! যারে কয় লৌহমানব,—ইস্পাত মানুষ। এই ছাড়া নেতা হয়? করালী, ভৈরব, এরা হবে নেতা? (অবজ্ঞায় থুতু ফেলতে গিয়ে থেমে যায়, শঙ্কিতভাবে ব'লে ওঠে) ওরে বাবা! (এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ফেলে) নেতা নাই। মনোদুঃখে মর্যে গেনু। চম্পকনগরী তরে প্রাণ দিব বল্যে খাড়া হয়্যা আছি, কিন্তুক, নেতা নাই।

[একটা ছোটোখাটো রোগা মতন লোক প্রবেশ করে। তার গলায় মাদুলির মতো ক'রেই একটা ঢোল ঝোলানো]

লোকটি ॥ আছে, আছে, নেতা আছে। এই যে, এন্যেছি নেতারে।

[ইতিমধ্যে এক নারী প্রবেশ করেছে। পরনে ঘাঘরা ও কাঁচুলি, মুখে ওড়নায় এক বিরাট ঘোমটা টানা]

ভুলু ॥ কই, কোথা নেতা?

লোকটি ॥ এই, হেথা নেতা।

ভুলু ॥ এই নেতা?

লোকটি ॥ (একগাল হেসে) সেই নেতা!

ভুলু ॥ ধুৎ! নেতা হল্যে মদ্দ হওয়া চাই। যার তরে প্রাণ দেওয়া যাবে। যে আমারে কবে—রক্ত চাই, অর্থ চাই, কথা কয়োনাক,—মুখ বুজে সব মেন্যে যাব।

লোকটি ॥ মহাশয়, চুপি-চুপি এট্টা কথা কই।—শয্যাতে কখনো কাউরে কি কন নাই, যে তোমা তরে প্রাণ দিতে পারি?—গৃহস্থালী চালানের তরে সে যখন রক্তচক্ষে অর্থ দাবী করে, তখন কি গলে রক্ত তুলে খেট্যোখুট্যো অর্থ এন্যা দেন নাই?—অন্য নারী প্রতি আপনার গোপন আসক্তি যখনি হাসির সাথে ওড়ানের চেষ্টা পেয়্যেছেন তখনি সে তারস্বরে ভর্ৎসনা করে নাই,—'কথা কয়োনাক'? আর তখনি কি সাংসারিক শান্তির আশায় আপনেও চেপ্যে যান নাই?—মনসার দিব্য লাগে, সত্য কথা কন?

[ভুলু ঠোঁট টিপে কটমট করে লোকটার দিকে একটু তাকিয়ে থাকে। তারপর একটু স'রে গিয়ে তর্জনীর ইশারায় তাকে কাছে ডাকে]

ভুলু ॥ এইসব গোপনীয় কথা তুমি জানো কোথা থিক্যা? কে কয়্যেছে? বৌ? আঁ?

লোকটি ॥ কেউ নয়, আজ্ঞা কেউ নয়। নিজের জীবন দিয়্যা অপরের অবস্থাটা বোঝা যায় কিনা,—তাথে বুঝি।

ভুলু ॥ বটে?—কবি? নাকি দার্শনিক?

লোকটি ॥ না প্রভু। আমি তো লাচারি গাই। আর এই নেতা—জন্মেছিল দেবতার ঘর্ম থিক্যা, তাই মানুষের ঘর্ম, ক্লেদ নিজে নিয়্যা মানুষেরে পরিষ্কৃত আভরণে সাজার সুযোগ দেয়—নেতা রজকিনী।

ভুলু ॥ রজকিনী!—রজকিনী তরে মোর কোথা যেন দুর্বলতা আছে। সর্বদাই ক্ষারে কাচা বস্ত্রাদি পিন্ধন করে—অতি পরিষ্কার লাগে।—থাকে কোথা?

লোকটি ॥ ওর নামে ঘাট আছে। নেতা ঘাট। সেই ঠাঁয়ে দেবতা মানুষ সকলেরই ময়লা ধৌত হয় আজ্ঞা।

ভুলু ॥ আর তুমি কে বট হে?

লোকটি ॥ আমি লটবর। ওর সাথে থাকি আজ্ঞা। আমি লাচারিতে গান গাই, নেতা নাচে।

ভুলু ॥ নাচে? রজকিনী নাচে?

লটবর ॥ নাচে।

ভুলু ॥ হোয়, হোয়। (এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে) এট্টু নমুনা তো দেখি। মুখখানি দেখাও গো নেতা।

লটবর ॥ (ডেকে) ওগো নেতা—।

নেতা ॥ (ঘোমটার আড়াল থেকে) উঁ?

লটবর ॥ মুখখানি দেখাবে ইঁয়ারে?

নেতা ॥ (মাথা নেড়ে ঘোমটার অন্তরালে অসম্মতির শব্দ করে) উঁ-হুঁ-হুঁ—

লট ॥ (ভুলুকে) আজ্ঞা, রাজি নয়।

ভুলু ॥ কেন, কেন? আমি কাঁচা মুদ্রা উপার্জন করি। সমাজে আমার এট্টা প্রতিষ্ঠা রয়েছে।

লট ॥ আজ্ঞা। তো মশায়ের নাম?

ভুলু ॥ ভুলু, ভুলু। ভুলুয়া সর্দার। মুনিষ খাট্যাই।

লট ॥ ও হো-হো, চাঁদ সদাগর যেই ঠাঁয়ে নৌকা বানায়, সেই ঠাঁয়ে মুনিষ খাট্যান?

ভুলু ॥ হাঁ-হাঁ, সেই ঠাঁয়ে। আরো জনাকয় সর্দার রয়েছে,—কিন্তুক আমারি অধীনে সবচায়্যা বেশী লোক খাটে। আমি নেতা উয়াদের।

লট ॥ শুনেছি সেখানে হোগলার পাতা দিয়্যা মুনিষেরা বসতি গড়্যেছে? সেই ঠাঁয়ে যাব মোরা। তাই তো এয়্যেছি।

ভুলু ॥ কেন, কেন? সেই ঠাঁয়ে কোন কাজ?

লট ॥ এই দেখ! সেইখেনে গাঁওঘর ছেড়্যে কতো লোক প্রতি হপ্তা তন্‌খা পায়। ফলে, বেহিসাবী খরচের ইচ্ছা জাগে। তাই সেথা লাচারির গান নাচ হবে। আর তাদের সবার ঘর্মমোচনের প্রয়োজন হবে—, নেতা আছে। পরদিনে পুনরায় ভদ্র হয়্যা তারা কাজে যোগ দিবে।—কোনদিকে বসতিট্যা কয়্যা দেও, আথেব্যথে যাই মোরা।

ভুলু ॥ বটে, বটে। গরীব মুনিষগুলা উপার্জন করে, তাই শুন্যে ভাগাড়ে শকুনিসম এয়্যেছ এখেনে। যাতে উয়াদের উপার্জনে মোটা অংশ মের‍্যে দিতি পার?

লট ॥ (একগাল হেসে) তা আজ্ঞা, আমরা যায়ারা নাকি নাচাগাওয়া করি,—কিংবা নেতা হয়্যা দেশেরে শাসন করি—আমরা তো পরজীবী বটেই নিচ্চয়। তাই যেই ঠাঁয়ে অর্থ থাকে, আমরাও সকলেই সেই ঠাঁয়ে ভিড় কর‍্যা গিয়্যা পড়ি।—কি গো নেতা?

নেতা ॥ উঁ?

লট ॥ ঠিক কথা কই নাই?

নেতা ॥ হুঁ।

লট ॥ তা ইঁয়ারে কি নমুনা দেখাবে নাকি?

[নেতা দু-আঙুলে ঘোমটা ফাঁক ক'রে ভুলুকে দেখে প্রবলবেগে অসম্মতিসূচক শব্দ করে]

লট ॥ তবু রাজি নয়। (নেতার একটা শব্দ শুনে ঘোমটার ফাঁকে নিজের একটা কান ঢুকিয়ে দেয়। শুনে বলে—) কয়, সাধারণ মানুষের নিকটেই যাওয়া চাই। (নেতাকে) চলো—।

[লটবর নেতাকে নিয়ে রওনা দেয়। ভুলু তাড়াতাড়ি গিয়ে পথ আগলায়]

ভুলু ॥ আরে, শুন-শুন।—তোমার তো চক্ষেতে নেতা কটাক্ষি রয়েছে। (নিজের বুকে হাত বুলাতে-বুলাতে গদগদভাবে আরো কী বলতে যায়, কিন্তু লটবরের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে রূঢ়ভাবে তাকে বলে—) তুমি যাও, ওইপানে বসতিটা দেখ্যে এসো,—আমি তত্খন দুট্যা কথা পুছেপাছে নেই।

লট ॥ আজ্ঞা। (নেতাকে) কিছুক্ষণ আড়ালেই থাকি আমি তবে। (ভুলুকে) হয়্যা গেলে এট্টা হাঁক দিলি হবে। নিকটেই আছি।

[প্রস্থানোদ্যত হয়। হঠাৎ নেতা হাত বাড়িয়ে চুলের মুঠি ধ'রে টানে]

লট ॥ (চেঁচিয়ে) যাই নাই, যাই নাই। খাড়া আছি। এই তো রয়্যেছি খাড়্যায়ে।

[নেতা লটবরকে টেনে তার ও ভুলুর মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়। ভুলু নেতার নিকটে আসবার চেষ্টা করছিল, ফলে লটবরের সঙ্গে তার ভুঁড়িতে ঘষাঘষি হ'য়ে যায়। নেতা লটবরের মুখটা ভুলুর দিকে ফিরিয়ে দেয়]

ভুলু ॥ এ কী, এ কী! হাঁ হে লটবর, তোমার কি কোনো মর্যাদার বোধ নাই?

লট ॥ আছে আজ্ঞা। মোর চায়্যা দুর্বল দরিদ্র কেউ যদি মোরে সাচা কথা কয়—অপমান বোধ হয় মোর। আর সবলে বা ধনীতে যখন মিথ্যা গালি দেয়—মর্যাদা বাঁচ্যায়ে আমি প্রতিবাদ করিনেক। (ভুলু গট্গট্ ক'রে দূরে চ'লে যায়, লটবর বিপন্নভাবে বলে) সমাজের বড়ো-বড়ো নেতা সব তাই কর্যে থাকে আজ্ঞা—

ভুলু ॥ (ফিরে) তোমরা দু-জনে নাচাগাওয়া করো। কতো বড়ো পবিত্র দায়িত্ব সেটা! বোঝো? কোথায় তোমরা মানুষেরে নীতিশিক্ষা দিবে, মহত্তর জীবন গঠন তরে উদ্দীপনা জ্বেল্যে দিবে, তা না কর্যা শুধু প্রমোদ বিল্যাতে চাও? যতো ছোটো-ছোটো কথা কয়্যা মানুষেরে ভুল্যায়তে চাও? আর জীবনে গভীর কথা? নৈতিক উন্নতি? এসবের কিবা হবে? ভেঙ্গে চুর্যে যাবে? (নেতার ঠেলায় লটবর মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়। নেতাকে একলা পেয়ে ভুলু বিহ্বলের মতো তার ঘোমটার ফাঁকে মাথাটা ঢোকাতে যায় এবং মুখে তখন ব'লে যাচ্ছে) সামাজিক দায়িত্ব তো আছে, অ্যাঁ?

[যেই মাথাটা ঢোকাতে গেছে অমনি নেতার চাপড় খেয়ে মাথাটা সরিয়ে নিতে হয়। যন্ত্রণার চীৎকারটাও কিন্তু শেষ করতে পারে না। নেতা ঘোমটা তুলে মাথার ওপর দিয়েছে]

ভুলু ॥ (বিবশ কণ্ঠে) আ-হা-হা—

নেতা ॥ তুমি না নিজেরে নেতা বলো?

ভুলু ॥ (উৎসাহে) হাঁ-হাঁ, সবচায়্যা অধিক মুনিষ কাজ করে আমার অধীনে। আমি নেতা উয়াদের। নেতা। (নেতার গায়ে হাত দিতে যায়)

নেতা ॥ নিজে নেতা হয়্যা উয়াদের নৈতিক শিক্ষণ দিতে পার নাই? যাতে তারা সর্বদাই নীতিপথে থাকে? যে-কাজটা নিজের কর্ত্তব্য ছিল তার দায় তুমি আমাদের উপরে চাপাও?—শালা!

[পুনরায় চড় মেরে নেতা প্রস্থান করে]

ভুলু ॥ এ কী! (ক্ষোভে প্রায় ক্রন্দনোন্মুখ হ'য়ে যেন কোন অলক্ষ্য বিচারকের কাছে নালিশ জানায়) অবজ্ঞায় শালা কয়্যা গেল মোরে!—নেতা নাই। দেশে যদি কোথাও রইতো নেতা তাইলে কি এতখানি অসৈরণ—হায় হায় হায়—

[দু-হাতে মুখ ঢেকে ব'সে পড়ে অভিভূত ভুলুয়া সর্দার। মঞ্চের আলো নিভে যায়। সূত্রধার ঘোষণার মতো ক'রে বলে—]

সূত্রধার ॥ চাঁদের সর্বস্ব দিয়্যা নৌকা তৈরী হোল লখিন্দর পাড়ি দিবে বল্যে।
গত্বরা, গামিনী, ধারিণী, বেগিনী,—
এইমতো ভিন্ন ছাঁদে, ভিন্ন নামে, নৌকা তৈরী হয়্যা
কীলের উপরে খাড়া করা আছে।
যাতে, শুভদিনে গাঙ্গুড়ের জলে তাদেরে ভাসায়্যা
লখিন্দর পাড়ি দিলি পরে
চাঁদ বণিকের শেষ কাজ শেষ হয়্যা যাবে।
তাই চাঁদ স্থির করে
পাড়ি দেওনের পূর্বে লখায়ের বিয়্যা দেয়্যা চাই।
তাই—
সায় বণিকের কন্যা বেহুলা সুন্দরী
নাচেগানে পটিয়সী
বেহুলা নাচুনী বল্যে ডাকে তারে নিছনির লোকে
তারি সাথে বিয়্যা দিবে পুত্র লখায়ের।
(ছড়ায় বলে) সনকা কান্দিয়্যা বলে কোরো না এমন।
বিষহরি আজ্ঞা দিছে স্বপ্নের মাধ্যম ॥
বিয়্যা যদি দেই মোরা পুত্র লখিন্দরে।
সর্পাঘাতে মরিবে সে বাসরের ঘরে ॥
পায়ে ধরি, পায়ে ধরি উপেক্ষা কোরো না।
লখিন্দরে বিয়্যা তুমি দিও না, দিও না ॥

[দু-তিনটা শাঁখ বেজে ওঠে। হৈ-হৈ ক'রে লোক ছুটে যায়। লখিন্দর ও বেহুলাকে নিয়ে সবাই প্রবেশ করে। অপরদিক থেকে আসে লহনা ও অন্য প্রতিবেশিনীরা, শাঁখ বাজাতে-বাজাতে। অল্পবয়সীরা বেহুলা-লখিন্দরকে ঘিরে নাচ-গান শুরু ক'রে দেয়]

গান ॥ বাসরে চলিলা গো
লখাই বেহুলা গো
যেন শ্যামের বামে চলে রাই বিনোদিনী গো।
ও রাই বিনোদিনী গো—
বঙ্কিম ঠাটে চলে
গজমোতি হার দোলে
অনন্ত বাসরে চলে চিরসীমন্তিনী গো ॥

[ন্যাড়া এসে বাধা দেয়]

ন্যাড়া ॥ এইবেরে যাও সব। ব্যাগ্‌গোতা করি অপরাধ নিও না ন্যাড়ার। এইবেরে বরবধূ একা রবে।

মেয়েরা ॥ সেকি! না-না, না-না, আমরা তাইলে বাসর-জাগানি অর্থ পাব না নাকিন? সেট্যা হবেনাক।

এক যুবক ॥ আমরা সবায়ে যদি বাসরে জাগর থাকি, তাইলে তো কালসর্প প্রবেশের ফুকর পাবে না।

[অনেকেই সায় দিয়ে ওঠে। ন্যাড়া লখিন্দরের হাতে মুদ্রার থলি দিয়ে হাত তুলে এদের থামায়]

ন্যাড়া ॥ ভিড়ের সুযোগ নিয়্যা কোনো কালসর্প যদি ছদ্মবেশে আমাদের সাথে যায়? কারে বাদ দিবে বল? সেইট্যা তো অপমান। অথচ সকলে মোরা চিনিনে তো সকলেরে।

দ্বিতীয় ॥ ঠিক-ঠিক। আজকাল গালগর্ভ বচনের ধ্বজার আড়ালে কালসর্প ঘুরাফিরা করে। কখন যে কোথা বিষ ঢালে তাল পাওয়া যায়নাক।

অপরদিক থেকে ॥ এ সকল অনাহক আশঙ্কার কথা। যদিই-বা কালসর্প এইঠায়ে থেক্যে থাকে, কিংবা ধরো যদি ভিড়ের সঙ্গতি যায়, কয়জনা হবে তারা? আমরা তো এতগুলা ভালো লোক আছি, সকলে একত্র হল্যে কালসর্প ঠেকাতে পারিনে? কও?

ন্যাড়া ॥ চোখের আগুতে যে-প্রদীপ রবে সেট্যা যদি সাময়িকভাবে অকস্মাৎ নিভে যায়, কিংবা যদি কিছুক্ষণ ঢাকা পড়ে ছায়ার আড়ালে, তখনি না মানুষেরা দিশেহারা হয়্যা পড়ে। আর তখনি তো কালসর্প দংশাবার অবকাশ পাবে? সেই আন্ধার সময়ট্যাতে কয়জনা থির রয়্যে যেতে পার, কও?

[লখিন্দরের হাত থেকে মুদ্রার থলি পেয়ে মেয়েরা আহ্লাদে ভাগাভাগি করতে ব্যস্ত। সামনে একটু চুপ]

প্রথম জন ॥ না-না, ঐসব কোনো কথা নয়। জীবনে সর্বদা কার্যকারণের একটা যোগসূত্র থাকে। লখিন্দর কী কর‍্যেছে? ওরে কেন নাগিনী দংশাবে? কার্য যে হবে তার কারণটা কই?

দ্বিতীয় ॥ আহা, জীবনে তো আকস্মিক ঘটনাও ঘটে। 'কারণ' তো স্বামী নয়, যে, 'ঘটনাট্যা' সতীসাধ্বী পত্নীর মতন সর্বদাই পিছু-পিছু যাবে। ঘটনা স্বৈরিণী।

[কিছু লোক হেসে ওঠে। মেয়েরা ভাগাভাগি নিয়ে কলরবের সাথে ছুটে বেরিয়ে যায়]

প্রথম জন ॥ তাইলে তো লোহার বাসরঘর বানানই মিথ্যা হোল। অকস্মাৎ পথিমধ্যে যদি নাগিনী ছুবল মারে?

অপর একজন ॥ আমি কই, অকস্মাৎ বল্যে কিছু পৃথিবীতে নাই! যা কিছু ঘটনা, সব নিয়মের নিগড়েতে বাঁধা। নিয়ম ব্যতীত কোনো ঘটনাই ঘটেনাক।

সাবধানী ব্যক্তি ॥ হাঁ-হাঁ, রাহুল তো কয়্যা দেছে, ময়ূরের পুচ্ছে এই এট্টি নেত্র ফুট্যাবার তরে কতো যে অসংখ্য কারণের পারম্পর্য থাকে, সমস্ত কি মানুষে কখনো বুঝে?—তাই সমাজের চতুর্দিকে যখন যে-ঢেউ ওঠে তার সাথে বনিবনা করাটাই ভালো।

অপর একজন ॥ বাঃ, রাহুলের কথা নিয়্যা চার্বাকীয় সমাধান হোল?—এট্টা ঘটনার পাছে অসংখ্য কারণই যদি থাকে, কেন্দ্রে তার কোনো এট্টা নীতি তো নিচ্চয় আছে? এট্টা সেই অনুযায়ী এতগুল্যা কারণের যোগে পরবর্তী কার্য সিদ্ধ হয়?

তৃতীয় ॥ নীতি অর্থে? ভগবান? সাংখ্য কোনো ঈশ্বর মানে না।

সাবধানী ॥ মীমাংসক ঈশ্বর মানে না, বৈশেষিক ঈশ্বর মানে না, বার্হস্পত্য ঈশ্বর মানে না,—আমিও মানিনে।

তৃতীয় ॥ তা ঈশ্বর অসিদ্ধ হল্যে জীবনের কেন্দ্রে কোনো শিবের অস্তিত্ব আরো তো অসিদ্ধ।

ন্যাড়া ॥ শুন, এইসব কূটতর্ক রেখ্যা তোমরা এখন এট্টু গৃহপানে যাও—

[ন্যাড়া তাদের বাইরের দিকে ঠেলতে থাকে। ন্যাড়া যখন প্রায় এদের বের ক'রে দিয়েছে, ওদিকে তখন দু-একজন পিছনে র'য়ে গিয়ে লখিন্দর-বেহুলাকে পরামর্শ দেয়]

পরামর্শদাতারা ॥ সাপ-সাপ বল্যে এতো চিন্তা করা উচিত হয় না। কেননা, এতো যদি চিন্তা করো তাথেই তো নাগিনীরা জন্ম পায়। আসলে তো, দেহ মন চিন্তা, এইগুল্যা বিভিন্ন পদার্থ। সবই হোল এক বস্তু হ'তে বিভিন্ন প্রকাশ। আয়তনে তারতম্য,—গুণগত তারতম্য। কাজেই, বস্তুর প্রভাবে চিন্তা যদি জন্ম পায়, চিন্তার প্রভাবে বস্তুও তো জন্ম পায়—

[ন্যাড়া এসে তাদের ঠেলতে থাকে]

ন্যাড়া ॥ পায়ে ধরি, যাও—আজ উৎসবের দিনে কোনো রূঢ় কথা কইতে চাইনে, শুধু ব্যাগ্‌গোতা করি আজ যাও, লখিন্দর পাড়ি দিলি পরে তখন সকলে বস্যা যাবতীয় যুক্তিতর্ক বিচারে প্রয়াস পাব—আজ যাও।

[তাদের কোনো কথা বলবার অবসর না-দিয়ে ন্যাড়া তাদের বাইরে বের ক'রে দিয়ে ফেরে]

ন্যাড়া ॥ (উড়ুনীটা বাঁধতে-বাঁধতে) এ নগরে মানুষজনেরা সব অদ্ভুত হয়্যা গেছে। কী কর্য্যে যে বাঁচা যায় তার কোনো মিলিত চিন্তন নাই, শুধু নানাবিধ তর্ক আছে। অন্ধকার যুগ। চলো যাই। (পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে ফিরে) আমি ও লহনা শুধু সাঁতালির শিখরের পথটা দেখায়ে দিব। উপরেতে শুধু তোমরা একেলা যাবে। আর কারো যাওনের আজ্ঞা নাই। শুধু বড়ো সদাগর একা প্রহরায় রবে। চলো। জয় শিব, জয় শিব শম্ভু দুর্গেশ্বর পার্বতীপতি।

লহনা ॥ (পথ দেখাতে-দেখাতে গান ধ'রে দেয়)

বঙ্কিম ঠাটে চলে
গজমোতি হার দোলে
অনন্ত বাসরে চলে চিরসীমন্তিনী গো—

ন্যাড়া ॥ (এরই সঙ্গে বলতে-বলতে যায়)

জয় ভক্তাধীন বাবা সর্বার্থসাধক
জয় মঙ্গলদায়ক শিব বিধি বিধায়ক

[এদের পিছনে বেহুলা-লখিন্দর মঞ্চের পিছন দিকের একটা পার্শ্বপথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। নিঃশব্দ দ্রুতপদে প্রবেশ করে সনকা। তার হাতে সর্পলাঞ্ছিত মনসার ঘট। এদিকে-ওদিকে গিয়ে তাকিয়ে দেখে কেউ তাকে লক্ষ করছে কিনা। তারপরে আঁচল দিয়ে ঘটটিকে ঢেকে নেয় বুকের কাছে, ও মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বেরিয়ে যায় বেহুলা-লখিন্দরকে সাপের মতো অনুসরণ ক'রে। সেই ফাঁকা মঞ্চে, একেবারে সুমুখে, মঞ্চতলে, দু-জনের প্রবেশ]

প্রথম ॥ উই যে দেখ্যেছ—এক্কেরে সাঁতালির মাথার উপর? ওই হোথা লোহার বাসর ঘর বেন্ধ্যেছে বণিক।

দ্বিতীয় ॥ ভবিতব্য এড়ানের তরে কত না কৌশল করে জীবনে মানুষ। তবু মর্য্যে যায়। এই চন্দ্রধর, লখিন্দর,—দু-জনাই মর্য্যে যাবে।

প্রথম ॥ আচ্ছা, কেন হেন হয় বলদিনি? চন্দ্রধর ব্যক্তিটা তো শুনি কিছু গুণধর ছিল, তবু দেখ, প্রচণ্ড আক্রুষ্ট। লখিন্দরও দেখ,—ইতর অসভ্য ঐ ছ্যামড়াগুল্যার সাথে কভু মিশেনাক, অসভ্যতা করে না কখনো, তবু দেখ তারেপর কত রাগ। কেন? কী পাপ কর্য্যেছে এই বণিকের বংশ যাথে এত লোক এত ক্রুদ্ধ তায়াদের প্রতি?

দ্বিতীয় ॥ উয়াদের চিন্তাভাবনা সব যেন সংখ্যালঘু মানুষের মতো। সমাজেতে বেশীভাগ লোকে যেট্যা ভাবে, ওরা তা ভাবে না। বেশীভাগ লোকে যেট্যা করে,

ওরা তা করে না। এইট্যাই পাপ। আরে, জয়ী হ'তে গেলে এট্টা দলে বদ্ধ হওয়া চাই, আর সংখ্যাগুরু অংশটার যত লোভ মোহ আর দুর্বলতা আছে সেগুল্যাও পরিতুষ্টকরণের পদ্ধতিটা জানা চাই।

প্রথম ॥ এইট্যা মানি না। এইট্যা কখনো চিরকেলে সত্যকথা নয়। তাছাড়া, এই যত ছ্যামড়াগুল্যা,—যারা অসভ্যতা করে,—ইয়ারাই সমাজেতে সংখ্যাগুরু? আর, নির্বিরোধী সামান্য গৃহস্থ, ভদ্র ছেল্যাগুল্যা—ইয়ারা সকলে মিল্যে সমাজেতে সংখ্যালঘু? কী যে কও! শুধু হাঁ, এট্টা ত্রুটি আমাদের আছে, ডরেতে আমরা সবে চুপ কর্য়ে থাকি। জোর কর্য়ে সত্যকথা কওনের দক নাই আমাদের।

দ্বিতীয় ॥ হ্যাঃ! দেখ, সত্যকথা জোর কর্য়ে কওনের মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই। এখন তো সন্‌ঝা হয়্যা গেছে, আকাশেতে চান্দ? এইট্যা তো সত্যকথা? তা তুমি যদি এস্যা জোর কর্য়ে ফুকুরিয়া বলো—'সনঝা হয়্যা গেছে, আকাশেতে চান্দ'—কী এমন বাহাদুরি হোল? কিন্তুক, দেশট্যায় বেশীভাগ ব্যক্তিকেই যদি নেশাগ্রস্ত কর্য়া দিতি পারো, যাতে চাঁদট্যারে তারা ঠাওর না পায়—

প্রথম ॥ আহা, তাও নাকি হয় কোনোদিন—

দ্বিতীয় ॥ হয়, হয়। আরে অযোধ্যাপুরীতে সংখ্যাগুরু লোকেরা তো একসাথে নেশাগ্রস্ত হয়্যা অকস্মাৎ ভাবে নাই যে সীতা কলঙ্কিনী। কিছু লোক ভেব্যেছিল। তারাই তো দল বেন্ধ্যা সেই কথা কয়্যা কয়্যা—হেঃ।—দল বান্ধা চাই, প্রচারের তাক্ বুঝা চাই—।

[একটি যুবক প্রবেশ করে। মাথায় মনসার ঘটের মতো সর্পলাঞ্ছিত শিরস্ত্রাণ। হাতে 'বাঘনখ'। সঙ্গে ব্যভিচারে অপচিতদেহ একটি লোক। এদের দর্শনে ব্যক্তি দু-জন যেন সন্ত্রস্ত হয়]

দ্বিতীয় ॥ (কথা পাল্টে) হাঁ, যেই কথা হতেছিল। আমাদের আধুনিক শাস্ত্রমতে সমুদ্দুরে যাত্রা করা পাপ। তা আমরা তো আধুনিক? সুতরাং অধুনা যা সকলেই মানে সেইট্যারে উল্লঙ্ঘন করা অতীব গর্হিত—

[বলতে-বলতে চ'লে যায় দু-জনে। যুবক লোকটিকে নিয়ে এগিয়ে আসে মঞ্চের সামনের দিকে। সপ্রশ্ন ভঙ্গী করে। লোকটি ঘাড় হেলিয়ে তার উত্তর দেয়]

যুবক ॥ কয়ট্যায়?

লোক ॥ স-ব। যতোকট্যা নাও নিয়্যা লখিন্দর সমুদ্দুরে যাবে, সবকট্যা ফুট্যা কর্য়া গেছে। গত্বরা, গামিনী, সর্ববাতসহা,—প্রতিট্যায়। হয় ফুট্যা কর্য়ে আঠা দেয়্যা আছে, নয়তো-বা ডহরের নীচে যেথা কালাপাতি করা,—সেইগুল্যা ফেড়্যে দেয়্যা গেছে। (ফিক্ ক'রে হেসে) সমুদ্দুরে পৌঁছানের আগে বৈতরিণী পৌঁছে যাবে বাবা লখিন্দর।

[ইতিমধ্যে আর-একটি যুবক কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রথম যুবক লোকটিকে কিছু অর্থ দেয়]

প্রথম ॥ বাকি অর্থ—লখায়ের নাও যেইদিন ডুব্যা যাবে—পাবে। আরো বেশী দিব। পুরস্কার।

[লোকটা গলিত হ'য়ে নমস্কার ক'রে চ'লে যায়]

দ্বিতীয় ॥ (ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সংবাদ দেয়) তারাপতি কর্মকার।

[প্রথম যুবক ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে—কোথায়? দ্বিতীয় যুবক একদিকে গিয়ে হাতছানি দেয়। প্রৌঢ় তারাপতি কর্মকার আসে। তার বেশবাস কিছু অবিন্যস্ত। চোখ যেন অনেক কান্নায় রাঙা]

দ্বিতীয় ॥ তেনা তারাপতি কর্মকার। ওই লোহার বাসরঘর তেঁয়ার নির্মিতি।

প্রথম ॥ (দ্বিতীয় যুবককে ইঙ্গিতে দেখিয়ে) কথামতো ফুট্যা করো্যে দেছ?

[তারাপতি অস্বাভাবিকভাবে তাকায়, উত্তর দেয় না]

দ্বিতীয় ॥ (চাপা স্বরে) কও, সংবাদটা কয়্যা দেও। লোহার বাসরঘরে ফুট্যা করো্যে দেছ কিনা কও।

তারাপতি ॥ (কথা কইতে যায়, পারে না, ঠোঁটদুটো কাঁপে। রুদ্ধ আর্তস্বরে ব'লে ওঠে) ভগবান!

[মাটিতে ব'সে পড়ে]

প্রথম ॥ (চকিতে একটা চাকু বের ক'রে তার সামনে ব'সে প্রশ্ন করে) তুমি শালা ফুট্যা করো্যে দেও নাই?

তারাপতি ॥ (সংযত হ'য়ে অস্ফুটে বলে) দিছি—

প্রথম ॥ (কিছুক্ষণ তারাপতির দিকে তাকিয়ে থেকে) কেউ দেখ্যা ফেলে নাই? (তারাপতি মাথা নাড়ে) যদি এট্যা সাচা কথা হয়, বেঁচ্যে যাবে। নাইলে (হাতের চাকুটা মুছতে-মুছতে) একদিন অকস্মাৎ দেখা যাবে, তোমার পুত্রেরে কারা যেন গলা চির্যা পথে ফেল্যে গেছে।

দ্বিতীয় ॥ (ঘোষণার মতো, কিন্তু নিম্ন স্বরে) গাঙ্গুড়ের তীরে যুবকের মৃতদেহ।

প্রথম ॥ (কুমীরের মতো নিষ্পলক চোখে) ফুট্যা করো্যে দেছ?

[তারাপতি মাথা হেলায়। প্রথম যুবক কিছু মুদ্রা তার দিকে প্রসারিত করে]

প্রথম ॥ বাকি মুদ্রা লখিন্দর মারা গেল্যে দিব।

তারাপতি ॥ (সেই মুদ্রার দিকে তাকাতে চায় না। নত হ'য়ে নমস্কার ক'রে উঠে পড়ে। দ্বিতীয় যুবক পা বাড়িয়ে তারাপতির গমনে বাধা দেয়। ইঙ্গিতে প্রথম যুবকের প্রসারিত হস্তের দিকে দেখায়। তারাপতি কী করবে বুঝতে পারে না। দুই যুবকের দিকেই তাকায়, জোড়হাতে একটা শুষ্ক হাসি টেনে বলবার চেষ্টা করে) না-না, এইটুকু কর্ম তরে—তারেপর এইট্যা তো মনসার আজ্ঞা বল্যে কয়্যেছ তোমরা—ইয়াতে কি মুদ্রা নিতি পারি।

দ্বিতীয় ॥ কর্মকার পাটকের নায়ক তুমি না? তোমার উপরে মোরা ঢের আশা রাখি। (আবার ইঙ্গিত করে মুদ্রার দিকে। তারাপতি কম্পিত শ্বাস টেনে ভিক্ষাঞ্জলি হয়) নীচু হয়্যা লও।

[তারাপতি নিচু হ'য়ে প্রথম যুবকের হাতের নীচে হাত পাতে। প্রথম যুবক তার দিকে তেমনি তাকিয়ে থেকে আঙুলের ফাঁকে মুদ্রা ক'টা তারাপতির হাতে ফেলে দেয়]

তারাপতি ॥ (হঠাৎ কেঁদে ব'সে পড়ে) বণিক আমারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস যায়—

[মাটিতে মাথা ঠোকে। যুবকেরা উদাসীন কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে। তারাপতির প্রথম আবেগটা চ'লে যায়। তারপর চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ায়]

প্রথম ॥ বিয়্যাযোগ্যা কন্যা এক আছে না তোমার? সাবধানে চ'লো।

দ্বিতীয় ॥ মুদ্রা কট্যা উত্তরীয়ে বেন্ধ্যে লও—

[তারাপতি একবার তাদের দিকে তাকিয়ে মুদ্রাগুলো খুঁটে বাঁধে। কেমন যেন শুকিয়ে গেছে লোকটা। নত হ'য়ে নমস্কার ক'রে চলে]

প্রথম ॥ লখিন্দর মর‍্যা গেলে আরো মুদ্রা পুরস্কার পাবে।

[তারাপতি আবার নমস্কার ক'রে বেরিয়ে যায়। যুবক দু-জন পরস্পরের দিকে একপলক তাকায়। ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি]

দ্বিতীয় ॥ (সাঁতালির দিকে ইঙ্গিত ক'রে) বহু ওঝা এন্যেছে বণিক। তারা সবে সাঁতালি পাহারা দেয় আর সর্পধ্বংসী মন্ত্র পড়ে।

প্রথম ॥ (দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে সাঁতালি পর্বত দেখতে-দেখতে চিবানোস্বরে বলে) ভয়িল কোথায় রে?

দ্বিতীয় ॥ আছে কোনো শুণ্ডীর আলয়ে।

প্রথম ॥ (হঠাৎ দ্রুত) চলো; বহু কাজ আছে—।

[তাদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই লখিন্দর ও বেহুলা পিছনের সোপান বেয়ে পাটাতনের উপর উঠে আসে]

লখি ॥ (এগিয়ে আসতে-আসতে বুক ভ'রে নিশ্বাস নেয়) আঃ। উপরেতে উঠ্যে এল্যে বায়ু যেন অনেক নির্মল লাগে। (বেহুলার দিকে চেয়ে) লাগে না তোমার? (বেহুলা হাসি-মাখা মুখে অতি ক্ষীণভাবে সায় দেয়। লখিন্দর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে) নীচেকার নগরীর যতো মালিন্য কুশ্রীতা—এইসব যেন উপরে থাকে না। তাই নয়? (বেহুলার মুখ তেমনি হাসি-মাখানো। সায় দেয় কি দেয় না বোঝা যায় না। তার দিকে তাকিয়ে থেকে লখিন্দর বলে) তুমি কে? কেমন মানুষ তুমি? (বেহুলা কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকায়) আচ্ছা, তোমার যে পিতামাতা,—তেঁয়ারা কি পরস্পরে খুব ভালোবাসে? (বেহুলার হাসিমুখ আরো উজ্জ্বল হয়। বড়ো ক'রে সায় দেয়। লখিন্দর একটু তাকিয়ে থেকে হঠাৎ স'রে

গিয়ে পাটাতনের কিনারায় এসে ঝুঁকে নীচে তাকিয়ে বলে) ঐ দেখ নীচে চম্পকনগরী। এতো দূর থিক্যা মনে লাগে যেন কতো শান্ত, কতো স্নিগ্ধ। অথচ নিকটে যাও—কি নিষ্ঠুর, বীভৎস নগরী।—ঘরে-ঘরে দীপ জ্বলে, দেখ। হেথা হ'তে মনে লাগে যেন প্রতিদিন এইমতো জীবনের দেওয়ালী চল্যেছে।—যদি এইমতো দূরে অনেক উপরে আরোহণ কর্য্যে রয়্যা যেতে পারি, তাইলে হয়তো ঐসব মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা—সব ক্ষমা কর্য্যে দেওনের উদারতা পাব। তাইলে হয়তো—। থাক, থাক ওসকল কথা। আজ মোরা অনেক উপরে। আকাশের কাছাকাছি। (বেহুলাকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করে। বেহুলা বসে। বেহুলার দিকে তাকিয়ে) অশেষ সুন্দরী তুমি। এতো রূপ কোথা হ'তে পেলে তুমি নিছনি কামিনী! কার নির্মন্‌ছন লেগ্যে? শুন্যেছি আমার মাও নাকি এমনি সুন্দরী ছিল যুবতী বয়সে। বাপে নাকি গান বেন্ধ্যেছিল

বিতোপনী কন্যা তুমি সনকা সুন্দরী,
পাগল কর্য্যেছ পুরা চম্পকনগরী।

(হঠাৎ থেমে) আজ রাতে জেন্যা নিতি হবে, তোমাতে আমাতে মিল্যে কোনো একাত্মতা হবে কিনা। বেশী তো সময় নাই। (বেহুলা বিস্মিতভাবে তাকায়। লখিন্দর উঠে পড়ে) দেখ্যা আসি লোহার বাসরঘর কীমতো সাজান আছে। (দু-পা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে) আজ রাতে—যদি স্বাতী তারকার একবিন্দু জল ঝর্য্যে পড়ে আমাদের মুহূর্তের শুক্তির উপরে, তাইলে জীবন—মুক্তাঝুরী হবে। আর (তিক্তভাব আসে হাসিতে) নাইলে ও লোহার বাসরঘর চিরদিন তরে লোহার পিঁজর হয়্যা রবে। (হেসে চ'লে যেতে গিয়েও যেতে পারে না। হঠাৎ দ্রুত বেহুলার পাশে এসে ব'সে তার হাতদুটো ধ'রে বলে) কথা কও, কথা কও, কথা কওনাক কেন?

বেহুলা ॥ (ঠোঁট দুটি কোনোমতে বলে) কী কথা?

লখি ॥ (বেহুলার মুখের দিকে চেয়ে) সাচে কও, আমারে তোমার মনোমতো লেগ্যেছে কি? (বেহুলা সলজ্জে দীর্ঘ ক'রে সায় দেয়। লখিন্দর মুখ নত ক'রে বেহুলার হাতদুটি বার-বার নিজের মুখে গালে কপালে চেপে ধরে) আঃ, আঃ। আজ তুমি নিজেরে উন্মুখ রেখো,—আমারে গ্রহণ ক'রো। আমি স্থিরমতি নয়,—কেন্দ্র নাই জীবনে আমার, সকলের সাথে সংযোগে আগ্রহী আমি, তবু—সংযোগে আশঙ্কা হয়,—এইসব নিয়্যা আমি, আমারে গ্রহণ ক'রো, আমারে গ্রহণ...(বলতে-বলতে তার কথাগুলো ডুবে যায়। বেহুলার হাত ছেড়ে সে উজ্জ্বল চোখে সোজা হ'য়ে বসে। বেহুলার দিকে তাকায়। কী যেন দেখতে পায়। চোখ বন্ধ ক'রে আকাশের দিকে মুখ তোলে। রুদ্ধস্বরে) এইসব মুহূর্তেই মনে হয় যেন ঈশ্বর রয়্যেছে। (মুখ থেকে হাত নামিয়ে বলে) বাসরের কক্ষট্যারে দেখ্যা আসি। তারেপর দু-জনা সেথায় যাব।

[উঠে একপাশে বেরিয়ে যায়। বেহুলা লখিন্দরের আঁকড়ে-ধরা হাতদুটি নিজের গালে চেপে চোখ বোজে।—পিছনে সোপান বেয়ে সনকা উঠে আসে। তার কাঁখে মনসার ঘট। বেহুলাকে পিছন থেকে দেখে সে বড়ো ক'রে ঘোমটা টেনে নিজের মুখকে আবৃত ক'রে এগিয়ে আসে। এসে একপাশে ফিরে দাঁড়ায়]

সনকা ॥ আমাপানে তাকায়ো না তুমি। (জানে তাকাবে, তাই তিরস্কারের ভঙ্গীতে) তাকায়ো না! গুণ্ঠন টেন্যা দেও। বড়ো কর্য়ে টেন্যা দেও যাতে মুখ নাই দেখা যায়। আমি লখায়ের মাতা, শাসু হই সম্পর্কে তোমার। আজ রাতে মুখ দেখা অমঙ্গল তাই অন্যপানে চায়া থাকো। যা কিছু কওয়ার আছে তাড়াতাড়ি কয়্যা-যাই, মন দিয়্যা শুন। লখিন্দরে কেড়্যা নিতি চাও, নিবে। কিন্তুক তারে তো চিন না তুমি। কিসে তার ভাল লাগে, কিসে সে অধীর হয়, শরীরে সে কতোটা দুর্বল—(একটা শ্বাস টানে সনকা) তাই আজ রাতে কথা দেও আমার নিকটে, আমৃত্যু সর্বদা তুমি তার কাছাকাছি রবে। যদি কোনো সর্বনাশ আসে নিজের জীবন দিয়্যা তুমি তারে আগুল্যে বাঁচ্যাবে। কথা দেও।

বেহুলা ॥ কথা দেই।

সনকা ॥ জোরে কও। ইষ্টদেবতার নামে কথা দেও মোর কাছে।

বেহুলা ॥ ইষ্টদেবতার নামে কথা দেই আমি, আমৃত্যু স্বামীর কাছে রব আমি ছায়ার মতন।

সনকা ॥ জনম এয়োতি হও, আশীর্বাদ করি আমি, জনম এয়োতি হও, (হাসির আওয়াজ শোনা যায়) আঃ! এইবেরে পিতা তার যতো চেষ্টা পাক, লখাই তো আর কভু পাটনে যাবে না।—আজ রাতে এই কথা বুঝ্যায়ে সম্মত ক'রো স্বামীরে তোমার। প্রতিজ্ঞা কর্যাবে—সর্বদা তোমারে যেন নিকটে-নিকটে রাখে।

বেহুলা ॥ কিন্তুক, চাঁদ বণিকের বংশধরে আমি পাড়ি দেওনের পথে কেমনে মা বাধা দিব? সেইট্যা তো অন্যায় হবে।

সনকা ॥ (তীব্র স্বরে) সঙরিয়া রেখো তুমি ইষ্টদেবতার নামে প্রতিজ্ঞা কর্য়েছ, সর্বদাই তুমি তার কাছাকাছি রবে। তাথে যদি বাধা হয়, হবে।—নিছল বালিকা তুমি, পুরুষেরে জানো না এখনো। তাই কই, সমস্ত সময়ে ঘিরে রেখো স্বামীরে তোমার। ভগবান যতো মায়া দেছে নারীর শরীরে সমস্ত প্রয়োগ ক'রো চতুর কৌশলে। তবু,—এই কথা মনে রেখো, কখনো উজাড় কর্য়ে দিও না নিজেরে। তোমার প্রেমের যতো অন্ধিসন্ধি, সব যদি জানা হয়্যা যায়, কৌতূহল মিট্যে যাবে। পুরাতন পড়া পুঁথিসম তোমারে সে ফেল্যে চল্যে যাবে অন্য এক নারীর নিকটে। নয়তো-বা সমুদ্দুরে যাবে। আর তুমি পড়্যে রবে উপেক্ষিতা নারীর মতন,—হৃতলজ্জা, হৃতমান (শোনা যায় কম্পিত শ্বাস টানে সনকা। তার কণ্ঠ কাঁপে) তুই এস্যেছিস লখায়েরে কেড়্যে নিবি বল্যে, তবু তোর তরে সমব্যথা

লাগে মনে। (সংযত কণ্ঠে) যাই আমি। মনসার ঘট রেখ্যা আসি বাসরের পিছনে। মাগো বিষহরি, রক্ষা ক'রো আমার সন্তানে—

[বলতে-বলতে সনকা ছায়ার মতো চ'লে গেল। বেহুলা ধীরে-ধীরে তার ঘোমটা তোলে। তার দু-চোখে শঙ্কা। তীব্র শিসের শব্দ। সামনে মঞ্চের উপরে, দু-তিনজন যুবক ছুটে একপাশ থেকে আর-একপাশে বেরিয়ে যায়।—লখিন্দর ফিরে আসে]

লখিন্দর ॥ চলো, এইবেরে সাঁতালির চূড়াট্যায় যাই মোরা,—লোহার বাসরঘরে।—ক্লান্ত লাগে। সারাদিন এমন গিয়েছে। এই বাসরের রাত্রি মোর কালরাত্রি। (বেহুলা তার মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বাধা দেয়। লখিন্দর সেই হাতটা ধ'রে নিজের মুখের ওপর বোলায়) হতে পারে। মনসার হিংসা তো প্রচণ্ড।—আচ্ছা, তোমার তো কোষ্ঠীতে রয়্যেছে তুমি নাকি জনম এয়োতি হবে? (বেহুলা সায় দেয়) তার অর্থ,—যদি সে-বিচার সত্য হয়, আজ রাতে তোমারেও হয়তো-বা বৈতরণী পার হ'তে হবে আমার সঙ্গতি। (বেহুলা সস্মিতভাবে ঘাড় হেলায়) জানো, আমার অন্তরে বাঁচনের যেই মতো আকর্ষণ, সেই মতো মরণেরও প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা। একি শুধু আমারই বৈলক্ষণ্য, নাকি সকলের? সমগ্র এ-মনুষ্যজাতির অন্তরে কি এই দুট্যা সুতা জট বেন্ধ্যে নাই? (হেসে) এই কথাগুল্যা যেন বাসরের উপযুক্ত সন্ধাভাষা নয়, তাই নয়?—হোক্। যা হবার হয় হোক্। আজ রাত উৎসবের রাত। এই রাত্রে স্বাতী তারকার জল যদি ঝর্য্যে পড়ে—ইতিহাস অন্তঃসত্ত্বা হবে! (আবার হাসে) কী করুণ দম্ভ মানুষের! (হাসতে-হাসতে বেহুলার হাত ধ'রে নিয়ে চলে) চলো, চলো। (হঠাৎ ফিরে) হাসো। জীবনের মুখোমুখি হই চলো মানুষের করুণ সাহসে।

[হাসতে-হাসতে বেহুলাকে নিয়ে চ'লে যায়। সম্মুখভাগে যুবকেরা অন্য দলের দু-জন যুবককে নির্দয়ভাবে মারতে-মারতে নিয়ে আসে। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা যায়]

শ্-শালা, মোদের পাটকে এস্যা বহ্নাস্ফোট কর্য্যে যাবে—
ভেব্যেছ কি মর্য্যে গেছি আমরা সকলে—
চৌমাথা পার হয়্যা শালা কেন এয়্যেছিলি আমাদের থানার ভিতরে—
চল্ শালা, এ দুট্যারে শেষ কর্য্যা দেই—
চল্—'গাঙ্গুড়ের তীরে যুবকের মৃতদেহ',—চল্ শালা—

[তেমনিই মারতে-মারতে সকলের প্রস্থান। বাসরঘরের দিক থেকে সনকা আসে। তার হাতে ঘট নেই। জানু পেতে প্রার্থনা করে]

সনকা ॥ মাগো বিষহরি, আমি যদি সতী হই রক্ষা কোরো সন্তানে আমার।

[মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে উঠে পড়ে। দ্রুত পিছনে অবতরণের পথে নেমে যায়। অপরদিক থেকে চাঁদ বণিক প্রবেশ করে। তার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হাতে হেতালের লাঠি, সুরার কলসী ও মাটির পানপাত্র। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে মদ ঢেলে খায়]

চাঁদ ॥ (মদের উগ্র স্বাদে চোখ বন্ধ করে। তারপর বলে) হর হর মহাদেব।

[যেন চাঁদের নামজপের প্রতিধ্বনিতেই পিছনে কিছু কণ্ঠে চীৎকার ওঠে ঃ "হর হর মহাদেব"। গাল বাজানোর আওয়াজ আসে। চাঁদ চকিত হয়। আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। পরক্ষণেই জনা চার পাঁচ ওঝা সনকাকে ঘিরে নিয়ে আসে]

প্রধান ওঝা ॥ সদাগর, তুমি মানা কর‍্যে দেছ কেউ যেন না-আসে উপরে। তাথে তোমারি সঙ্গতি নিয়ে এনু মাঠাকুরানীরে।

[চাঁদ তাকিয়ে থাকে সনকার দিকে]

সনকা ॥ আগু চল্যে যেতে কও ইয়াদের।

[চাঁদ হাতের ইঙ্গিত করে]

প্রধান ওঝা ॥ অপরাধ মার্জনা কোরো ঠাকুরুণ।

[নমস্কারে নত হয়]

সনকা ॥ মানুষের পরিবর্তে সর্প ধ'রো ওঝার সুপুত্র সর্প ধর‍্যে ক্ষমতা দেখায়ো।

[প্রধান ওঝা অপমান বোধে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। চাঁদের দিকে তাকায়। চাঁদ তাকিয়ে থাকে সনকার দিকে। ওঝারা অপ্রসন্নভাবেই চ'লে যায়]

সনকা ॥ তুমি যদি এই ঠাঁয়ে জাগর রইতে পারো, তাইলে আমিও তা পারি। পুত্রের মঙ্গলতরে মায়ের যে-ব্যাকুলতা সেটা অপরের চায়্যা ঢের বেশী। যতোই কেননা তার বাপ তারে কেড়্যে নিতি চেষ্টা পাক।

[চাঁদ কিছু বলে না। মদ ঢেলে খায়]

সনকা ॥ (একটু দেখে) আজকাল দিনরাত এইমতো মদ্যপান চলে নাকি? (চাঁদ কোনো উত্তর দেয় না) এই বেশে গিয়্যাছিলে নাকি লখায়ের বিবাহবাসরে? (চাঁদ কোনো উত্তর দেয় না। সনকা হঠাৎ হেসে—) বেহাই হয়তো এইকথা ভেব্যেছে যে শিবভক্ত আজকাল শিবের নকলে আলুথালু বেশে ঘোরে। (তীব্র উচ্চহাস্য ক'রে ওঠে। হাসির শেষে বলে) হায়রে নকল শিব! (চাঁদ নেশারক্ত চোখে তাকায় সনকার দিকে। যেন কিছু বলতে যায়। কিন্তু কিছু বলে না, ফিরে মদ খায়) আজকাল শুনি হাড়িনী, ডোমিনী, রজকিনী,—এরা সবে নাকি নিত্য শয্যার সঙ্গিনী? (চাঁদ কোনো উত্তর দেয় না। সনকা তীব্র হেসে—) ভালো, ভালো, পুরুষের জোয়ানী তো বহুদিন থাকে কিনা।—তারেপর পুরুষের ব্যভিচার, সে তো সমাজে স্বীকৃত। যতো পাপ শুধু নারীর বেলাতে।

চাঁদ ॥ (হঠাৎ অল্প হেসে পানপাত্র দেখিয়ে বলে) তাইলে বরঞ্চ এইট্যাই খাও। কিছুট্যা হয়তো শান্তি পেয়্যা যাবে।

সনকা ॥ (তীব্র উচ্চহাস্য ক'রে ওঠে। তারপর বলে) ন্‌নাঃ। (চাঁদ হাত ওল্টায়। তারপর নিজে খায়) হায় রে। সে-বণিক, আর আজিকার এ-বণিক। একদিন সবে

যারে আদর্শস্থানীয় বল্যে শ্রদ্ধান্বিত হোত তারে আজ কেউ ফিরেও পুছে না।—নাঃ, এ-বণিক সে-বণিক নয়।

চাঁদ ॥ (একটু চুপ ক'রে থেকে) ঠিক। এই চাঁদ সেই চাঁদ নয়। ঠিক। আজিকার এই চম্পকনগরী, আমার সে যৌবনের চম্পকনগরী নয়,—যার তরে পাড়ি দিয়েছিনু। আজ মনসা সর্বত্র। কে আজ বাঁচ্যাবে এরে? কী পথে বাঁচ্যাবে?

[সম্মুখমঞ্চে চাদরে গা-মাথা ঢাকা দু-জন লোকের ত্রস্ত প্রবেশ]

প্রথম ॥ (চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে) দেখ্যেছ দেখ্যেছ, দুইজনা যুবকেরে যেন ধর‍্যা নিয়্যা গেল খালভূমিট্যায়?

দ্বিতীয় ॥ চল্যে এসো, চল্যে এসো, আমাদের ঐসবে কোনো কাজ নাই।

প্রথম ॥ হত্যা কর‍্যা দিবে নাকি?

দ্বিতীয় ॥ দিবে যদি দিবে। ভ্রাতৃহত্যা এয়্যেছে এ-দেশে, এ এখন বহুদিন রবে। তুমি চল্যা এসো।

প্রথম ॥ চক্ষের সুমুখে কাউরেও হত্যা করা দেখি নাই কভু। একবার দেখ্যা গেলে বোঝা যেত—মুখট্যা কেমন হয়, কতোখানি রক্ত ছোটে—। শুন্যেছি এ দর্শনের ফলে নাকি শিশ্নের ক্ষ্যামতা বাড়ে—?

[চাপা স্বরে কথা বলতে-বলতেই তারা বেরিয়ে যায়। লখিন্দর-বেহুলা প্রবেশ করে]

লখি ॥ বুঝ্যাতে পারি না আমি কি ভীষণ ঘিন্ন্যা হয় চম্পকনগরীট্যারে। মানুষ মানুষ নয়। বুদ্ধিহীন, বোধহীন, তারেপর মিথ্যাবাদী। প্রত্যেকেই নীতিকথা কয় আর অপরের পরে দোষারোপ করে। উঃ, মানুষে যে এত ভণ্ড হ'তে পারে তা এই চম্পকনগরীট্যারে যারা না দেখ্যেছে তারা কিছুই জানে না।

বেহুলা ॥ এট্টা কথা কই আমি বিরক্তি বেসো না। এতো ক্রোধ, এতো ঘিন্ন্যা—ইয়াতে কি নিজ মনে স্থিতু পাওয়া যায়? মোর বাপে কয়—মনে যদি জ্বালা রাখো তাইলে নিজেরি মন অবনষ্ট হয়। তার চায়্যা ঢের ভালো ভুল্যে যাওয়া, আর,—আর আপন কর্তব্য করা।

লখি ॥ ঠিক। কিন্তুক জীবনে কর্তব্য তো শুধু এট্টা থাকে না। কোন্ট্যা সে কেন্দ্রীয় কর্তব্য যেট্যা পালনের ফলে বাকি সব কর্তব্যগুল্যাই নিজ-নিজ ঠাঁয়ে সম্পাদিত হয়্যা যাবে? মানুষের আদিম কর্তব্য কী? আদর্শের তরে উৎসর্গিত হওয়া? আর ভাগ্যের পাশার দানে যদি হের‍্যে যাও? তাইলে কি অকর্মণ্য বার্ধক্যের দন্তহীন মুখে ভিক্ষাদত্ত অন্ন তুল্যা শুধু বেঁচ্যে রবে? তাথে কি মানুষ সম্পূর্ণতা পাবে? অন্তরে সে শক্তি পাবে? কিংবা ভাগ্যেরই পাশার দানে যদি জিত্যা যাও, তাইলে কি আত্মতুষ্ট নির্বোধের মতো 'যথা ধর্ম তথা জয়'—এই কথা কয়্যা অহঙ্কার কর‍্যা যাবে? কও?—সুরক্ষিত সংসারের দ্বীপ হ'তে এয়্যেছ যুবতী, জানোনাক এইখানে কালীদহে ঘূর্ণাচক্র আছে। কও, কী আমার আপন কর্তব্য, কও।

বেহুলা ॥ এতো কথা ভাবি নাই আমি।

লখি ॥ এইবেরে ভাবো। লখায়ের সাথে পরিণয় হয়্যেছে যখন, এই অস্থিরতা সংক্রামিত হবে তোমারও অন্তরে।

বেহুলা ॥ (কোমলভাবে) না, আমি স্থির হব। মোর পিতামাতা কয়্যা দেছে—শান্ত হ'য়ো, স্থির হ'য়ো। শান্তি এনো স্বামীর জীবনে। শান্তি এনো স্বামীর সংসারে। (কথাগুলো উচ্চারণ ক'রে যেন বেহুলা আবিষ্ট হয়। ডাগর চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে) আমার স্থিরতা যেন সংক্রামিত হয় তোমাদের অস্থির সংসারে।

লখি ॥ (আবেগে) তাই হ'য়ো, তাই হ'য়ো, দ্বীপের কুমারী তুমি, নিবিড় দ্বীপের মতো শান্ত হয়্যা থেকো তুমি। আমার এ অস্থির নরক হ'তে দেখি যেন সবুজ টিয়ার মতো আশ্চর্য কোমল দ্বীপ আয়ত নয়ন পেতে মোর পানে চায়্যা আছে। (আদর করতে করতে) তাই থেকো, তাই থেকো। নাচুনী বেহুলা তুমি নিছনি কামিনী, দ্বীপ হ'য়ো, অপরূপ দ্বীপ হ'য়ো আমার জীবনে—

[চাঁদের হাসি শোনা যায়। বেহুলা-লখিন্দর মুছে চাঁদ ও সনকা]

চাঁদ ॥ অদ্ভুত কৌতুকনাট্য রচ্যেছে বিধাতা। আজ রাতে, সাঁতালির ঢিবিট্যাতে, দুইট্যা যুগল নরনারী। এক, যারা যাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণে পরস্পর রোমাঞ্চিত পরিচয় পায় ; আর, যারা বহুদূর চল্যে এস্যা, ক্লিষ্ট, তিক্ত,—বস্যা আছে সমাপ্তির অপেক্ষায়। হাঃয়্!

[মদ খায়]

সনকা ॥ সদাগর, এতো অন্ধকার দেখ্যা এখনো কি মন হয়নাক মনসাপূজার? (চাঁদ সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে, উত্তর দেয় না) যতোদূর বুঝি আমি, লখায়ের পাড়ি দেয়া, আর তার বিবাহের লেগ্যে, সর্বস্বান্ত হয়্যা গেছ তুমি—? (চাঁদ মাথা নেড়ে সায় দেয়। মদ খায়) এর পাছে এ বৃদ্ধবয়সে দিনাতিবাহন হবে কী প্রকারে?

চাঁদ ॥ (একটু চুপ ক'রে থেকে) ব্যাপারীর হিসাবের খাতা লিখ্যা। সামান্য বেতনভোগী কিছু এট্টা কর্মচারী হয়্যা। 'এ-বণিক সে-বণিক নয়।' সুতরাং যতো তুচ্ছ, হীন কর্ম হোক্—শিবাই আমারে যা করাবে—আমরণ সেই কাজ কর্যা দিনাতিবাহন হবে। শিব—শিব—শিব জানে শুধু আমার কী হবে। আর, আমার মৃত্যুর পর—তোর কথা হয়তো-বা তোর মনসাই জানে।

সনকা ॥ নিজের জীবন নিয়্যা ছিনিমিনি খেল্যে গেলে সদাগর। নাইলে তোমার—এইমতো পরিণাম হওনের কথা তো ছিল না। (চাঁদ চুপ ক'রে থাকে) তোমাসাথে এতোদিন অহরহ যুদ্ধ কর্য্যে-কর্য্যে—ক্লান্ত লাগে আজ। তুমি মোর সবচায়্যা বড়ো শত্রু। তবু আজ তোমারে এমন দেখ্যা মনে দুঃখ হয়। (তাকিয়ে থেকে) এ কী দশা কর্য্যেছ নিজের, সদাগর! এ কী হোল!

চাঁদ ॥ ক্ষমতায় কুলাল না। এতো দ্বন্দ্ব বাহিরে অন্দরে—, চাঁদ ভেস্যা গেল।

সনকা ॥ (একটু নীরব থেকে) তোমার এ দশা আমি কখনও চাই নাই। কখনও চাই নাই আমি।

চাঁদ ॥ (অর্ধস্ফুটে) শিব, শিব, শিবাই আমার।

[সুমুখে মঞ্চের উপরে জনা পাঁচ-ছয় যুবক মদের কলস নিয়ে প্রবেশ করে একজন গান গাইছে]

প্রথম ॥ কান্দো না, কান্দো না বধূ বাসরের ঘরে।
আজ রাতে পুরুষেরা এইমতো করে ॥

[সকলে কর্কশকণ্ঠে হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে ওঠে]

দ্বিতীয় ॥ শালা উৎকোচখাকের বেটা গান বান্ধে খুব।

প্রথম ॥ সাবধান শালা, বাপ নিয়্যা কোনো কথা কবি না কখনো। তোর বাপে উৎকোচ খায় না?

দ্বিতীয় ॥ শালা বাপ তুল্যা গালি দিলি! (ছুরি বের করে) ও দুট্যার মতো ধড় খস্যা যাবে।

প্রথম ॥ আয় শালা দেখি তোর কতোট্যা ক্ষ্যামতা।

[সে-ও ছুরি বের করে। অন্যেরা মাঝে প'ড়ে থামায়]

: আহা, ছাড়ো-ছাড়ো, নেশা চল্যা যাবে—

: আরে আরে অন্তর্বিরোধ ভালো নয়—

: শালা, গৃহস্থেরা ডর করে আমাদের। অন্তর্বিরোধ হল্যে ডর ভেঙ্গ্যে যাবে—

: আয় শালা, সুরধুনী আরাধনা করি—

: হাঁ-হাঁ, (সুর ক'রে) কান্দো না কান্দো না বধূ—(মদ খায়) আজ রাতে পুরুষেরা ঐমত করে—

[সকলে আবার হ্যা-হ্যা ক'রে হাসে। যুবকেরা মুছে যায়। লখিন্দর বেহুলা]

লখি ॥ কেন এতো কষ্ট জানো? ছোটোকাল থিক্যা সঙ্গীদের সাথে সাধারণ খেলাধূলা নিয়্যা স্বাস্থ্যকর বাল্যকাল ছিল না আমার। চিরকাল রয়্যা গিছি যেন বিচ্ছিন্ন, একাকী। তাই সমাজের সাথে সাযুজ্য কামনা করি। জলের ভিতরে জলচর জীবের মতন—আমি যেন এই হাওয়াতে, মাটিতে, এই মানুষের ভিড়ে, একদেহ হয়্যা অনর্গল সঞ্চরণে আপনার সম্পূর্ণতা পাই। কিন্তুক কী কর্যা মিলাব আমি? কার সাথে মিলাব নিজেরে? বুঝ্যাতে পেরেছি আমি? কিছুট্যাও বুঝ্যেছ কি? কও?

বেহুলা ॥ (তার নিষ্পাপ চোখে অস্বস্তির ছায়া) সত্য কথা কই। আজ সন্ঝাকাল হ'তে আমি যেন এক অজানিত দেশে এস্যা প্রবেশ করেছি। এতো কষ্ট, এতো

অস্থিরতা,—আমাদের নিছনি সংসারে ছিল না কখনো। তাই মনে লাগে যেন, আমার অন্তরে যতো ধীরতা, স্থিরতা ছিল—ক্রমশই যেন সব দিশাহারা হয়্যা যেতে চায়। প্রতিজ্ঞা করেছি আমি, তোমার বিপদ এল্যে বুক দিয়্যা আগুলিয়্যা তোমারে বাঁচ্যাবো। কিন্তুক, বিপদ যে এতো জটিলতাময়—আগুতে তো কোনোদিন এই কথা ভাবি নাই আমি। তুমি কষ্ট পাও দেখ্যে আমার অন্তরে খুব কষ্ট লাগে। কিন্তুক কী কর্য্যে যে বাঁচ্যাই তোমারে। (চোখে জল এসে যায় তার) তোমারে অস্থির দেখ্যে আমারো অস্থির লাগে। অথচ আমার তো স্থির হওয়া চাই। কী যে করি আমি কিছুই বুঝি না।

লখি ॥ (বিচলিত হ'য়ে কোমলভাবে আদর ক'রে) বউ, বউ, আমার বেহুলা বউ! তুমি শুধু নিজেরে উন্মুক্ত রেখ্যে আমারে গ্রহণ ক'রো। যা কিছু আমার আছে—দোষ, ত্রুটি,—সব কিছু নিয়্যা আমারে গ্রহণ ক'রো, তাইলে তোমার অন্তরের মাঝ দিয়্যা সকলের সাথে আমি সংযোগের পন্থা পাব। ভালোবেসো, ভালোবেসো আমারে বেহুলা।

বেহুলা ॥ (আদরে বেহুলাও যেন অনেক নিকট হয়) চিরকাল তুমি মোরে তোমার নিকটে রেখো। নিকটে-নিকটে। চিরকাল।

লখি ॥ চিরকাল, চিরকাল বউ। তুমি আমি কোনোদিন আন্তর হব না।

[হঠাৎ একটা চিন্তার বিদ্যুতে বেহুলার মাথাটাকে যেন সরিয়ে দেয়। সোজা হয়ে ব'সে সে প্রশ্ন করে]

বেহুলা ॥ পাড়ি দেওনের কালে কী হবে ত্যাখন?

লখি ॥ (এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে) পাড়ি দিতি যাবনাক আমি?

বেহুলা ॥ (আর্তনাদে) না, না, না, চাঁদ বণিকের পুত্র তুমি এ কথা ক'য়ো না। ছি-ছি, এটা কী কর্য্যেছি আমি। ছায়ামূর্তি! কোন এক অন্ধকার তাড়নায় এই কথা কয়্যায়েছি আমি। ভুলে যাও, ভুলে যাও, এই কথা ফির্য্যা নাও তুমি।

লখি ॥ কী হয়্যেছে বউ? ছায়ামূর্তি কার? কোন তাড়নার কথা কও তুমি?

বেহুলা ॥ (চেষ্টায় সম্বৃত হ'য়ে) আমি চেয়্যাছিনু—আমার প্রতিজ্ঞা আছে—আমৃত্যু সর্বদা আমি তোমার নিকটে রব। এইটুকু অনুমতি আমার চাওয়ার ছিল। কিন্তুক আবেশে বিবশে কোন শক্তি যেন এইভাবে কথাট্যারে কওয়ালো আমারে দিয়্যা। (ভগ্নকণ্ঠে) মোহের বিস্তার কর্য্যে তোমারে তো পথভ্রান্ত কর্য্যাতে চাই না আমি।

লখি ॥ করো, করো, মোহের বিস্তার করো। আমারে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত কর্য্যে দেও তোমার মোহের জালে। তাইলে হয়তো আমি বেঁচ্যে যাব। জানো না কি চারিদিকে কতো হিংসা, কতো লোভ,—তুমি জানো না বেহুলা, জীবনের প্রতিযোগিতায় পদে-পদে এতো দ্বন্দ্ব, এতো গ্লানি, এতো কুটিলতা,—পৃথিবীর বুক থিক্যা এরা যেন 'প্রেম' অনুভবট্যারে নষ্ট কর্য্যে দিতি বদ্ধপরিকর। (চকিত

হ'য়ে) ঠিক। এবার বুঝ্যেছি আমি। ইয়াদের সাথে ইয়াদের রণনীতি অনুসারে যুদ্ধ কর্য়ে জয়লাভ করণের আশাটাই ভ্রান্ত পথ। তাথেই প্রথমে প্রেমট্যারে বলি দিতি হয়। কেননা যে জয়ী হ'তে হবে! যে-কোনো উপায়ে তখন তো জয়লাভ করাটাই প্রধান কর্তব্য হয়। এইট্যাই ভ্রান্তপথ। শত্রুদের রণনীতি মেন্যে নিয়্যা যুদ্ধ করা।—পৃথিবীতে সমস্ত বিদ্রোহ শুরু হয় ধর্মসংস্থাপনের লেগ্যে? প্রেম লেগ্যে? সত্য লেগ্যে? কিন্তুক বিষে নীল হয়্যা যায় সমস্ত আদর্শ ঐ যুদ্ধের প্রক্রিয়া ফলে। তারেপর জয় আর জয় তো থাকে না। পাণ্ডবেরা ধর্মযুদ্ধে অধর্ম কর্য়েছে, জয়লাভ তরে। রামচন্দ্র নিজে অধর্ম কর্য়েছে। ভেবে দেখ, তারেপর তায়াদের ইতিহাস কী নিষ্ঠুর কী দুঃখজনক। বুঝ্যেছ বেহুলা, জয়ের পরেই অনিবার্য ঘটনাশৃঙ্খলে সেই জয়ট্যারে যেন পরিহাস্য কর্য়ে তোলে মহাকাল অমোঘ নিয়মে। তার চায়্যা ঢের ভালো, তুমি, আমি, আমাদের ভালোবাসা। সামান্য মানুষ হয়্যা সামান্য অঙ্গনে শুধু অসামান্য ভালোবাসা আশ্লেষে রাখুক। বাঁচ্যাও আমারে তুমি বেহুলা আমার। মোরা যদি পরস্পরে মুগ্ধ হয়্যা যেতে পারি, যদি জীবনের আদিম শিকড়ে মুখ দিয়্যা সার্থকতা ভর্য়ে নিতি পারি, তাইলেই সত্যকার পাড়ি দেয়া, তাইলেই সত্যকার জয়লাভ। ভালোবাসো আমারে বেহুলা। তুমি মোর গৃহিণী, সচিব, সখা,—তুমি মোর লাস্যময়ী চতুরা কামিনী, আমারে উন্মত্ত ক'রো তোমার লালসে। দেবী তুমি। দেবী, নারী, কামিনী, গৃহিণী,—সমস্ত জীবন ভর্য়া যাক্ তোমার মোহের জালে, তোমার সিঞ্চনে—

[আদর করতে থাকে]

বেহুলা ॥ ডর লাগে, ডর লাগে মনে! মনে হয় এইট্যা তো ঠিক নয়।

লখি ॥ কেন ঠিক নয়?

বেহুলা ॥ জানিনেক। চলো, বাহিরেতে হিম পড়ে, শরীর অসুস্থ হবে। আঃ, মনে হয় যেন নেশাগ্রস্ত হয়্যা গেছি, বাধা দিব এতো শক্তি নাই, শুন-শুন—

লখি ॥ (আদর করতে-করতে) তোমার আঙুলগুল্যা আমার প্রতিটি রোমে যেন দীপাবলী জ্বেল্যে দেছে বউ—

বেহুলা ॥ ক'য়ো না, ক'য়ো না অমন কর্য়ে—

লখি ॥ চোখ এতো কালো কেন বেহুলা তোমার? দৃষ্টি এতো গাঢ় কেন—

বেহুলা ॥ স্থির হও, পাগল ক'রো না মোরে—

লখি ॥ এতো রূপ কেন, এতো রূপ কেন বেহুলা তোমার—

বেহুলা ॥ না, না,—ব্যাধের মতন আমারে হনন্ কর্য়া কোন্ সুখ পাও—

লখি ॥ আজ রাতে মর্য়া যাই আমরা দু-জনা। এই রাত চিররাত হোক্। বউ, বউ, বেহুলা আমার—

[বেহুলা লখিন্দরের কথার শেষের দিকে মঞ্চের সম্মুখদিকে উপবিষ্ট যুবকেরা খুব নীচু স্বরে গুন-গুন ক'রে গান গায়। ক্রমশ তাদের শব্দ স্পষ্ট হ'য়ে বেহুলাদের কথা ডুবিয়ে দেয়। লখিন্দর বেহুলা মুছে যায়। দেখা যায় পানোন্মত্ত যুবকরা গান গাইছে—]

যুবকরা ॥ যুক্তির অতীত তুমি, জ্ঞানের অতীত।
তমসার রূপে মাগো আলোর অতীত ॥ ইত্যাদি।

[গানের মাঝখানেই থেমে একজন ব'লে ওঠে—]

: দূর শালা, এট্টা নারী চাই। নারী ছাড়া অন্ধকার গাঢ় লাগেনাক।

: হাঁ-হাঁ, হত্যা হোল, সুরা হোল, এইবেরে নারী চাই—

: চল্ তবে কুট্‌নিপাটকে যাই—

: চলো শালা।—লখায়ের বৌট্যারে লাগে খুব রসবতী—

: চলো, গণিকাপাটকে যাই—

: (ব'সে থেকে ছোটো ছেলের মতো পা ছুঁড়ে) নারী চাই,—আমার এখনি এট্টা নারী চাই—

: উঠ্ শালা, নারী আছে গণিকাপাটকে, চল্—

: আরে শুন, শুন। লখিন্দর আজ রাতে মজা মারে খুব। চলো, আমরা সবায়ে যাই। যায়্যা কই,—তুমি বাল্যবন্ধু, একা-একা খাওয়া ঠিক নয়, সকলে সমানভাগে ভাগ কর্‌্যা খাওয়া চাই...

[মাতালের কলরব]

: চলো, চলো, যায়্যা ভাগ চাই—

: আরে বেটা, কয়েক কলস মদ সাথে লয়্যা যাই,—নাইলে তো ওঝাগুল্যা যেতে দিবেনাক—

: আজ রাতে উয়ারা খাবে না দাদা—

: চেষ্টা ছাড়া সিদ্ধিলাভ হয়?—শালা।

: রসবতী চাও যদি মদ নিয়্যা চলো—

: শালাদের মদ দিয়্যা উঠ্যা যাব আমরা উপরে—

: আর যদি নাই যেতে দেয়, যুবতী নাগিনী আছে ঝাঁপির ভিতর, এরে ছেড়্যে দিব।

[কলরব ক'রে তারা এগোয়। একজন সুর ধরে—তুমি মা অজ্ঞেয় দেবী, নিয়মাপহারী—]

: এই শালা, চেঁচামেচি না হয় এট্টুও। তাইলে উয়্যার বাপট্যাও ট্যার পায়্যা যাবে,—কি যেন যে নামটা বেটার।

: হাঁ হাঁ, সব চুপি-চুপি চলো, চুপি-চুপি—

[মত্ত অবস্থার তারা চুপি-চুপি চলার সময়ে মুছে যায়।—সনকা যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে]

সনকা ॥ উঃ শ্বাস বন্ধ হয়্যা আসে সদাগর,—বুকের ভিতরে কঠিন যন্ত্রণা হয়,—যেন হাওয়া নাই পৃথিবীতে। হায়, এ কী হোল সদাগর! তুমি শিবভক্ত, শিবপূজ্যা কর্য়া গেছ,—আমি তোমার বিরুদ্ধে মনসার পূজ্যা কর্য়া গিছি—শত্রু পরস্পর! তবু দেখ আজ দু-জনাই বস্যা আছি অসার্থক জীবনের শটিত জঞ্জাল নিয়্যা। কেন এই পরিণতি হোল সদাগর? তাইলে কি জীবনে কোথাও কোনো সত্য নাই? হেন কোনো সদাচার নাই যেটা মেন্যে মানুষে সার্থক হবে?—তাইলে এ জীবনের কুটিল গতিতে কী অর্থ বহন করে?—নাকি মহাকাল আপন খেয়ালে শুধু আপনার স্রোতে চল্যে যায়, তুমি, আমি, কেউ কিছু নয়? কও, কও সদাগর, এট্টা কিছু কও। (চাঁদ কোনো উত্তর দেয় না। মদ ঢেলে খেতে যায়। সনকা হাত বাড়িয়ে বাধা দেয়) খেয়োনাক। মানাকরণের অধিকার হয়তো আমার নাই। তবু খেয়োনাক। (চাঁদ তার দিকে তাকায়) এট্টা কিছু কও সদাগর। তুমি ছাড়া আর আমার কেউ তো এখন নাই।

চাঁদ ॥ তোরে আমি একদিন বড়ো ভালোবেস্যা ছিনুরে সনকা। (সনকা চুপ ক'রে থাকে। হয়তো-বা চোখে জল আসে।) সনকা রে, আমরা হয়তো পুতনার স্তন্যপান কর্য়েছি না জেন্যে। তাই এই দশা। (সনিশ্বাসে) শিবশম্ভো—

[সুরার পাত্রটা সনকার হাত ছাড়িয়ে মুখে তুলতে যায়। সনকা মুখ তুলে যেন একটু অপ্রকৃতিস্থের মতো বাধা দেয়]

সনকা ॥ না খেয়োনাক (সুরার পাত্রটা নিজের হাতে নিয়ে নেয়)

চাঁদ ॥ যতো দিন যায়, যতোই বয়স হয়, ততোই মানুষে দেখে শুধু বাঁচ্যার প্রক্রিয়া ফলে—জীবনেতে কতো ভুল, কতো পাপ করা হয়্যা গেছে। যৌবনে তো চেষ্টা কর্য়া ভুলে থাকা যায়, কিন্তুক বার্ধক্যে? সেই সব স্মৃতিগুল্যা যেন অতীতের কালো গর্ত থিক্যা আচম্বিতে এঁকেবেঁকে উঠ্যে এস্যে মাথায় দংশায়। ত্যাখন তো এই একমাত্র পন্থা আছে—ভুল্যাবার।

সনকা ॥ ভুলা যায়? কও সদাগর, সত্য ভুলা যায়?

চাঁদ ॥ (মাথা নেড়ে) কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ সব চল্যা যায়।

সনকা ॥ (এক ঝোঁকে পাত্রের সমস্ত মদ গলায় ঢেলে দেয়। বিকৃত স্বরে) কতো গ্লানি, কতো কালি লেগ্যা আছে অন্তরে শরীরে—

চাঁদ ॥ শুধু ভবিষ্যৎ যেন জয়ী হয়—

[হঠাৎ সনকা সশব্দে কেঁদে উঠে মুখ ঢাকে]

চাঁদ ॥ (অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে) শিব—শিবাই আমার।

[মুছে যায় চাঁদ ও সনকা। মঞ্চের সুমুখদিকে একজনকে মহাদেবের মতো সাজিয়ে নিয়ে আসে দু জন যুবক,—যারা তারাপতিকে ভয় দেখিয়েছিল, যারা খুনের মধ্যেও ছিল]

ভয়িল ॥ (নেশাজড়িত কণ্ঠে মহাদেবের বেশে) এট্টা উড়নী বা কিছু দেও বাবা, নাইলে ও সাঁতালির ঢিবির উপরে আমি হিমে মর‍্যা যাব—

নেতা ॥ দুর শালা, তাইলে কেমনে এ-রূপসজ্জা দেখা যাবে?

সহকারী ॥ তার চায়্যা এক ঢোঁক খেয়্যে নেও—

[মদ দেয়]

নেতা ॥ (একটা বড় ডমরু দিয়ে) এই বেটা, এইট্যারে ধর। তারাপতি কর্মকার ফুট্যা রেখ্যে দেছে,—সেই মুখে ডমরুর মুখট্যারে ধর‍্যা, এই সুতাট্যারে টেন্যা দিবি। সাবধান, আবরের মতো টান যদি, নিজে মর‍্যা যাবে এঁয়ার কল্যাণে। যাও শালা, চুপিচুপি যাও।

ভয়িল ॥ (আমারে মাতাল করে্য কী যে সব করাও আমারে দিয়া—(সহকারীকে) আরো এট্টু—

নেতা ॥ কাজ ঠিকমতো হয়্যা গেলে সাতদিন সাতরাত—যতো চাবি ততো খাবি (ইঙ্গিতপূর্ণভাবে) তাছাড়াও হবে—কয়্যা দিছি।

সহকারী ॥ দেখি শালা ভয়িলের কতো বুদ্ধি শৃগালের মতো, আর কতোটা সাহস।

ভয়িল ॥ (নেশাগ্রস্তভাবে বুকে হাত ঠুকে) য়াঁঃ, ভয়িল আমার নাম। শৃগাল ভয়িল।

সহকারী ॥ যদি উপরেতে ওঝা কেউ ধরে, নামট্যারে ক'য়োনাক বাপ। বরং আটোপটঙ্কার ছেড়ো—

নেতা ॥ হাঁ, কবি 'শিবভক্ত আমি, মানিক্যপাটলী থিক্যা লখায়েরে বাঁচ্যাতে এয়্যেছি, আমারে আট্‌ক্যাও যদি বিপন্মুক্ত হবে না লখাই'—ব্যস্। তবে চুপি-চুপি যেয়ো বাবা, ঝোপেঝাড়ে বুকে হেঁট্যে যেয়ো, যাতে ওঝাদের সুমুখে না পড়ো! বুঝ্যেছ কি?

সহকারী ॥ চলো-চলো, উপরে যাওয়ার একটা গুপ্তপথ দেখাই তোমারে। সেই ঠাঁয়ে কেউ প্রহরায় নাই।

[তারা যেতে-যেতে আলো মুছে যায়। ফোটে বেহুলা ও লখিন্দর]

বেহুলা ॥ (অস্থির কণ্ঠে) না না, এইট্যাতো বাঁচনের ঠিক পথ নয়। এইট্যা হয় না কভু।

লখিন্দর ॥ কেন, কেন হয়নাক? শুধু প্রেমে বাঁচা যায়নাক?

বেহুলা ॥ না, না, আমি সামান্য মানুষ, মোর লেগ্যা সমস্ত জীবন কখনো কি কারো ভর‍্যা যেতে পারে। একদিন ক্লান্তি বেসে তুমি নিরাসক্ত হবে। ত্যাখন সে দীপনেভা বাসরের ঘরে শুখ্না ফুলগুল্যা আঁচলেতে নিয়্যা কোথায় তোমারে আমি খুঁজে পাব কও?

লখি ॥ না, না, কোথাও যাব না আমি। বোঝো নাকি আর কোনো পথ নাই আমার সুমুখে। আমার অন্তরে যতো অস্থির সংঘাত আছে, তোমার প্লাবনে তার সমস্তের নিরসন হোক্। আমারে বাঁচ্যাও তুমি।

বেহুলা ॥ পায়ে ধরি, পায়ে ধরি, মোরে উপলক্ষ্য কর্য়া নেশাগ্রস্ত হ'য়োনাক তুমি। (আর্তকণ্ঠে) আমি তো আমার চায়্যা বড়ো নয়,—আমারে কল্পনা কর্য়া বাড়ায়ো না তুমি—

লখি ॥ (হঠাৎ থেমে) কী হয়্যেছে? সাচা কথা কও। (বেহুলা নিরুত্তর) আমার পরশ মন্দ বাসে তোমার শরীর?

বেহুলা ॥ (ব্যাকুলভাবে) না, না—। আমি—বিপরীত সব—বিপরীত অনুভূতি—, (প্রকাশে অক্ষম হ'য়ে) ওঃ, কোথা হ'তে ছায়ামূর্তি এস্যে সন্দেহের বীজ উপ্ত কর্য়া দিয়্যা গেল মনে—।

লখি ॥ কে সে ছায়ামূর্তি? বার-বার কার কথা কও তুমি?

বেহুলা ॥ আজ আমি কব না তা।—মোরে তুমি দুট্যা দিন দেও। এই যে অস্থির আমি, এট্যা মোর সত্য পরিচয় নয়। আমার অন্তরে, সাচা কই, কোথা যেন এক গভীর প্রশান্তি আছে,—ছিল এতকাল,—সেইট্যা আমার পরিচয়। সেই শান্তিট্যার সাথে একবার মুখামুখি হই আমি, এট্টু সময় দেও। এই নগরীতে হাওয়াট্যা কেমন যেন টান-টান, ধনুকের ছিলার মতন। এই ঠাঁয়ে তোমরা সবাই যেন—প্রচণ্ড অস্থির। এরি মাঝে আমারে তো শান্ত হ'তে হবে, শান্তি দিতি হবে।

লখি ॥ (দু-হাতে নিজের মুখটাকে ধ'রে ব্যঙ্গের চেষ্টায়) স্বাতী নক্ষত্রের জল আজ রাতে ছুঁলোনাক আমাদের উন্মুক্ত শুক্তিরে।

বেহুলা ॥ পায়ে ধরি, ভুল তুমি বুঝোনা আমারে। তোমার পরশে আমার অন্তরে যেন সমুদ্রের ঢেউ লাগে। যা কিছু আমার আজন্ম প্রতীতি ছিল, সদসৎ বিচারের মানদণ্ড ছিল, সব যেন দিশাহারা হয়্যা এই মুহূর্তের মাদকতা মাঝে ডুব্যা যেতে চায়। মনে হয় তারেপর যাহা ইচ্ছা করো তুমি—ভোগ করো, হত্যা করো, আমারে সম্পূর্ণ কর্য়া ভেঙ্গ্যে চুর্য়ে বাতাসে উড়্যায়ে দেও।—কিন্তুক মনে পড়্যা যায়, জীবন তো শুধু উন্মাদনা নয়! আর তখনি ডরের সাথে মনে আসে, ছায়ামূর্তি কয়্যা গেছে—পুরুষের কৌতূহল মিট্যাতে দিবে না।—তার সাথে এ-ও মনে পড়ে, আমি যদি মত্ত হয়্যা আপনার নোঙর হারাই, তোমার জীবনে আমি কোথা হ'তে শান্তি এন্যা দিব?—দুট্যা দিন ভিক্ষা দেও তুমি। আমার সমস্ত যেন এলোমেলো হয়্যা গেছে। এট্টু সময় দেও, শান্ত হয়্যা বুঝি আমি, জীবনের নতুন পর্যায়ে কী আমার প্রথম কর্তব্য। (লখিন্দর এক হাতে মুখ ঢেকে ব'সে থাকে) আমারে বুঝ্যায়ে দেও, কিছু কি অন্যায় কথা ভেব্যেছে বেহুলা?

লখি ॥ না। ঠিক।—ঠিক।—চলো, বাহিরেতে হিম পড়ে। ক্লান্ত লাগে। (উঠে পড়ে। বেরুবার আগে হঠাৎ বেহুলাকে ধ'রে) তুমি যা কয়েছ, ঠিক। সবি ঠিক। তবু মনে হয়, আজ রাতে লখিন্দর যেন মর‍্যা গেল—(দ্রুত বেরিয়ে যায়। তারা মুছে যায়। চাঁদ ও সনকা)

সনকা ॥ (ঈষৎ মত্তভাবে) জানি জানি সদাগর, কিসে তুমি ক্ষুব্ধ আমি জানি। কিন্তুক, তুমি তো জানো না কেন আমি নিজেরে উন্মুক্ত করো্যে ভাসাইয়্যা দিতি পারি নাই,—নিজেরে—সম্পূর্ণরূপে—তোমার প্রেমের—স্রোতে—না, বেগে—(কথাটা খুঁজে পায়) বেগবতী স্রোতে। (হাসে। তারপর চাঁদের দিকে অল্প ঝুঁকে তাকিয়ে দেখে) তুমি বড়ো ভালো ছিলে সদাগর তোমার প্রেমের কোনো তুলনা ছিল না। (খুব মমতার সঙ্গে চাঁদের একটা হাতের ওপর হাত বোলায়। হাতটা তুলে নিজের গালে ঠেকায়। চাঁদ নিশ্চল। সনকা মাথা সরিয়ে বলে) আজ আর এই স্পর্শে কোন উত্তাপ আসে না, না? (হাত ছেড়ে দেয়। ঝুঁকে প'ড়ে চাঁদের সুমুখ থেকে পানপাত্র তুলে সবটা খেয়ে ফেলে) তুমি মোরে চিরকাল অবজ্ঞা করো্যেছ সদাগর। ছোটো বল্যে, হীন বল্যে। আজ প্রমাণিত হয়্যা গেছে তুমিও তো ছোটো। হীন। (রক্তাক্ত চোখে চাঁদের দিকে তাকায়। চাঁদ মদ ঢেলেছিল, সেটা খেয়ে চুপ ক'রে সামনে তাকিয়ে থাকে) কথা কওনাক কেন? মোর সাথে কথারও কি আর ইচ্ছা নাই নাকি?

চাঁদ ॥ (অসংলগ্নভাবে হাত নেড়ে বোঝায়—কী আর কবার আছে?)

সনকা ॥ তুমি মোর সম্পূর্ণট্যা জানো যদি তাইলে তখনি মোরে ছেড়্যা অন্য নারী কাছে যাবে, এই ডরে আমি—নাঃ, এইট্যাই সব কথা নয়। এইট্যা তো প্রবীণারা কয়্যা দেয় নবীনা যুবতীদেরে। সাচা এটা, তবু আরো কথা আছে।—কতোটা যে প্রিয়া আমি, আর কতোটা যে মাতা এইট্যাই কোনোদিন ঠিক করা্যা ঠাওর পাই না আমি। আমার অন্তরে? আমার চরিত্রে? বেশীটা কি প্রিয়া হতে চাই, নাকি মাতাই বেশীটা? মাতা—প্রিয়া—, দুট্যা বিপরীত মেরু, ওঃ! নাঃ এইট্যাও শেষ কথা নয়। আরো আছে। আরো (চাঁদের হাত থেকে পানপাত্র নিয়ে সম্পূর্ণটা পান ক'রে দ্রুত বিকৃতস্বরে ব'লে ওঠে) তুমি সব কিছু এতো স্পষ্ট করা্যা জানিবারে চাইতে বণিক—কেন? কিসে আমি কামোত্তেজা হই, কিসে মোর নেশার আবেশ লাগে—কেন, কেন এতো জাননের কৌতূহল কেন? ছলনা? হাঁ, ছলনা তো করি, নারী বল্যে করি, না করো্যে পারিনে বল্যে করি। ওঃ পুরুষ! পুরুষেরা জ্ঞান চায়। ন্যায় বা অন্যায়—সব জ্ঞানের আলোকে স্পষ্ট করা্যা বুঝবারে চায়। পায়? পায় কি কখনো? নারীরা কি কোনোদিন জানে কেন তার চোখে জল আসে? তবে এতো প্রশ্ন কেন? সঠিক সুস্পষ্ট এট্টা উত্তরের তরে এতো পীড়াপীড়ি কেন? (হঠাৎ থেমে মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে কেঁদে ফেলে) আমি যে জানিনে—

আমি কিছু জানিনে বণিক—কেন আমি এই মতো করি। আমি কী? কী চাই অন্তরে আমি? (কান্নার দমক শেষে) পুরুষের নির্মিত সমাজে নারী তার আপন চরিত্র হ'তে ভ্রষ্ট হয়্যা গেছে। তাই নারী নিজেও জানে না কিসে সে পূর্ণতা পাবে। (পানপাত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে) দেও, দেও, আরো দেও—

চাঁদ ॥ (মদ ঢালে। পানপাত্র দিতে গিয়ে বলে) পুতনার স্তন্যপান করেছি দু-জনা, তাই বিষে নীল হয়্যা গেছি।

সনকা ॥ (পানপাত্র নিয়ে, যেন হঠাৎ একটা যুক্তি পেয়ে গেছে এইভাবে হেসে) সদাগর, এই যে অধুনা তুমি এতো মদ্যপান করো, এইট্যা কি আন্ধারেরে স্বীকৃতি দেওন নয়? যুক্তির অতীত কিছু, জ্ঞানের অতীত কিছু,—তমসার কাছে আপনারে সমর্পণ কর্যে দেয়া নয়? সাচা কথা কও।

চাঁদ ॥ (হেসে) আর পুরুষেরই মতো সন্ধিৎসু জ্ঞানের আলোতে তুমি সেট্যা বুঝবারে চাও? সনকারে—(সনকাও অপ্রতিভ হ'য়ে হাসে) নাঃ,—এট্যা শুধু সমাপ্তিরে ত্বরান্বিত করা। আমার তো আর কোনো কাজ নাই।

সনকা ॥ (চাঁদের জানুতে কপাল ঘষতে-ঘষতে) সদাগর, যদি একবার গলা ফেড়্যে চীৎকার—এট্টা প্রচণ্ড চীৎকার—কর্যা নিতি পারি, তাইলে হয়তো কিছুট্যাও শান্তি পাওয়া যেত।

চাঁদ ॥ (মাথা নেড়ে) তারেপর সে চীৎকারও রুদ্ধ হয়্যা যেত। শুধু এট্টা কষ্ট,—ভিতরে-ভিতরে—শুধু,—শিবশম্ভু। (সনকার হাত থেকে পাত্র নিয়ে খানিকটা খায়। সনকার দিকে এগিয়ে ধরে) খাও।

সনকা ॥ (একটা আর্তনিশ্বাস ফেলে পানপাত্র নেয়) কিছুতেই আর কিছু বাঁচ্যাবে না?

চাঁদ ॥ নাঃ। দুট্যা ভগ্নস্তূপ পড়্যা আছি পথের কিনারে। আমাদের লয়্যা কারো কোনো মাথাব্যথা নাই! খেয়ে নেও। (একহাতে সনকার কাঁধ জড়িয়ে ধ'রে তাকে মদ খাইয়ে দিতে-দিতে বলে) নিজেরি সম্পত্তি নিজে চুরি করণেরে যায়্যা চোর দায়ে ধর্যা পড়্যে গেলিরে সনকা—

সনকা ॥ (পান ক'রে) সদাগর, একবার—শেষবার ভালোবাসো। তোমার নিকটে এলে কোন তাড়নায় যেন কর্কশ হয়্যা যাই। আমার সে-কর্কশতা দূর কর্যা দেও। একবার—শেষবার। (চকিতভাবে) চলো সদাগর। দু-জনে পল্যায়ে যাই। সেইদিন পারি নাই। আজ চলো,—সবকিছু ছেড়্যা দিয়্যা দুই জনা চল্যে যাই। (জড়িয়ে ধরে চাঁদকে) চলো সদাগর।

[হঠাৎ বেহুলার তীব্র আর্তনাদ। আবার আর্তনাদ]

বেহুলা ॥ কে কোথা রয়্যেছ ওগো, কালসর্প দংশন কর্যেছে। হায় হায় হায়—

[চাঁদ ও সনকা চম্‌কে উঠে প্রথমে যেন স্থাণু হ'য়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই সনকা—'লখাই।' ব'লে চীৎকার ক'রে ছুটে যায়। চাঁদ ওঠে হেতালের লাঠি নিয়ে, কিন্তু স্খলিতপদে যেতে হাত থেকে লাঠি প'ড়ে যায় ছিট্‌কে, অবশ শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ে। ততক্ষণে বেহুলা ও সনকার চীৎকারে মঞ্চের আলো-আঁধারীর মাঝে একটা ছুটোছুটি লেগে যায়। জুড়িরা গান ধরে। ওঝারা ছুটে আসে। তারাও পরস্পরকে ডাকে, সর্দারকে ডাকে। বুড়ো ওঝা হাঁপাতে-হাঁপাতে পিছন থেকে উঠে আসে]

বুড়ো ওঝা ॥ (আসতে-আসতে) তাগা বান্ধো, তাগা বান্ধো,—

একজন ওঝা ॥ (এ-পাশ থেকে) তাগা কোথা বান্ধিবে সর্দার, শিয়রে দংশন।

বুড়ো ॥ (মাথা চাপড়ে) হাঃ, এ কী কালনিদ্রা ঘির‍্যে ছিল আমাদের! হায় হায়—

(ন্যাড়া, লহনা ও সুয়া ইত্যাদি ছুটে বাসরঘরের দিকে যায় কাঁদতে-কাঁদতে)

ন্যাড়া ॥ এ কি শুনি! কোথাও কি কোনো কিছু ভরসার নাই! একি হোল!

[চ'লে যায়। একজন জোয়ান ওঝা সনকার রাখা ঘটটা নিয়ে আসে]

জোয়ান ॥ এই ঘট ছিল ঘরের পিছনে। হয়তো ইয়ার মধ্যে কালসর্প ছিল! কে এন্যেছে এই ঘট? কে এন্যেছে?

[উত্তেজনায় চীৎকার করে। বুড়ো ওঝা এসে নিস্তব্ধ চাঁদের পায়ের কাছে ব'সে কেঁদে বলে—]

বুড়ো ॥ আমাদেরে হত্যা করো সদাগর। আমরা মোদের দায় পালি নাই, আমাদেরে শাস্তি দেও—

[নিশ্চল চাঁদের পায়ে মাথা খোঁড়ে। আরো পড়শীরা আসে। মেয়েদের হাতে দীপ। তারা চলে যায় বাসরের দিকে। সেখানে সনকার অপ্রকৃতিস্থ চীৎকার শোনা যায়। কয়েকজন স্ত্রীলোক জোর ক'রে সনকাকে টেনে আনে। তার আঁচল খ'সে গেছে, চুল খুলে গেছে, উন্মাদিনীর মতো গালি দিচ্ছে]

সনকা ॥ দূর হ, দূর হ, এই মুহূর্তেই তুই দূর হয়্যা যাবি চম্পকনগরী থিক্যা। রক্তখাকি মনসা রাক্ষসী, বৌ সেজ্যে লখায়েরে ছিনে নিতি এয়্যেছিস। ছিনে নিবি!—তুই ওরে দংশ্যেছিস। ওয়ো—যুবতীর ছদ্মবেশে নাগিনী এয়্যেছে ওটা! (পাগলের মতো হাত ছাড়িয়ে আবার বাসরের দিকে যাবার চেষ্টা করে) অরে আমি মেরে্য ফেল্যে দিব। ছেড়্যা দে, ছেড়্যা দে আমারে, অরে আমি নিজ হাতে মেরে্য ফেল্যে দিব। হায় হায়, বিষদন্তে দংশাল এ কালভুজঙ্গিনী। লখাই—লখাই আমার। কেউ নাই, কিছু নাই, কোনোকিছু মানে নাই।—তাইলে এখনো এ-সনকাট্যা বেঁচ্যে আছে কেন? কেন এট্যা বেঁচ্যে আছে? (মাথা ঠুকতে থাকে। পুরনারীরা আটকায় তাকে) কই, শিবভক্ত সদাগর কই? কই সেই লখায়ের শত্রু কই, সনকার শত্রু কই?—

[উঠে সে নিশ্চল চাঁদের দিকে যেতে চায়। ওঝা সেই মনসার ঘটটা নিয়ে এগিয়ে আসে]

বুড়ো ॥ এই দেখ ঠাকুরুণ, কোন শত্রু এস্যা মনসার ঘট রেখ্যে গেছে ঘরের পিছনে। নিচ্চয় ইয়ারই মধ্যে নাগিনী লুক্যায়ে ছিল। কে এন্যেছে এই ঘট? নিচ্চয় সে জানা জন কেউ,—বিশ্বাসভাজন কেউ,—কে এন্যেছে—

সনকা ॥ (বিমূঢ়ভাবে অস্ফুটে) না—।

[পালাতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে যায়। এই চীৎকার হুড়োহুড়ির মধ্যে জুড়ি গান ধরেছিল]

গান ॥ যৌবনরে—
তোর শিয়রে দংশন দেছে
কালভুজঙ্গিনী রে। যৌবনরে—
তাই ভবিষ্যে ভরসা হরে
কালতরঙ্গিনীরে। যৌবনরে—
আকাশে পঙ্কিল করে,
বাতাসে বিষাক্ত করে,
মানুষের মনে প্রশ্ন
নাচে উলঙ্গিনীরে। যৌবনরে—

[সনকা মূর্ছিত হ'লে মঞ্চে অন্ধকার ছেয়ে যায়। তার মধ্যে শুধু চাঁদের অপলক মুখ দেখা যায়]

সূত্রধার ॥ সকলে আসিয়া বলে
সৎকার করণ লাগে
রাত্র্য মড়া বাসি হইবে ভোর হয়্যা গেলে।
বণিক কিছু না কয়
শূন্য চোখে চায়্যা রয়
মৃতদেহ নিয়্যা আসে পড়শী সকলে।

[দেখা যায় ন্যাড়া ও পড়শীরা লখিন্দরকে ব'য়ে এনে শোয়ায়]

ন্যাড়া ॥ অনুমতি দেও তুমি সদাগর, লখায়েরে ছুঁয়্যা তুমি অনুমতি দেও।

[চাঁদ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েরা আসে হাতে প্রদীপ নিয়ে। তার মধ্যে বেহুলা আসে, তার মুখ অশ্রুপ্লাবিত]

বেহুলা ॥ (হাঁটু গেড়ে)
আমারে ভাসায়্যা দেও—আমারে ভাসায়্যা দেও
স্বামীর সঙ্গতি ওই কলার মান্দাসে—

ন্যাড়া ॥ সদাগর কথা কও, কোনোমতে সাড়া দেও—
সকলে খাড়ায়্যা আছে উত্তরের আসে—

বেহুলা ॥ স্বামীরে সঙ্গতি লয়্যা ত্রিকাল জাগর হয়্যা—
জীয়নের মন্ত্র খুঁজে ফিরিবে অন্তর।
খুঁজিব কোথায়, কবে, এ বিষ নামিয়া যাবে
একেবারে সুস্থ হবে স্বামীর শিয়র।

ন্যাড়া ॥ সদাগর,—লখায়েরে ছুঁয়্যা তুমি অনুমতি দেও সদাগর—

[ন্যাড়া নিজেই চাঁদের হাতটা লখিন্দরের মুখে ঠেকায়। মেয়েরা মুখে আঁচল দিয়ে কান্না রোধ করছিল, কয়েকজন পারে না, অর্ধস্ফুটে কেঁদে ব'সে পড়ে]

ন্যাড়া ॥ স্‌স্‌, এখনি কেন্দো না কেউ। এর পরে বহুকাল কান্দনের অবকাশ পাব তো সকলে—। চলো মা বেহুল্যা—

বেহুলা ॥ আমারে বিদায় দেও চম্পকনগরী
আমার প্রণাম লও নিছনিনগরী—

[একটা অদম্য আবেগে বেহুলার সারা দেহ কেঁপে ওঠে। মুখ তুলে ভগ্ন কণ্ঠে—]

বেহুলা ॥ ফিরাইয়া দে দে দে আমার প্রাণের লখিন্দরে

[মেয়েরা সবাই যেন ফিসফিস ক'রে গাইতে শুরু করে]

ফিরাইয়া দে দে দে আমার প্রাণের লখিন্দরে
চম্পকনগরীর প্রাণ,
চম্পকনগরীর বড়ো আশার সন্তান,
সে আজি পড়িল ঢল্যে বিষনিদ্রা ঘোরে,
ফিরাইয়া দে দে দে মোদের প্রাণের লখিন্দরে।

[মৃতদেহ তুলে নিয়ে পুরুষেরা যায়। বেহুলা মৃতদেহ ছুঁয়ে সঙ্গে যায়। মেয়েরা সবাই দাঁড়িয়ে ওঠে। বেহুলারা পিছনে গিয়ে ঢাকা প'ড়ে যায়]

মেয়েরা ॥ আশারে লুটিয়্যা নিলে কী রহিল আর
কোন স্বপ্ন দেখে এবে বাঁচিবে সংসার
নাগিনীদংশনে স্বপ্ন (মরে) ফুলশয্যাপরে
ফিরাইয়া দে দে দে—মোদের প্রাণের লখিন্দরে।

[মেয়েরা পাটাতনের পিছনের অংশে একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়। পাটাতনেরও পিছনে আকাশী পটের সামনে দিয়ে কলার মান্দাসে লখিন্দর ও বেহুলা ভেসে যায়। বেহুলার হাতে লগি। সে দাঁড়িয়ে, জল ঠেলে যায়]

মেয়েরা ॥ অন্তরীক্ষে কোথা আছো কোন বা দেবতা
চম্পকনগরী কান্দে শুন তার কথা
(তার) স্বপ্ন যে পড়িল ঢল্যে বিষনিদ্রাঘোরে
ফিরাইয়া দে দে দে—মোদের প্রাণের লখিন্দরে।

[মেয়েরা গান গায়। বেহুলা-লখিন্দর ভেসে যায়। সুমুখে চাঁদ নিশ্চল ব'সে থাকে। অন্ধকার]

'ফিরাইয়া দে দে দে মোদের'—এই বাক্যাংশটি বিনয় রায়ের একটি গান থেকে নেওয়া।—লেখক

তৃতীয় পর্ব

(শেষাংশ)

[সূত্রধার ও জুড়িতে মিলে ছড়ায় ও গানে—]

: এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর ॥
: একে-একে সব আশা সমূলে নির্মূল হোল।
এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর ॥
: শিব তারে বাঁচালো না।
সদুদ্দেশ্য বাঁচালো না
আপন কর্মের প্রতি নিষ্ঠা তারে বাঁচালো না।
শেষমাত্র আশা ছিল ভবিষ্য কল্পনা
বিধাতার পরিহাসে তাও তারে বাঁচালো না
কোথা যে কী ভুল হোল জানে না আবর।
এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর ॥
: এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর ॥

[আলো আর আঁধার মিশিয়ে একটা জাল যেন ফুটে ওঠে মঞ্চে। রাত্রের নীলচে আভাও যেন হাল্কা হ'য়ে সবটার ওপরে। আর তারই মধ্যে কে যেন একটা প্রেতের মতো ঘুরছে। হাতে তার একটা লাঠি। এক-আধটা টুকরো আলোয় মনে হয় লম্বা অবিন্যস্ত দাড়ি, বেশবাস বোধ হয় জীর্ণ, লোকটা বৃদ্ধ। সে ঘুরছে আর কী যেন বিড়বিড় ক'রে বলছে। সন্দেহ হয়, সে কি বলছে। 'কৃতং স্মর ক্রতুং স্মর'?

ঘুরতে ঘুরতে সে কি বেরিয়ে গেল? মঞ্চের গভীর দিকটা এতো অন্ধকার যে বোঝা যায় না। শুধু সামনের আলো-আঁধারির জাফরিটা ক্ষীণ হতে-হতে মিলিয়ে যায়। আর অন্ধকারের মধ্যে দূরে আকাশী পটে ক্ষীণ আলো ফোটে। ছায়ার মতো সেই বৃদ্ধ গিয়ে কি দূরে একটা ঢিবির ওপরে ওঠে? কপালে হাত রেখে কী যেন দেখবার চেষ্টা করে—দূরে। দেখতে পায় না। তারপর কেমন এলোমেলো হ'য়ে রাত্রের জন্তুর মতো একটা দীর্ঘ আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

নেপথ্যে দূরে যেন গোলমাল চীৎকার শুরু হয়। সেটা এগিয়ে আসে। বুড়ো নেমে প'ড়ে পালায় একদিকে। অপরদিক থেকে ভিড়টা ছুটে ঢোকে। তাদের হাতে লাঠি-সোঁটা। একজন যেন দূরে পলায়নপর বৃদ্ধকে দেখতে পায়, সবাই মিলে তাড়া করে। আলো নিভে যায়।

সামনে আবার কাটা-ছেঁড়া আলো পড়ে। গোলমালটা ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। হৈ-হৈ ক'রে ভিড় ঢুকে মঞ্চ অতিক্রম ক'রে অপরদিকে যেতে চায়, সেইদিকে ন্যাড়া ঢুকে দু-হাত আগলে তাদের ঠেকায়।]

ন্যাড়া ॥ আরে, আরে, কোথা যাও—কোথা যাও—

ভিড় ॥ ঐ পানে ঢুক্যা গেছে বুড়্যা—

: তুমি ছেড়্যা দেও ন্যাড়া আজ আমি বুড়াট্যারে দেখ্যা নিব—

ন্যাড়া ॥ আরে আরে শুন, এ বাড়ির বুড়্যা কোথাও তো যায় নাই। ঘরে শুয়্যা আছে।

ভিড় ॥ কোথাও তো যায় নাই? এখুনি দেখ্যেছি এট্টা লোক ঐ পানে ছুট্যে গেল—: ঘরে শুয়্যা আছে? প্রায় রাতে এ-পল্লী ও-পল্লী গিয়্যা এমন জন্তুর মতো আর্তনাদ করে—ঘরে শুয়্যা-শুয়্যা?—

ন্যাড়া ॥ আমাদের এ-বাড়ির বুড়্যা ঐ সব করেনাক।

ভিড় ॥ তয় এখুনি যে-বুড়্যা ছুট্যে গেল—স্বচক্ষে দেখ্যেছি—সেটা কোন বুড়্যা? কট্যা বুড়্যা আছে এই চম্পকনগরে যারা রাতে-ভিতে আদাড়ে-বাদাড়ে ঘোরে? আর তাড়া দিলি ঠিক এইপানে আসে?

ন্যাড়া ॥ (সমান উত্তপ্তভাবে) সাচা কথা কও, কোনো বুড়্যারে দেখ্যেছ ছুট্যে যেতে, নাকি এট্টা লোকেরে দেখ্যেছ? কও?

ভিড় ॥ (না-ভেবেই) এট্টা লোকেরে দেখ্যেছি—বুড়্যা মতো (বলতে-বলতেই বোধকরি আন্দাজ হয় কি যেন একটা ওলট্-পালট বলা হ'য়ে গেল)।

ন্যাড়া ॥ (সেই সুযোগে ব্যঙ্গ ক'রে) ও-হো, অশ্বত্থামা হত ইতি গজ। (কিন্তু বেশী ব্যঙ্গ করা বিপজ্জনক জেনে সঙ্গে-সঙ্গেই গলা পাল্টে) আমিও তো সেই কথা কই,—এট্টা লোকেরে দেখ্যেছি। তোমাদের সাড়া পেয়্যা যেই বারায়্যেছি এট্টা লোক ঐ ভাঙ্গা পাচীরট্যা পার হয়্যা ছুট্যে চল্যে গেল।

ভিড় ॥ ওঁ—, মারীচের মতো হাঁক মার তুমি,—ধন্দ জাগানের তরে! দেখ দেখ, বেটা মারীচের বুদ্ধি দেখ—

ন্যাড়া ॥ (রাগ দেখিয়ে), দেখ, তুমি যদি এট্টা অবকথা কও, বোলানে আমিও এট্টা অবকথা কয়্যা দিতি পারি। তাথে ঝগড়া-কলহ হবে। সত্যট্যা কি বুঝ্যা যাবে? আমি কই, এট্টা লোকেরে দেখ্যেছি, পাচীরট্যা পার হয়্যা চল্যা গেল।

ভিড় ॥ ঠিক আছে। বুদ্ধি কর্য়া তুমি বুড়্যারে বাঁচাতে চাও! কিন্তুক এর পাছে যেইদিন আমাদের হাতেনাতে ধরা পড়্যে যাবে, বাড়ি মের্যে-মের্যে ইন্দুরের মতো মের্যে ফেল্যা দিব। এই কথা সঙরিয়া রেখো। চল্, চলরে এখন—

[কলরব করতে-করতে তারা চ'লে যায়। ন্যাড়া স্থির হ'য়ে থাকে। নিশ্চিন্ত হ'লে চাপাস্বরে ডাকে]

ন্যাড়া ॥ সদাগর,—সদাগর,—ওরা চল্যা গেছে, এইবেরে বের হয়্যা এসো।—ধুত্তুরি! কয়্যেছি না, হাতেনাতে পেল্যে সেইদিনে মের্যে ওরা শেষ কর্য়া দিবে। (খুঁজতে থাকে) সদাগর!—দেখ দিকি, রাত হ'লে কী যে হয় তোমার বণিক।—জীবনট্যা মানে হোল দিন। দিন। দিনেতে যেমন থাকে মানুষেরা। দিনের মতন হও সদাগর, দিনের মতন হও। ধুত্তুরি, কোথা ফির চল্যা গেল—। (উদ্বিগ্ন ভাবে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যায়) সদাগর—সদাগর—(অন্ধকার হ'য়ে যায়)

[জুড়িরা ভোরের আলাপ ধরে। একটু পরে আকাশীপটে ভোরের মতো আলো ফোটে। তারপর সেই আলো ক্রমশ মঞ্চের সামনে পর্যন্ত গড়িয়ে আসে। সামনে চাঁদ ব'সে। বৃদ্ধ, জীর্ণ, আরো কতো কী যেন। পাটাতনটাও আর সমতল নেই, ঢিবি, উঁচু, নিচু। ন্যাড়া আসে]

ন্যাড়া ॥ কোথা ছিলে সারারাত? (উত্তর না-পেয়ে) কাল থিক্যা কিছুই তো খাও নাই? দুট্যা মুড়ি আমি লুকুয়ে রেখ্যেছি—বেণানী তা দেখে নাই,—চান কর্যা এস্যা সেইগুল্যা খেয়ে নেও! যাও।—(সাড়া না-পেয়ে) এরপরে বেণানীর চোখে পড়ে যদি খেতে তো দিবে না—। (তাড়া দিয়ে) ওঠো, চান কর্যা এসো—।

চাঁদ ॥ (খুব সহজে, কিন্তু তার কণ্ঠটাই কিরকম বিকল পর্যুদস্ত বৃদ্ধের মতো হ'য়ে গেছে) একবার খুব দুঃখে মনে হয়্যাছিল—চান করা, প্রত্যহ মাজন করা—এসবের কিবা প্রয়োজন। তার পাছে দেখি, দাঁতে ব্যথা করে। সর্ব অঙ্গে চুলকানি হয়—। (হেসে-হেসে) ভরা সর্বনাশ হয়্যা গেছে, চাঁদেরে তথাপি সর্ব অঙ্গ চুলক্যাতে হয়।—জীবনট্যা অদ্ভুত, নারে ন্যাড়া?

ন্যাড়া ॥ (সনিশ্বাসে) অদ্ভুত অদ্ভুত! নাইলে বণিক তুমি আজ বন্ধকী বাড়িতে বাস কর! দিনান্তের অন্ন জোটে কি না-জোটে তারো কোনো ঠিক নাই!

চাঁদ ॥ (ঘাড় নেড়ে-নেড়ে সায় দেয়) ওরাও তো এইসব কথা কয়।

ন্যাড়া ॥ কারা?—কারা কোনসব কথা কয়?

চাঁদ ॥ (হঠাৎ ন্যাড়ার দিকে ফিরে) সে-বুদ্ধি কিসের বুদ্ধি ন্যাড়া, যে বুদ্ধি নিজের সেই অন্নটুকু অর্জন করে না?

ন্যাড়া ॥ (সামনে ব'সে পড়ে) সদাগর শুন,—শুন, উতলা হ'য়ো না। উপার্জন সকলেই করে, দুট্যা হোক চারট্যা হোক কার্ষাপণ সকলেই আনে। তুমি কি তাদের মতো? তুমিও কি ঐ হাটে যায়্যা তোমার বুদ্ধিরে বেচ্যা জীবিকার মূল্য নিবে? তোমারে শিবাই যে-বুদ্ধি দিয়্যেছে সেট্যা—সেট্যা ঢের বড়ো। সেটা শুধু শিবায়ের পূজা আর অর্চনার তরে। (বলতে বলতে যেন চোখে জল এসে যায় তার) অন্ন জোটানের তরে আমরা রয়্যেছি। গা-গতরে খেট্যা যতোটুকু পারি এন্যে দেয়া আমার কর্তব্য। দুঃখ এই, আরো বেশী পারিনেক। দুঃখ এই, মনপুর্যা তোমাদেরে সেবা করি এই শক্তি নাই—

[বলতে-বলতে গলা ভেঙে যায় তার। চাঁদ চুপ ক'রে চেয়ে থাকে]

ন্যাড়া ॥ (চোখ মুছে বলে) চলো, চান কর্যা নিবে চলো। (দাঁড়িয়ে ওঠে) চলো।

[চাঁদ সায় দিয়ে উঠতে যায়। তখন একটা পায়ের কাপড় স'রে একটা ক্ষত দেখা যায়]

ন্যাড়া ॥ একি! এ যে কেট্যে থেঁতে গেছে। এট্যা কিসি হোল? (ব'সে ক্ষতটা দেখতে চায়। চাঁদ যেন পা-টাকে সরিয়ে নেবার একটু চেষ্টা করে) পড়্যে গিয়েছিলে? (চাঁদ চেয়ে থাকে) নাকি আন্ধারে কোথাও লেগ্যে গেছে অচানকে?

(চাঁদ তেমনি চেয়ে থাকে) সদাগর, কী হয়্যেছে,—কথার বোলান দেও। এট্যা কিসি হোল?

চাঁদ ॥ কাল রাতে যুবকেরা তাড়া করেছিল? তারি একজনা চ্যালাকাঠ ছুঁড়্যেছিল। সেট্যা লেগ্যা—(হাতটা শুধু নাড়ে দু-একবার)

ন্যাড়া ॥ (নিস্তব্ধ হ'য়ে একটুখানি চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে) এইভাবে আর কতোকাল বেঁচ্যে রবে, সদাগর? এর চায়্যা ভগবান করে এক্কেরে উন্মাদ হয়্যা যাও তুমি, তাইলে অন্তত এই যন্ত্রণার বোধট্যা তো নষ্ট হয়্যা যাবে—। (আবার নিজেকে সম্বৃত করে) যাই, কিছু গাঁদাপাতা নিয়্যা আসি। (কিন্তু উঠে যেতে যেতে আর নিজেকে দমন করতে পারে না) তাই করো ভগবান, তাই করো, এক্কেরে উন্মাদ কর্য়া দেও সদাগরে।

[ন্যাড়া বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই আলো বদলে যায়, আর দুটো অন্ধকারের জীব যেন অন্ধকারের ভিতর থেকে ছুটে আসে চাঁদের কাছে তারা স্ত্রীকণ্ঠে বলে]

প্রথম ॥ সেই ভালো, এক্কেরে উন্মাদ হয়্যা যাও তুমি সদাগর,—তাইলে তো আর এই যন্ত্রণার বোধট্যা রবে না—

দ্বিতীয় ॥ তুমি তো সীমান্তে আছ। শুধু একটুকু ঢিলা দেও। নিজেরে সজ্ঞান রাখনের নিয়ত যে চেষ্টা কর—কেন কর? ইয়াতে তো খালি কষ্ট বাড়ে—

প্রথম ॥ দেখ্যেছ তো, সনকা পাগল হয়্যা কতো সুখে আছে? ঈর্ষা হয় নাক? দেও, তুমিও বণিক একটুকু লোল দেও, একটুকু ঢিল্যা দেও বাঁধনগুল্যারে—

[চাঁদ মাথা নাড়ে, অস্বস্তিতে ন'ড়ে চ'ড়ে পায়ের ক্ষতটাই যেন দেখতে থাকে]

দ্বিতীয় ॥ (যেন হাসিমাখা তরল কণ্ঠে) কেন নয় সদাগর, কেন নয়? মাঝে-মধ্যে সাঁতালি পাহাড়ে যায়্যা, গাঙ্গুড়ের তীরে যায়্যা, আন্ধারে তো আর্তনাদ কর্য়া ওঠ, তখন তো সংযম হারাও। তখন তো আবেগের ভাষা এট্টা প্রকাশের মুক্তি খুঁজ্যা পায়? সেইমতো সদাগর,—জীবনে প্রচণ্ড এট্টা প্রতিবাদ কর্য়ে এক্কেরে সে উন্মত্ত বিযুক্তি—। করো, করো, করো সদাগর—

[চাঁদ আবার অস্থির হ'য়ে ওঠে। উঠে প'ড়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে। আর জীবদুটো যেন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বাদুড়ের মতো উড়ে গিয়ে তার পাশে বসে]

প্রথম ॥ (অসহিষ্ণু কণ্ঠে) তুমি তো বণিক আর স্বাভাবিক নাই। স্বাভাবিক হ'তে আর পার না কখনো। তবে কেন অকারণ এতো চেষ্টা কর? লোল দেও, লোল দেও,—নিজেরে সজ্ঞান রাখনের চেষ্টা ছেড়্যা দেও—

[চাঁদ অস্ফুটে একটা শব্দ করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আর একপাশে যায়। যেন অনুপস্থিত ন্যাড়াকে বলছে এইভাবে বলে—]

চাঁদ ॥ অকস্মাৎ চোট লেগ্যা গেল। এতোটা যে লেগ্যে গেছে আগুতে তো বুঝি নাই—

দ্বিতীয় ॥ কেন মিছা নিজেরে ভুল্যাও সদাগর? ব্যথা ঐ ক্ষতট্যাতে নয়। চম্পকনগরে আজ লোকে চ্যালাকাঠ ছুঁড়্যে তোমারে আহত করে। তুমি ছোট। নিজেরে বাঁচ্যাতে তোমারে পল্যাতে হয়। আর তোমারি এ চম্পকনগরীর যৌবনের প্রতিমূর্তি তোমারি পিছনে তাড়া কর্যা আসে। এইখেনে ব্যথা লাগে, নয়? আজ তুমি শুধু বুড়্যা, এট্টা বুড়্যা।—

প্রথম ॥ (হেসে উঠে) শিবায়ের সন্ধানের তরে নিজেরি অন্তরে এতো কষ্ট, এতো দ্বন্দ্ব,—সব যেন কার্তিকের বিকালের মতো ধুঁয়া আর কুয়াশায় লুপ্ত হয়্যা গেল। এইখানে ব্যথা লাগে, নয়?

চাঁদ ॥ গাঁদা দিলি সেরে্য যাবে,—ন্যাড়া গেছে। কোথা ছিল,—হঠাৎ ছুঁড়্যেছে (আর পারে না, আর্তভাবে ডেকে ওঠে) ন্যাড়া—ন্যাড়া—

ন্যাড়া ॥ (নেপথ্য থেকে) আসি সদাগর, এইগুল্যা নিয়্যা আসি—

[জীবদুটো খিলখিল ক'রে হাসতে-হাসতে পিছনের অন্ধকারে স'রে যায়]

চাঁদ ॥ (হাঁপানির মতো নিশ্বাস টানে আর বিড়বিড় করে) কৃতং স্মর, ক্রতুং স্মর—

[ন্যাড়া আসে। আলো জ্ব'লে ওঠে। চাঁদ চুপ ক'রে যায়]

ন্যাড়া ॥ কী হয়্যেছে? (চাঁদ চেয়ে থাকে) দেও পা-ট্যা দেও। (ব'সে গাঁদা পাতা লাগায়। একটা ফালিও এনেছে বাঁধবার। চাঁদ হঠাৎ নিঃশব্দে হাসতে থাকে) হাসো কেন? আরে! কী হোল তা কও। (তারও জীর্ণমুখে হাসি আসে) এই দেখ, আরে কবে তো যে হয়্যেছেটা কী?

চাঁদ ॥ (ঘাড় বেঁকিয়ে ন্যাড়ার দিকে চেয়ে ছেলেমানুষের মতো) তুই ভালো।

ন্যাড়া ॥ (কণ্ঠ যেন সজল ও বিকল হ'য়ে যায়) আমি ভালো বল্যে হাসি পায়—তোমার? বণিক?

চাঁদ ॥ না—এট্টা কথা। কুরুক্ষেত্রে এট্টা লোক কয়্যাছিল—মামেকং শরণং ব্রজ। মানে, কেন্দ্রীয় কর্তব্য হোল—সব ছেড়্যা শুধু আমারি শরণ নেও। কিন্তুক, তার পাছে, তার যতো আত্মীয়স্বজন ধ্বংস হয়্যা গেল। আর নিজে তুচ্ছ এট্টা ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শরে মর্যা গেল।

ন্যাড়া ॥ কে? কে সেই লোক? কুরুক্ষেত্রে ছিল?

চাঁদ ॥ (সায় দিয়ে) মামেকং শরণং ব্রজ—

ন্যাড়া ॥ মামেকং? ধুৎ, এই নাম কখনো তো শুনি নাই।

চাঁদ ॥ (হাসে) না, কয়্যাছিল—মামেকং।

ন্যাড়া ॥ মামেকং—মামেকং! না-না, এসব বীভৎস কথা। ঐ মতো মামেকং ত্বামেকং কয় যারা তারা ভালো লোক নয়। ভুল্যে যাও, এই সব ভুল্যে যাও সদাগর। চলো

চান কর‍্যা নিবে চলো। থাক, চানট্যা ক'রো না। ওট্যা বেন্ধ্যে দিছি কিনা। তার চায়্যা চলো, মুড়ি কট্যা দেই, খেয়ে নেও।

চাঁদ ॥ (হে-হে ক'রে হেসে) প্রথম সিদ্ধান্ত হোল, চান করো। তার পাছে হয়্যা গেল, চানট্যা ক'রো না। (হাত উলটিয়ে হাসে)

ন্যাড়া ॥ আহা, ত্যাখন তো ক্ষতট্যারে দেখি নাই—

চাঁদ ॥ এই—এই। এই মতো কতো শত আনকা ঘটনা এস্যে পড়ে জীবনেতে। যেট্যা ঠিক মনে হয়্যেছিল, সেট্যারেই ভুল মনে হয়। তবু তো মানুষ চায় একপথে শেষাবধি যাবে।—বড়ো আলুথালু হয়্যা গেছে ন্যাড়া, সব বড়ো আলুথালু হয়্যা গেছে।

[আলো নিভে যায়। মনে হয় যেন অনেক শেয়াল হাসছে। সেই শব্দ ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠে জুড়ির গানের মধ্যে মিশে যায়]

সূত্রধার ও জুড়ি ॥ শিব তারে বাঁচালো না,
সদুদ্দেশ্য বাঁচালো না,
আপন কর্মের প্রতি নিষ্ঠা তারে বাঁচালো না,
কোথা যে কী ভুল হোল জানে না আবর।
এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর।

[আবার আলো জ্বলে। পাটাতনের একপাশে এক অতিবৃদ্ধ ব'সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে]

প্রথম ॥ দেশময় যেন শকুনের মতো এট্টা অকাল নেম্যেছে। মনে আছে, করালী ভৈরবে হঠ্যায়া বেণীনন্দ পুনরায় ক্ষমতায় এসে একেবারে রাজা হয়্যা গেল? ত্যাখন সে কয়্যাছিল—সমাজে স্থিরতা এইবেরে আমি এন্যা দিব।

[এই আলো নিভে অপর কোণে আলো পড়ে। সেখানেও ঠিক এমনি একজন বৃদ্ধ এমনি কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে]

দ্বিতীয় ॥ এ্যায়, আমি এন্যা দিব।—আর এখন তো তার জুয়ান ছেল্যেটা—ঐ যে সুবল—সে তো ষণ্ডামার্ক দু'জনারই ভূমিকায় একা নেম্যে গেছে। আজ এরে মারে, কাল উয়্যারে লাঞ্ছনা করে—। ন্যায় বলো, নীতি বলো, কিছু আর নাইতো কোথাও।

[আবার প্রথম আলোটাও পড়ে। প্রথম বৃদ্ধ বলে]

প্রথম ॥ অবিশ্যি এ যেতেছিল। বহুদিন ধর‍্যা ক্ষয়্যা-ক্ষয়্যা যেতেছিল। কিন্তুক, যেতে-যেতে এতোট্যা যে যাবে এ তো কারো কল্পনা ছিল না—।

দ্বিতীয় ॥ (সায় দিয়ে) এ তো কারো কল্পনা ছিল না।

[আলো নিভে দু-জনে মিলিয়ে যায়। এতোক্ষণ এইসব কথার মধ্যেও 'এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর' গানটির সুর ক্ষীণভাবে বেজে যাচ্ছিল, এখন সেইটা ছাপিয়ে সূত্রধার প্রায় ঘোষণার মতো ক'রে বলে—]

সূত্রধার ॥ শেষ মাত্র আশা ছিল ভবিষ্যকল্পনা
বিধাতার পরিহাসে তাও তারে বাঁচালো না
কোথা যে কী ভুল হোল জানে না আবর।

(জুড়িরা ধুয়াটা ধরে) এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর ॥

[আবার আলো জ্বলে। ন্যাড়া ও চাঁদের প্রবেশ। চাঁদকে বসায় ধাপের ওপর। ছোট একটা মুড়ির চুপড়ি দেয়]

ন্যাড়া ॥ নেও এইখেনে বসো। মুড়িকট্যা খেয়্যে ফেলো। আমি যাই, বন থিক্যা কিছু কাঠ কেট্যে আননের বরাত দিয়্যেছে। তুমি খেয়্যে নেও, আমি কুড়ালট্যা নিয়্যা বের হয়্যা পড়ি।

[কুড়াল আনতে যায়। একজন যুবক প্রবেশ করে]

যুবক ॥ এ এক অদ্ভুত দেশ দেখি—চম্পকনগরী। কেউ কোনো ইতিহাস জানেনাক! চাঁদ সদাগর বল্যে এট্টা লোক ছিল কি ছিল না, বেঁচ্যে আছে কিংবা মর‍্যা গেছে, ভিটাট্যা কোথায় ছিল,—এইতো, তুমি কে বট-হে? গ্রাম্য ভিখারীর একজন নাকি কেউ? জানো কি হে, এইট্যা কি চাঁদ বণিকের ভিট্যা? য়াঁ?—(চাঁদ তাকিয়েই থাকে) আরে কথা কয়নাক। ওহে এইট্যাই যদি চাঁদ বণিকের ভিট্যা হয়, তারে এট্টু সম্বাদ দেও তো। কও বহু দূর দেশ থিক্যা এক যুবক এয়্যেছে, সে তার কাহিনীট্যারে শুনবারে চায়। কী কর‍্যেছে চাঁদ, কোথায় সে পাড়ি দিতি চেয়্যাছিল, কেন তার পরাজয় হোল—মোটকথা তার জীবনের অভিজ্ঞতা কী—এইসব জানা মোর বড়ো প্রয়োজন। যাও—

[কুড়াল নিয়ে ন্যাড়ার প্রবেশ]

ন্যাড়া ॥ কে, কে তুমি? কী চাও হেথায়?

যুবক ॥ (সসম্ভ্রমে উঠে) তুমি চাঁদ সদাগর! কয়দিন ধর‍্যা আতিপাতি কর‍্যা নগরে ঘুর‍্যাছি—প্রণাম, প্রণাম হই।

ন্যাড়া ॥ (পিছিয়ে) রাখো, রাখো। কে তুমি? কার কাছে এয়্যেছ এ ঠাঁয়ে?

যুবক ॥ তোমারি নিকটে। ইচ্ছা আছে তোমার কাহিনী নিয়্যা এট্টা 'কাব্য' রচনা করি। যাতে ভবিষ্যতে মানুষেরা জানে কতোবড়ো আদর্শ পুরুষ ছিল এই সদাগর। মোর গুরু এই মতো কয়্যা দেছে। গুরু নাকি বহুদিন আগে কোথা দেখ্যেছে তোমারে। আর, অপরাস্তে আমাদের রাজা কয়্যা দেছে, যদি কেউ মনসার বিজয়ের কাব্য লেখে তাইলে সে অপর্যাপ্ত পুরস্কার পাবে। তাই মনে ভাবি, এ দুইট্যা যদি একসাথে মিল্যা দিতি পারি, তাইলে তো গুরু রাজা উভয়েই হৃষ্ট হবে—

ন্যাড়া ॥ যাও, চল্যা যাও হেথা হতে। আমি সে বণিক নই। যাও, চল্যা যাও—

যুবক ॥ কিন্তুক এট্টা বুড়্যা পথচারী আমারে কইলে, যে, এইট্যাই—

ন্যাড়া ॥ (ক্ষেপে উঠে) যে কয়েছে তারে যায়্যা পুছ করো। আমরা এ ঠাঁয়ে কেউ চাঁদ বণিকেরে জানিনেক। যাও। যাও, চল্যা যাও হেথা হতে।

[ঠেলে তাকে বের ক'রে দেয়। ফিরে এসে রাগের সঙ্গে বলে—]

ন্যাড়া ॥ শালা!—যাই আমি কাঠকট্যা কেট্যে দিয়্যা আসি। (চাঁদের দিকে একটু তাকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে) সদাগর, তুমি ছাড়া ন্যাড়ার তো আর কেউ নাই। (হেসে বলবার চেষ্টা করে) আর আমি ছাড়া তোমারও তো আর কেউ নাই (হঠাৎ চাঁদের পায়ের ওপর টিপ-টিপ ক'রে মাথাটা ছোঁয়ায়। তারপর উঠে বলে) যাই আমি—।

[দ্রুতই বেরিয়ে যায়। চাঁদ কেমন ক'রে একটু ব'সে থাকে। তারপর হাতের মুড়িটা দেখে। আর মঞ্চের ভিতরটা অন্ধকার হ'য়ে যেতে থাকে। আর সেইখান থেকে আবার সেই অন্ধকার জীবগুলো যেন উড়ে এসে বসে]

প্রথম ॥ খাবে তুমি মুড়িগুল্যা? তুমি নাকি আদর্শ পুরুষ—কয়্যা গেল বিদেশী যুবক—খাবে তবু? ভেবে দেখ, ন্যাড়াও তো বৃদ্ধ হোল। জীর্ণ দেহে এখনো সে কাঠ কাটে, ক্ষেতে মুনিষের কাজ করে,—এতো পরিশ্রম করে—সেট্যা শুধু চাঁদ আপন সংসারট্যারে চালাতে পারে না বল্যে। আর তুমি বস্যা-বস্যা সেই অন্ন খাবে? একটুকু ভেবে দেখ শুধু তার পাছে খেয়ো।

চাঁদ ॥ (বিকলকণ্ঠে সনিশ্বাসে টেনে টেনে বলে) মানুষের উপায় কী বলো?

দ্বিতীয় ॥ (যেন গুন-গুন করে) মানুষের উপায় কী বলো—

প্রথম ॥ (এরি উপরে খিল-খিল ক'রে হেসে) কেন? বেঁচ্যে থাকা এতো প্রয়োজন? এখনো কি সার্থক হবার আশ রয়্যেছে তোমার? কে তোমারে সার্থকতা এন্যা দিবে? বেহুলা? তোমার সে স্বৈরিণী বহুড়ী? মনে নাই, কী কয়্যেছে ভুলুয়া সর্দার?

[একদিকে ভুলুয়া সর্দারের প্রবেশ। তার ওপর একটা অন্য রঙের আলো]

ভুলুয়া ॥ নেতার সন্ধানে খুঁজ্যে-খুঁজ্যে গিয়েছিনু—সেই যারে কয় নেতাঘাট? সেই ঠাঁয়ে দেখি তোমার বহুড়ী ঘাটে বস্যা কাপড়াদি কাচে। আর এট্টা ভেলার উপরে লখায়ের—ওঃ হোঃ স্মরণেও মনে হয় যেন গন্ধ পাওয়া গেল ইঃ হি-হি! কিন্তুক, তার পাছে দেখি নেতা ঐ বেহুলারে সাজায়্যে গুছায়্যে কোথায় পাঠেয়্যা দিল। এইমতো নাকি প্রায় যায়। আমি কই, হরিবোল! যুবতী বয়সে কতো দিন উপবাসী রবে! সব দেখি প্রকৃতির নিয়মেতে বাঁধা।—যথার্থ দেখ্যেছি। শুনেছি তো বিবরণ নেতার নিকটে। নেতা কয়, ঘর হ'তে বারায়ে এয়্যেছে, তার সতীত্বের নীতি নিয়্যা তোমাদের মাথা এতো ঘামে কেন আজ? (চ'লে যেতে-যেতে) আমি কই, ঠিক কথা। চম্পকনগরে কতো গৃহস্থরমণী গোপনে গণিকা হয় অর্থের লালসে—

[ভুলুয়ার প্রস্থান]

দ্বিতীয় ॥ (একটু যেন সমবেদনার সুরে) ভুল হয়্যা গেল সদাগর। কারো পরে এতোট্যা নির্ভর করা কখনো উচিত নয়। বেহুলারে ছোট থিক্যা জান না তো তুমি? কেন তার পরে এতোটা বিশ্বাস ন্যস্ত কর্যা দিলে সদাগর?

প্রথম ॥ (যেন তীর বেগে ছুটে আসে, ব্যঙ্গে বলে) মিছা কথা। মানুষে যখন কয় পূর্ণ মনে বিশ্বাস কর্যেছে তখনো সে মিছা কথা কয়। অন্তরে-অন্তরে সন্দেহের সর্প দেখ কিলিবিল করে আর সুবিধা পেল্যেই ফণা তুল্যা কেবলি দংশন করে, কেবলি দংশায়। (উচ্চ হেসে) সম্পূর্ণ বিশ্বাস কখনো মানুষ কারেও করে না। করণের শক্তি নাই তার। এই হোল মানুষের অমোঘ নিয়তি। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসে)

দ্বিতীয় ॥ (যেন বড়ো আপন হ'য়ে) খাও, এইবেরে মুড়িগুল্যা খাও—

প্রথম ॥ (তরলকণ্ঠে যোগ দেয়) হাঁ-হাঁ খাও, এইবেরে মুড়িগুল্যা খাও—

[পিছন থেকে বেণী এগিয়ে আসে, ভুলুয়ার মতো অন্য ধরনের একটা আলোতে]

বেণী ॥ (বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে) কোন যুক্তিবলে যুবতী বহুড়ীট্যারে একা ছেড়্যে দিলে? একে নারী তায় যুবতীবয়সী,—জাননাক পথে-পথে কতো শঙ্কা আছে? আর নিজে ঘরে বস্যা ন্যাড়ার অর্জিত অন্ন খায়্যা মনে মনে আশা করো সে মেয়েট্যা ফিরে এস্যা তোমার আদর্শট্যারে সার্থকতা দিবে! এতো নির্লজ্জ তো অতীতে ছিলে না তুমি। দেখ্যেছ বণিক, ভুল পথে গেলে মানুষের চরিত্রের কতো অবনতি হয়! চরিত্রের কত রন্ধ্রপথ দিয়্যা শনি ঢুক্যা মানুষেরে পালটেয়্যা দেয়! পাড়ি দেওনের নামে যেই বেগট্যারে তুমি জন্ম দিয়্যেছিলে এই চম্পকনগরে, সে প্রচণ্ড বেগট্যারে শৃঙ্খলিত রাখনের ক্ষমতাও ছিল কি তোমার? কারো কোনোদিন থাকে নাই ইতিহাসে। তারেপর? সেই উচ্ছৃঙ্খলতারে সংযত করার লেগ্যে কৌটিল্যের চায়া আরো বড়ো কৌটিল্যের মতো দমনের নীতি প্রয়োজন হয়। কোটালেরে আধিপত্য দিয়্যা, নির্বিচারে কারারুদ্ধ কর্যা, নির্বিচারে হত্যা কর্যা, তবে পুনরায় সমাজে শৃঙ্খলাবোধ ফিরে আনা যায়। তাই আজ আমি জয়ী, আর তুমি পরাজিত। (চ'লে যেতে গিয়ে আবার এগিয়ে আসে) যৌবনে তো স্পর্ধা কর্যা বীরের মুখোশ পর্যাছিলে,—এখন? কেবল ভাঁড়ের মতন সেই পুরাতন মুখোশট্যা পর্যা নাচনের চেষ্টা করো? ছেঃ! (পিছনে গিয়ে মিলিয়ে যায়)

তৃতীয় (পুরুষ কণ্ঠ) ॥ তাই বটে, তাই বটে। ভেব্যে দেখ সদাগর, তুমি আর নাই, শুধু ঐ মুখোশট্যা আছে। তুমি আর সে মানুষ নয়। মনে-মনে ভাবো তুমি, যেন আজোবধি লড়্যা যাও মনসার সাথে। অথচ দেখ না, যে, মনসা তোমারে অন্তরে-অন্তরে কোন রূপ থিক্যা কোন রূপে পালটেয়্যা দেছে? বোঝ না যে মনসার শক্তি চলে শিকড়ে-শিকড়ে আন্ধারে-আন্ধারে—

চতুর্থ (পুরুষ কণ্ঠ) ॥ তোমারি ভিতরে তোমার যে অন্ত্রনালী, সেও কাজ করো যায় তোমারি অজ্ঞাতে। মনসার নিয়মের বশে। তথাপি বণিক, 'আমি' বল্যে এট্টা পরিচয় তুমি কেন চেয়োছিলে? কেন তুমি নীতি কথা কয়ো ছিলে? সদাগর কেন পাড়ি দিতে গিয়োছিলে?

স্ত্রীকণ্ঠ (সমবেত) ॥ কেন পাড়ি দিতে গিয়োছিলে সদাগর, কেন তুমি পাড়ি দিতে গিয়োছিলে?

তৃতীয় (পুরুষ) ॥ সদাগর, নীতি বল্যে কিছু নাই, শুধু মনসার নিয়ম রয়োছে। সে নিয়ম নিয়তির মতো। তারি ফাঁসে বান্ধা আছে সমস্ত পৃথিবী—।

চতুর্থ (পুরুষ) ॥ নিয়ম, নিয়ম, নিয়ম নিয়তি।

স্ত্রীকণ্ঠে ॥ কেন পাড়ি দিতে গিয়োছিলে সদাগর? কেন তুমি পাড়ি দিয়োছিলে?

চতুর্থ (পুরুষ) ॥ সেই অন্ধকার নিয়মের মুখোমুখি হয়্যা মানুষের যতো কল্পনার নীতি সব বারংবার জীবনের যূপকাষ্ঠে বলি হয়্যা যায়—।

তৃতীয় (পুরুষ) ॥ আজিকার নীতি কাল তো থাকে না।

চতুর্থ (পুরুষ) ॥ অতীতের যতো নীতি—সব ভুল মনে হয়—

যুগ্ম পুরুষকণ্ঠে ॥ কেন তুমি পাড়ি দিতে গিয়োছিলে সদাগর, কেন তুমি পাড়ি দিয়োছিলে?

মেয়েরা ॥ (গান ধরে। স্থানে-স্থানে পুরুষ যোগ দেয়)

মানুষের উপায় কী বলো—মানুষের উপায় কী বলো।
যাকিছু সে শুনে শেখে
যাকিছু সে চোখে দেখে
যাকিছু পুঁথিতে প'ড়্যে—সদসৎ স্থির কর্যা নিল,
তাই নিয়্যা
পাড়ি দিয়্যা
—আরো এক ভয়ঙ্কর আন্ধারে পৌঁছালো।
মানুষের উপায় কী বলো,—মানুষের উপায় কী বলো ॥

[ড্যাং-ড্যাং ক'রে বাজনা বেজে ওঠে। মঞ্চের গভীরে অনেকগুলো মানুষ ঢোকে এক অদ্ভুত নাচের ভঙ্গীতে। যেন তাদের চোখ নেই, যেন তাদের জ্ঞান নেই, যেন তারা আবিষ্ট। তাদের সারা দেহে নানা রঙের আঁকা।—কিছু লোক এক বিরাট মূর্তি নিয়ে আসে। কাল্‌চে-সবুজ রঙের বিশালস্তনী, বিশালজঘনা, এক উলঙ্গ দেবীমূর্তি। তারই সামনে উপাসকরা নাচে, রক্ত দেয়, নরবলি দেয়, সবাই রক্ত মাখে। আর তাদের নারীরাও আবিষ্ট, তারাও রক্ত মাখে। যোগিনীর মতো চুল তাদের ছড়িয়ে আছে, গায়ের আঁচল খ'সে যাচ্ছে আর তারা গান গায়—]

গান ॥ এ ভ্রম ভাঙ্গাও মাগো ভাঙ্গো অহঙ্কার।
আলোতে আবিল চক্ষু করো অন্ধকার ॥

একটি কণ্ঠ ॥ আন্ধারে জনম পুনঃ আন্ধারে বিলয়।
তবু, মানুষের মনে শুধু আলোতে প্রত্যয় ॥

সমবেত ॥ এ ভ্রম ভাঙ্গাও মাগো ভাঙ্গো অহঙ্কার।
আলোতে আবিল চক্ষু করো অন্ধকার ॥

[এরই ওপরে সেই কাটাছেঁড়া আলো পড়ে। আর দৃশ্যের উদ্দামতার সঙ্গে-সঙ্গে সেই আলো-ছায়াগুলোও ঘুরতে শুরু করে। নাচ চলে, গান চলে, আর ছায়াগুলো আলোগুলোও ঘোরে।— দূর থেকে যেন ন্যাড়ার ডাক শুনতে পাওয়া যায়]

ন্যাড়া ॥ (নেপথ্য থেকে) সদাগর,—সদাগর,—কোথা আছ—?

[ঘূর্ণ্যমান আলো-আঁধারির জাল ক্ষীণ হ'য়ে মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে যায় নাচ গান ভিড়। ন্যাড়া ছুটে ঢোকে। সামনে আলো ফোটে]

ন্যাড়া ॥ (ধপ ক'রে চাঁদের সামনে আছড়ে প'ড়ে) সদাগর, সদাগর, মনসা, মনসা! জানো তুমি কী কথা শুন্যেছি? ঐ বেণীনন্দনের বিশ্বাসের ভৃত্য ছিল যারা, তারা ঐ বনের ভিতর দিয়্যা অন্য রাজ্যে পালাল এখনি। সেই যে সুবল—বেণীনন্দনের ছেল্যে—সে নাকি নিজির বাপেরেই হত্যা কর্যা সিংহাসন কেড়্যে নেছে। আর অনুগত যে সব লোকেরে বেণীনন্দ নানা স্থানে ভুইঞা কর্যা দিয়্যেছিল, তারা বেশীভাগ নাকি আজ সুবলের পক্ষে গেছে। ছিঃ! ছিছিঃ! মনসা, মনসা সর্বত্র। শিব নাই সদাগর, শুধু মনসা রয়্যেছে। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) কী করা উচিত? সদাগর, এইবেরে কী করা উচিত, আমাদের?

[পিছনে বেহুলা প্রবেশ করে। বেহুলার মুখে নাগরীর বাসি রূপসজ্জা। দু-এক গুছি চুল খ'সে একদিকে চোখের ওপরে এসে পড়েছে, আর দু-হাতে সারা গায়ে একটা ময়লা পাটের চাদর জড়িয়ে আছে। এ-বেহুলা সে-বেহুলা নয়। নিস্তব্ধতা। বেহুলা একটু এগিয়ে এসে বলে—]

বেহুলা ॥ ফিরায়্যে এন্যেছি আমি তোমার সন্তানে। (আরো দু-পা এগিয়ে এসে) ফিরায়্যে এন্যেছি আমি তোমার সন্তানে। (হাঁটুগেড়ে বসে) জানি নে তো, পা ছোঁয়ার অধিকার আছে কিনা আর। আমার প্রণাম নেও। (ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, তারপর মুখ তুলে বলে) সন্তান তোমার মাটিতে পা দেওনের অধিকার পাবে, বেঁচ্যে রবে তোমাদের সাথে, যদি—মনসার পূজা দেও তুমি। এই এট্টা শর্ত আছে।—যদি অস্বীকার যাও, সন্তান তোমার ডিঙ্গিতেই মর‍্যা যাবে। (দু-জনে দু-জনের দিকে একটু তাকিয়ে থাকে) পূজা দিবে কি দিবে না? (আবার একটু চুপ। বেহুলা শ্বশুরের দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে বলে) বেহুলার আধখানা মন কয়, আমার যা হয় হোক পূজা তুমি দিও না শ্বশুর। যতো কষ্ট কর্যা থাকি আমি—সমস্ত বিফলে যাক, তবু—(মাথা নিচু করে। তারপর মুখ তুলে বলে)

সন্তান তো তোমাদের। তোমাদের সাথে রবে, তাই সিদ্ধান্ত তোমার। কও, পূজা দিবে কি দিবে না।

[চাঁদ মুখ ফিরিয়ে নেয়। হাতটা অনির্দিষ্টভাবে যেন পাটাতনের কিনারাটা ধরে। একবার আকাশের দিকে তাকায়, পরক্ষণেই মঞ্চের ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে আহত জন্তুর মতো সেই দীর্ঘ আর্ত চীৎকারটা ক'রে ওঠে। ন্যাড়া গিয়ে চাঁদকে জড়িয়ে ধরে]

ন্যাড়া ॥ (রুদ্ধ কণ্ঠে) সদাগর সদাগর—

[চাঁদ ন্যাড়াকে সরাবার চেষ্টা ক'রে হেতালের লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসে, বলে]

চাঁদ ॥ শিব, শিব, কী খেলা খেল্যেছ তুমি,—তবু তোর খেলা আমি শেষাবধি খেল্যে যাব। দিব, পূজা দিব, চাঁদ সদাগর আজ মনসার পূজা দিবে। কতোদূর, কতোদূর আর?—ন্যাড়া, ছুটে যা এখনি। নৌঘাট থিক্যা লখায়েরে ডেক্যে আন্। ক' যে সদাগর পূজা দিবে।

বেহুলা ॥ না, না, নৌঘাটে বান্ধি নাই নাও। পাছে কেউ দেখে, তাই এই বনের নিকটে আঘাটায় ডিঙ্গি বেন্ধ্যে লুকুয়্যে এয়্যেছি। আর কোনো কথা ক'য়োনাক তারে। শুধু কও, পিতা তারে ডেক্যেছে এখেনে।

ন্যাড়া ॥ (কাঁদতে কাঁদতে ওঠে) সদাগর, পৃথিবীট্যা এইভাবে চল্যেছে কি চিরকাল? তবু ধ্বংস হয়নাক? হায় হায় শিব—(বেরিয়ে যায়)

বেহুলা ॥ জানি তুমি বড়ো কষ্ট পাবে, তবু যেটুকু সময় আছে, সব কথা কয়্যা নেই তোমার নিকটে। তোমার সন্তান জানে না কিভাবে আমি বাঁচায়্যেছি তারে। ডিঙ্গিতে দু'জনা দূরে-দূরে বস্যা রওনা হয়্যেছি। বারবার আমারে সে প্রশ্ন কর্যা গেছে—কিভাবে বাঁচ্যালে মোরে? কেন পাটের পিছুড়ি দিয়্যা সারা অঙ্গ ঢেক্যেছ এমন? কেন দূরে বস্যা আছ?—আমি কই, এখনো আমার প্রতিজ্ঞা যে পূর্ণ হয় নাই। তাই পাশে যেতে পারিনেক। কবো আমি, সব কথা কবো, যদি সে সুযোগ পাই। শুনগো শ্বশুর, তুমি আগে শুন। কতো দিন কতো রাত্রি জাগর থেক্যেছি, তন্ন-তন্ন কর্যা ঐ আকাশ, পৃথিবী,—সমস্ত খুঁজ্যেছি। তবু জীয়নের মন্ত্র আমি পাইনি কোথাও। মনে-মনে ভাবি, নিশ্চয় কোথাও কোনো মহাপাপ রয়্যেছে আমার, তাই আমি বুঝি জীয়নের ক্ষমতার অধিকারী নই। হায় রে বেহুলা, স্বামীর শিয়রে যদি সাপিনী দংশায় তুই তারে সুস্থ কর্যা দিতি অপারগ? (ভেঙে পড়ে। আবার সম্বৃত হ'য়ে বলে) নেতাঘাটে পৌঁচেছি তখন। নেতা কয়, পৃথিবীর চারিদিকে চেয়্যা দেখ, কোথাও কি এট্টা একেবেরে সিধে রেখা আছে? গাছ, নদী, পাহাড়, পর্বত—সব রেখা এঁক্যেবেঁক্যে গেছে। তোরও শরীরে দেখ সেই বাঁকা আছে। সেই বাঁকা দিয়্যা ভুলাতে পারিস যদি, অভীষ্ট সম্পূর্ণ হবে। তাই—(চাদরটা খুলে ফেলে। নাগরীর বেশ) শ্বশুর, আমি আর সে বেহুলা নই। তেত্রিশ

কোটির সেই কামোৎসুক চোখের সুমুখে যে নাচ নেচ্যেছি—শ্বশুর, সে বড় অশ্লীল। কোথাও তা শিখি নাই। দেখিনি কোথাও। তবু যেন আমারি অন্তর থিক্যা আমারি প্রকৃতি হাতে ধর‍্যা আমারে শিখায়ে দিল—কেমনে তাক্যাতে হবে, কেমনে দেখাতে হবে নিজের শরীর, কেমনে যে—ওঃ! আর সেই নাচের ভিতরে সায় বণিকের কন্যা, সেই যে বেহুলা—সেই যে, তুমি যারে দেখ্যেছিলে বিবাহের দিনে, সে বেহুলা মর‍্যা গেল। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে চাঁদের হাত আঁকড়ে) শ্বশুর, আজ আমি যে অনেক জেন্যেছি। ঢের কিছু জেন্যেছি যে আজ। আর তাই সেই পুরানো বেহুলাট্যারে বোকা মনে হয়। (হাহাকার ক'রে) হা, হা, সে বেহুলাট্যারে আজ বোকা মনে হয়—(লুটিয়ে কাঁদে। চাঁদ তার মাথায় একটা হাত রাখে। সেই হাতটাকে কপালের ওপর চেপে ধ'রে বেহুলা বলে) কতো গর্ব করেছিনু মনে চাঁদ বণিকের মতো বিরাট মানুষ আমার শ্বশুর হবে। আর তোমারি এ চিরজীবনের অটল প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গ্যায়েছি আমি। জীবনেতে কোন পথে চল্যা কোথায় যে পৌঁছ্যায় মানুষ—(আবার কাঁদে)

চাঁদ ॥ (দু-হাতে তার মাথাটা ধ'রে প্রায় ফিস্ ফিস্ ক'রে শুরু করে) আমি পূজা দিব। পূজা দিব। জানিনে তো সে মানুষ আছি কিনা। তবু পূজা দিব। (বেহুলাকে ছেড়ে) জীবনের থিক্যা অঙ্ক কষ্যা-কষ্যা শিবাইয়ে পৌঁছ্যাতে চাই, সেথা শিবাই মেলে না। আর শিবায়ের থিক্যা অঙ্ক কষ্যা-কষ্যা জীবনে পৌঁছ্যাতে চাই, দেখি জীবন মেলে না। তবু উন্মাদ হব না আমি, আমি পূজা দিব। (যেতে গিয়ে একধারে ধাপের উপরে ব'সে পড়ে) কিন্তুক কী দিয়্যা যে মনসার পূজা হয় তাও তো জানি না।—আমি বেলপাতা দিয়্যা পূজা দিব। তাই দিব। শিব, তোর খেলা আমি শেষাবধি খেল্যে যাব, আমি বেলপাতা দিয়া মনসার পূজা দিব।

[প্রস্থান। বেহুলা আবার চাদর জড়িয়ে নেয়। লখিন্দর ঢোকে, তার চোখ অস্থির। অত্যন্ত সন্দেহাকুল]

লখিন্দর ॥ পিতা কোথা চল্যা গেল? ন্যাড়া যে কইলে, পিতা নাকি এই ঠাঁয়ে ডেকেছে আমারে।

বেহুলা ॥ (সংযত ধীরস্বরে) পিতা গেছে মনসার পূজা দিতে। (লখিন্দর মুখ ফিরিয়ে তাকায়)

বেহুলা ॥ (মাথা হেলায়) তোমার প্রাণের এই শর্ত ছিল। চাঁদ সদাগর যদি পূজা দেয় মনসার, তবে তুমি বেঁচ্যে রবে, নাইলে ও নাওয়ের উপরে ফির মর‍্যা যাবে। (লখিন্দর ধীরে এসে পাটাতনের কিনারাটায় বসে) তুমি স্বামী। সব কথা শুন্যা রাখ এইবেরে। তেত্রিশ কোটির চোখের সুমুখে লাস্য নৃত্য করেছে বেহুলা। অজস্র লোকের প্রতি কটাক্ষ করেছে, ঘাঘরা সর‍্যায়ে উরুদেশ দেখায়েছে,

কাঁচুলি শিথিল কর‍্যা—লাজহীনা, লাস্যনৃত্য কর‍্যেছে বেহুলা,—যাতে সে তোমারে এই চম্পকনগরে ফের ফিরি দিতে পারে—

লখি ॥ (বাধা দিয়ে) থাক। এসব শুন্যেছি আমি।

বেহুলা ॥ (অস্ফুটে) কে কয়্যেছে?

লখি ॥ লোভ। আমার জানার লোভ, আর ডিঙ্গির যে মাঝি, তার লোভ আমার সে বাজুবন্ধট্যার প্রতি। তাই তুমি ডিঙ্গি ছেড়্যে চল্যে এলে সে-ই সব কথা কয়্যেছে আমারে। (তারপরে দু-জনে চুপ ক'রে থাকে)

বেহুলা ॥ এইবেরে ভালো কর‍্যা ভেব্যে দেখ তুমি, আর কি আমারে নিয়্যা ঘর করা তোমার সম্ভব?

লখি ॥ যদি না-ই করি? তারপাছে,—তুমি?

বেহুলা ॥ আমি চল্যা যাব।

লখি ॥ নিছনি নগরী?

বেহুলা ॥ (মাথা নেড়ে) কোন মুখে দাঁড়াব সেখেনে!

লখি ॥ তাইলে?—আর বুঝি কোনো কথা কওয়া যায় না আমারে?

বেহুলা ॥ (মুখ তোলে। গলাটা পরিষ্কার ক'রে নেয়। তারপর বলে) বিষ আছে আমার নিকটে।

লখি ॥ (একটু কাছে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দেয়) বেহুলা,—আমারে দেও।

বেহুলা ॥ এইটুকু শেষমাত্র সম্বল আমার। তোমারে ব্যাগ্‌গোতা করি। বাসরের রাত্রে তুমি যেই বেহুলারে দেখ্যেছিলে, সেই পরিচয়ট্যাই যেন থাকে চিরকাল। আমারে বাঁচ্যালে আজ আমারেই হত্যা করা হবে, এইটুকু ভেব্যে দেখ তুমি।

লখি ॥ আর আমি? আমারি কারণে মোর পিতা মনসার পূজা দিল, তার পাছে সসম্মানে বেঁচ্যে রব আমি? মনসার দোরে যায়্যা অসম্মানে ভিক্ষা কর‍্যা তুমি বাঁচালে আমারে, তারেপর নিজে মর‍্যে গেলে, সেই জ্ঞান শিয়রে বহন কর‍্যা খুশী মনে বেঁচ্যে রব আমি? আমার সেই মৃতদেহট্যার গন্ধ যেন প্রত্যেক নিঃশ্বাসে পাই। জানো তুমি, আমারে এ ঠাঁয়ে আসার সম্বাদ দিয়্যা কিভাবে যে ন্যাড়া ছুট্যে চল্যে গেল বনের ভিতরে? ওঃ? জানার যে কী প্রচণ্ড কষ্ট—! অবিরাম এই কষ্ট বয়্যে-বয়্যে কতোদিন—কেমন মানুষ হয়্যা—বেঁচ্যে রব আমি? (বেহুলার কাছে স'রে এসে) বাসরের রাত্রে একবার মনে হয়্যেছিল দুইজনা মর‍্যে যাই। বেহুলারে, আজ সেই বাসরের রাত হোক। আমরা দুজনা যেন ভালোবেস্যা বেস্যা মর‍্যে যেতে পারি।—কোন পরিচয় নিয়্যা লখিন্দর বেঁচ্যে রবে চাস তুই বল?

বেহুলা ॥ (পিছনের একটা টিবিতে ঠেস দিয়ে একটা অদ্ভুত হাসিমাখা মুখে হঠাৎ দু-হাত প্রসারিত ক'রে লখিন্দরের সামনে বিষের কৌটোটা ধরে। লখিন্দর সেটা নিলে সে আবার হাসে। হাত দিয়ে এক পাশের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল

চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে) আমার কপালে আছে, আমি জনম এয়োতি, তাই আগে মোরে দেও—নিজ হাতে দেও।

লখি ॥ (এক হাতে বেহুলার গলা বেষ্টন ক'রে রুদ্ধস্বরে) তুই সতীরে বেহুলা। তুই এক অপরূপ মেয়ে—(অতি আদরে বিষটা খাইয়ে দেয়। বিষের উগ্র কটুস্বাদে বেহুলা যখন চোখ টিপে মুখ নীচু করে তখন লখিন্দর তার চুলের ওপর চুমু খেয়ে দু-হাতে তার মুখটা ধ'রে বলে), বৌ, বৌরে আমার, এতো কেন ভালোবেস্যেছিলিরে আমায়।

বেহুলা ॥ (স্বামীর হাতদুটো নিজের হাতে নিয়ে হাসিমুখে কোমল উচ্চারণ করে) স্বামী! (আবার হাসে। আবার বলে) স্বামী তুমি মোর।

লখি ॥ (নিজ বিষটা গলায় ঢেলে বেহুলার হাতটা খুঁজে তার ওপর চুমু খেতে-খেতে) বেহুলারে—আমার বেহুলা বৌ—

বেহুলা ॥ (যেন ক্রমশ নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে এইভাবে স্বামীর মুখটা দু-হাতে ধ'রে যেন প্রাণপণে বলে) জানো তুমি, বেহুলা তোমারে খুব ভালোবেস্যেছিল—এতো ভালো কেউ কারে কোনোদিন বাসেনি কখনো—

লখি ॥ জানি, জানি রে বেহুলা বৌ—

[বেহুলা একপাশে কাত হ'য়ে পড়তে থাকে। লখিন্দর তার ওপর ঝুঁকে পড়ে]

লখি ॥ শুন্যে যা বেহুলা তুই আজ সত্যকার জীয়নের মন্ত্র দিলি লখিন্দরে তোর। (তারও চোখ অন্ধকার হ'য়ে যাচ্ছে) পাগল, পাগল বেহুলা, এতো কেন ভালোবেস্যেছিলিরে আমায়? বেহুলা—বেহুলা বৌ—।

[ক্রমশঃ তাদের কণ্ঠ নিস্তেজ হয়। চাঁদ ঢোকে সামনের দিকে]

চাঁদ ॥ এইবার। এইবেরে পূজা দিব। এইবেরে চাঁদ মনসার পূজা দিবে। (লাঠিতে ভর দিয়ে যতোটা পারে সোজা হ'য়ে, বাঁ হাতে বিল্বপত্র নিয়ে) শিব, শিব, পাড়ি দিয়েছিনু, হার্যায়ে দিয়্যেছ মোরে,—ঘর ভেঙ্গ্যে দেছ,—সর্বদিকে বিফল করেছ। শেষ ভেব্যেছিনু আজীবন একনিষ্ঠ থেকে এই ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার গুল্যা নিয়্যা একদিন দাঁড়াব সুমুখে। সেইদিনে কব—এইগুল্যা তুমি তো দিয়্যেছ মোরে—। তাও চল্যে গেল, কেননা যে আজ—চাঁদ মনসার পূজা দিবে। তবু তুমি সাক্ষী থেকো, তোমার উন্মাদ ভক্ত চাঁদ সদাগর আজ মনসার পূজা দিল। এই নেরে অন্ধকার মনসাসাপিনী, চাঁদ সদাগর বাঁও হাতে পূজা দিল তোর। শিব, শিবাই আমার, দেখ তুমি, চাঁদ মনসা প্রণাম করে। (হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু ক'রে) তার কাছে ভিক্ষ্যা চায়,—আমার যা হয় হোক, বেহুলা-লখায়ে ছেড়্যা দেরে তুই—পূজা দিছি আমি। বেহুলা—লখাই—। (এইবার তাদের দিকে লক্ষ্য পড়ে। ব্যস্ত হ'য়ে তাদের কাছে গিয়ে তাদের গায়ে হাত দিয়ে ডাকে) বেহুলা—লখাই—পূজা যে দিয়্যেছি আমি—(তারপর আস্তে-আস্তে উঠে আসে)

চাঁদ ॥ এট্যাও বিফলে গেল!—পূজা দেওয়া হোল। তবু যেন পূজা দেওয়া হয় নাই। পাড়ি দিয়্যেছিনু, তবু যেন পাড়ি দেওয়া হয় নাই। ঘর বেন্ধেছিনু তবু যেন ঘর বান্ধা হয় নাই।—তুমি তো উলঙ্গ শিব তাই মোরে বুঝি উলঙ্গ করাতে চাও? চাঁদ বণিকের সব পরিচয়—যেন জলের আল্পনা? সব মুছে দিতি চাও? দেও। মারো তুমি। মেরো পিষ্যে ফেলো। তবু চাঁদ পাড়ি দিয়্যেছিল। শিবদাস, ভবদেব, দঙ্গদাস—একদিন তোরা পাড়ি দেওয়াট্যায় বিশ্বাস তো বেস্যেছিলি। সেইটুকু পরিচয় তোদের আমার। আয় উঠ্যা আয়, সাগরের তল থিক্যা ফির উঠ্যা আয়। শিবদাস, রিভুপাল, ভবদেব—দঙ্গদাস—

[সেই পুরানো নাবিকরা যেন ছায়ার মতো আসে। তাদের সারা অঙ্গে শ্যাওলা, সমুদ্রের তলদেশের ঝাঁঝি জড়ানো। পরিধেয় বস্ত্রগুলো যেন প'চে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে গেছে। তাদের মৃতচোখগুলো বিস্ফারিত। তারা যেন ঢেউয়ের দোলায় দুলতে-দুলতে আসে]

চাঁদ ॥ আয় আয় তোরা। তোরা ছাড়া আমার তো পরিচয় নাই। আমি ছাড়া তোদেরও তো পরিচয় নাই। দাঁড়গুল্যা হাতে তুল্যে নেরে—পুনরায় পাড়ি দিতে হবে। (মৃত নাবিকেরা ধাপের ওপরে বসে। কল্পিত দাঁড় ধরে)

চাঁদ ॥ আমরা ক'জনা প্রেতের মতন চিরকাল পাড়ি দিয়্যা যাব। আমাদের কেউ নাই, কিছু নাই। নোঙর তো কেট্যে দেছে শিব।—প্রস্তুত সবাই? হৈ-ঈ-ঈ-য়াঃ! কতো বাঁও জল দেখ। তল নাই?—পাড়ি দেও। এ আন্ধারে চম্পকনগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে। পাড়ি দেও—পাড়ি দেও—

[সম্পূর্ণ অন্ধকার মঞ্চে শুধু এইটুকু আলোকিত ছবি যেন মঞ্চের গভীরে পিছিয়ে যেতে যেতে অন্ধকারে অবলুপ্ত হ'য়ে যায়]